দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬৬ ॥ ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৯ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১২ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ক্ষমতাধরদের প্রশ্ন করে দায়বদ্ধতার মধ্যে আনার এখনই সেরা সময় : প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, গণতান্ত্রিক ট্রানজিশনের এই মুহূর্তে প্রশ্ন করার সঠিক সময়। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, প্রশ্ন করার সঠিক পরিবেশ আছে কিনা গণমাধ্যমের সেই স্বাধীনতা আছে কিনা প্রশ্ন করার আমি আমার সরকারের পক্ষ থেকে বলতে পারি, গত পাঁচ মাস ধরেই আমরা বলছি, প্রশ্ন করার এখনই সময়। ক্ষমতাধরদের প্রশ্ন করে দায়বদ্ধতার মধ্যে নিয়ে আসার এখনই সেরা সময়। রবিবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে হোটেল ওয়েস্টিনে অক্সফামের উদ্যোগে ডেভেলপমেন্ট মিডিয়া ফোরামের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

আগামী নির্বাচনকে ইতিহাসের সেরা করতে চাই : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বাংলাদেশে আগামীতে যে সাধারণ নির্বাচন হবে সেটিকে ইতিহাসের সেরা এবং ঐতিহাসিক করার পরিকল্পনা করছি। যাতে এ নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকে। রোববার (১২ জানুয়ারি) নরওয়ের রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রদূত হ্যাকন অ্যারাল্ড গুলব্র্যান্ডসন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশকে তাদের পণ্যের একটি আঞ্চলিক বিতরণ কেন্দ্রে (হাব) পরিণত করার এবং বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান। ড. ইউনূস নরওয়ের রাষ্ট্রদূতকে বলেন, এশিয়ায় নরওয়েজিয়ান পণ্য বিতরণের জন্য বাংলাদেশকে একটি ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করুন, যাতে নরওয়ে থেকে আপনার লোক আনার প্রয়োজন না হয়। এসব কাজে আমাদের তরুণদের ব্যবহার করতে পারেন। তিনি নরওয়েজিয়ান টেলিকম জায়ান্ট টেলিনরের প্রথম বিদেশি সংস্থা গ্রামীণফোনের উদাহরণ তুলে ধরেন, যা বছরের পর বছর ধরে টেলিনর পরিবারের সবচেয়ে লাভজনক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রদূত গুলব্র্যান্ডসেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহর স্টোরের একটি চিঠি হস্তান্তর করেন, যাতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দেশটির জোরালো সমর্থনের কথা জানানো হয়। রাষ্ট্রদূত বলেন, অত্যধিক প্রয়োজনীয় সংস্কারের সূচনা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনার জন্য আপনার প্রচেষ্টার প্রতি নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়? সমর্থন রয়েছে। রাষ্ট্রদূত নরওয়েজিয়ান প্রধানমন্ত্রীর মানবাধিকার রক্ষা এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রদূত গুলব্র্যান্ডসেন বলেন, নরওয়ে জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্পে এবং সবুজ জ্বালানি পরিবর্তনে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী। নরওয়ে ফিলিস্তিন ২-এর পাতায় দেখুন

শুল্কমুক্ত সুবিধায় হাজার হাজার টন চাল আমদানিতেও বাজারে প্রভাব পড়েনি

স্টাফ রিপোর্টার : শুল্কমুক্ত সুবিধায় হাজার হাজার টন চাল আমদানিতেও বাজারে এর কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। অটো রাইস মিল মালিক ও ধান ব্যবসায়ীদের দাবি- চলতি মৌসুমে ধানের দাম বেশি হওয়ায় কমছে না চালের দাম। আর আমদানিকারকদের মতে, ভারতেও চালের দাম বেশি। যে কারণে আমদানীকৃত চাল কম দামে বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। চাল ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, এক মাসে ভারত থেকে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে শুল্কমুক্ত সুবিধায় সাড়ে চার হাজার টন চাল আমদানি করা হয়েছে। বরং বাজারে চালের দাম কমার পরিবর্তে কেজিপ্রতি উল্টো ১-২ টাকা বেড়েছে। বিগত ১৭ নভেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে সাড়ে চার হাজার টন চাল আমদানি হয়েছে। যদিও ৩ লাখ ৯২ হাজার টন চাল আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়। আটটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ওই বন্দর দিয়ে ওসব চাল আমদানি করেছে। এর আগে বেসরকারিভাবে ৯২টি প্রতিষ্ঠানকে ২ লাখ ৭৩ হাজার টন ২-এর পাতায় দেখুন

বিগত সরকারের অসম চুক্তির কারণে সীমান্তে ঝামেলা সৃষ্টি হচ্ছে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অসম চুক্তির কারণে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কিছু ঝামেলা সৃষ্টি হচ্ছে। তবে আমাদের জনগণ এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কারণে তারা সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণসহ নানা কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার (১২ জানুয়ারি) সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এ পর্যন্ত চারটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭৫ সালের সমঝোতা স্মারকে রয়েছে, সীমান্ত রেখা বা শূন্য রেখার উভয় দিকে ১৫০ গজের মধ্যে পক্ষ প্রতিরক্ষা বিষয়ক কোনোকিছু করা যাবে না। একই স্থানে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে একে অপরের সম্মতি নিতে হবে। সম্মতি ছাড়া কেউ এসব কাজ করতে পারবে না।' তিনি বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান ৪ হাজার ১৫৬ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ৩ হাজার ২৭১ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় ভারত এরই মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি

স্টাফ রিপোর্টার : লন্ডনে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে লন্ডনে অবস্থানরত বাংলাদেশি সাংবাদিক শাহেদ শফিক এ তথ্য জানান। ডা. জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, "খালেদা জিয়া যথেষ্ট ভালো আছেন। ডাক্তররা দেখে গেছেন। বলতে পারি বৃহস্পতিবারের চেয়ে তিনি শনিবার আরও ভালো আছেন। তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নিত হচ্ছে।"যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক বলেন, "লন্ডন ক্লিনিকের ডাক্তাররা শুক্রবার থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা শুরু করেছে। এর আগের দু'দিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর পরবর্তী চিকিৎসার বিষয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

বছরের প্রথম ১১ দিনে এল ৭৩ কোটি ডলার রেমিট্যান্স

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের প্রথম ১১ দিনে দেশে এসেছে ৭৩ কোটি ৬৬ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৬ কোটি ৬৯ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। রবিবার (১২ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, জানুয়ারির প্রথম ১১ দিনে দেশে এসেছে ৭৩ কোটি ৬৬ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর গত বছরের ডিসেম্বরের একই সময়ে প্রবাসী আয় এসেছিল ১০৮ কোটি ৪৬ লাখ ডলার। এ হিসাবে জানুয়ারিতে কমেছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। জানুয়ারির প্রথম ১১ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ২০ কোটি ১৯ লাখ ৩০ হাজার ডলার। এ ছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ২ কোটি ৪৮ লাখ ৫০ হাজার ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ৫০ কোটি ৭৩ লাখ ৩০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ২৫ লাখ ১০ হাজার ডলার। বাংলাদেশে ব্যাংক আরো জানায়, জানুয়ারির ৫ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত দেশে এসেছে ৫০ কোটি ৯৮ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর বছরের প্রথম ৪ দিনে ২২ কোটি ৬৭ লাখ ৩০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এদিকে, সদ্যবিদায়ী ডিসেম্বর মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২৬৩ কোটি ৮৭ লাখ মার্কিন ডলার, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। একক মাস হিসাবে আগে কখনোই এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি। আর সদ্য বিদায়ী ২০২৪ সালে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ৬৮৮ কোটি ৯১ লাখ মার্কিন ডলার।

এর মধ্যে গত বছরের জানুয়ারিতে ২১১ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার, ফেব্রুয়ারিতে ২১৬ কোটি ৪৫ লাখ ৬০ হাজার, মার্চে ১৯৯ কোটি ৭০ লাখ ৭০ হাজার, এপ্রিলে ২০৪ কোটি ৪২ লাখ ৩০ হাজার, মে মাসে ২২৫ কোটি ৪৯ লাখ ৩০ হাজার, জুনে ২৫৩ কোটি ৮৬ লাখ, জুলাইতে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার, আগস্টে ২২২ কোটি ৪১ লাখ ৫০ হাজার, সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ৪৭ লাখ ৯০ হাজার, অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ৮ হাজার, নভেম্বরে ২১৯ কোটি ৯৫ লাখ ১০ হাজার ও ডিসেম্বরে এসেছে ২৬৩ কোটি ৮৭ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার।

সাতক্ষীরা পৌর-মেয়রের বরখাস্তের আদেশ অবৈধ : হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র তাজকিন আহমেদের বরখাস্তের আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের গেজেট অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। তাজকিন আহমেদ সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর বিএনপির সদস্য সচিব। এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল রোববার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলামের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট তানভীর আহমেদ। এর আগে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া এবং বিধি বহির্ভূতভাবে পৌরসভার ভাগ্যকূল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার সংলগ্ন জমিতে মার্কেট নির্মাণের দরপত্র আহ্বানসহ ১০ দফা অভিযোগ উল্লেখ করে পৌর ২-এর পাতায় দেখুন

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার : উপদেষ্টা আসিফ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা হবে এবং চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার বলে জানিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। রবিবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত মাল্টিপ্লান সেন্টারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এসব কথা বলেন। এ সময় উপদেষ্টা বলেন, "৫ আগস্টের পরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমাগতভাবে উন্নতি ঘটেছে। এলিফ্যান্ট রোডে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় চাঁদাবাজির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং যারা যারা এ ঘটনার সাথে জড়িত, সকলকে ২-এর পাতায় দেখুন

রোজা ও ঈদের সম্ভাব্য তারিখ জানাল আরব আমিরাত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী ১ মার্চ থেকে চলতি বছরের পবিত্র রমজান মাস ও ৩০ অথবা ৩১ মার্চ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে ঈদুল ফিতর পালিত হতে পারে। রোববার (১২ জানুয়ারি) আমিরাত জ্যোতির্বিদ্যা সোসাইটির চেয়ারম্যান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইব্রাহিম আল জারওয়ান এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর গালফ নিউজের। তিনি বলেন, আগামী ১ মার্চ থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অর্থাৎ, আর মাত্র সাত সপ্তাহ পর শুরু পবিত্র রমজান। এবারের ২-এর পাতায় দেখুন

রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জুলাই-আগষ্ট গণঅভ্যুত্থানে আহত ও নিহতদের পরিবারের পুনর্বাসন,রাষ্ট্রীয় সম্মাননা,মাসিক ভাতা ও সু-চিকিৎসার দাবিতে মানববন্ধন করে আহত ছাত্র-জনতা।

বইমেলায় স্টল বরাদ্দ, 'সুবিচার প্রত্যাশী' প্রকাশকদের ১০ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : এবারের অমর একুশে বইমেলায় কিছু প্রকাশনা সংস্থার প্যাভিলিয়ন/স্টলের বরাদ্দ বাতিল এবং বেশ কিছু প্রকাশকের বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কমিয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত মেলা পরিচালনা কমিটি নিয়েছে, তা 'অন্যায় এবং অবিচার' বলে মনে করছে 'সুবিচার প্রত্যাশী প্রকাশকবৃন্দ' নামের একটি প্লাটফর্ম। তাদের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল রোববার বইমেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেশ কিছু দাবি লিখিত আকারে দিয়েছেন। 'আগামী' প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গণি বলেন, "অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম, সময় প্রকাশনের ফরিদ আহমেদসহ আমরা প্রকাশকদের একটি দল বাংলা একাডেমি মহাপরিচালকের কাছে লিখিত কিছু দাবি জানিয়েছি। ২-এর পাতায় দেখুন

বায়ুদূষণ বন্ধে ৭ দিনের মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : সাত দিনের মধ্যে বায়ুদূষণ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যবস্থা ও এর আগে দেওয়া নয় দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ বিষয়ে আগামী ২৬ জানুয়ারি আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। রোববার (১২ জানুয়ারি) বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। তাকে সহায়তা করেন অ্যাডভোকেট সঞ্জয় মন্ডল ও অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান। পরে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, ঢাকার বায়ুদূষণ বন্ধে মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) জনস্বার্থে ২০১৯ সালে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। ওই রিটের শুনানি শেষে আদালত বিবাদীদের প্রতি রুল জারি করে শহর ও তার আশপাশের এলাকার বায়ুদূষণ বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। এছাড়া একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে বলেন। পরে এ বিষয় নিয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এইচআরপিবির পক্ষ থেকে আবেদন করা হলে আদালত নয় দফা নির্দেশনা জারি ২-এর পাতায় দেখুন

চানখারপুলে গণহত্যা কনস্টেবল সুজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ ট্রাইব্যুনালের

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে রাজধানীর চানখারপুলে পাঁচ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কনস্টেবল সুজন হোসেনকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রোববার চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এই আদেশ দেন। প্রসিকিউশন পক্ষে শুনানিতে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, গাজী এম এইচ তামিম, বিএম সুলতান মাহমুদ প্রমুখ। এর আগে, ওই মামলায় সুজনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। গত ১ জানুয়ারি ওই মামলায় সুজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের ২-এর পাতায় দেখুন

শেয়ারবাজারে থামছে না দরপতন বিনিয়োগকারীদের হতাশা বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : অব্যাহত দরপতনের মধ্যে পড়েছে দেশের শেয়ারবাজার। প্রায় প্রতিদিনই লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের লোকসানের পাল্লা ভারী হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে হতাশাও। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (১২ জানুয়ারি) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে তার চারগুণ প্রতিষ্ঠানের দাম কমেছে। ফলে কমেছে সবকটি মূল্যসূচক। তবে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) দাম কমার তালিকায় স্থান হয়েছে বেশি প্রতিষ্ঠানের। ফলে এ বাজারেও মূল্যসূচকের পতন হয়েছে। সেই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণও। এর মাধ্যমে চলতি বছরে লেনদেন হওয়া আট কার্যদিবসের মধ্যে পাঁচ কার্যদিবসেই শেয়ারবাজারে দরপতন হলো। এর আগে ২০২৪ সালজুড়ে শেয়ারবাজারে বড় দরপতন হয়। এতে এক বছরে ডিএসইর বাজার মূলধন কমে ১ লাখ ১৮ হাজার ২৩০ কোটি টাকা। বাজার মূলধন কমার অর্থ তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার ও ইউনিটের দাম সম্মিলিতভাবে ওই পরিমাণ কমেছে। বাজার মূলধনের বড় পতনের পাশাপাশি মূল্য সূচকেরও বড় পতন হয় বছরটিতে। ২০২৪ সালে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক কমে ১ হাজার ৩০ পয়েন্ট। এমন দরপতনের পর নতুন বছর ২০২৫ সালে শেয়ারবাজারে সুদিন দেখা যাবে এমন প্রত্যাশায় ছিলেন বিনিয়োগকারীরা। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না। কারণ বছরের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি। বরং সেই পুরো দরপতনের বৃত্তেই আটকে রয়েছে শেয়ারবাজার।

এ বিষয়ে ডিএসইর এক সদস্য বলেন, শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের আস্থা সংকট তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। যে কারণে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেলেই বাজারে বিক্রির চাপ বাড়ছে। আর বিক্রির চাপ বাড়ার কারণে দরপতন ঘটছে। বিক্রির চাপ না কমলে শেয়ারবাজারের দরপতন ঠেকানো সম্ভব না। মিজানুর রহমান নামের এক বিনিয়োগকারী বলেন, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে বড় ধনের ২-এর পাতায় দেখুন

ধানমন্ডিতে শপিং মল থেকে স্বর্ণ চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৩

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ধানমন্ডির 'সীমান্ত সম্ভারে' স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ধারাবাহিক অভিযানে কক্সবাজার ও কুমিল্লা থেকে তাদের গ্রেফতার করে ডিবি লালবাগ বিভাগ। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো- মো. রুবেল (২৮), সফিক ওরফে সোহেল (৩৫) ও সাদ্দাম হোসেন (৩১)। তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া ৫০ ভরি আট আনা স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়। গতকাল রোববার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ডিবি দক্ষিণ) মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম। ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে তিনি বলেন, 'গত ৩ জানুয়ারি আনুমানিক দুপুর ১টায় ধানমন্ডি মডেল থানার বিজিবি সীমান্ত সম্ভার শপিং কমপ্লেক্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরের 'ক্রাউন ডায়মন্ড অ্যান্ড জুয়েলার্সের' শো-রুমে চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ওই শো-রুমের মালিক কাজী আকাশ বাদী হয়ে ধানমন্ডি ২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন কমিশন থেকে এনআইডি সরিয়ে নেয়া হবে আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক: ইসি সানাউল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে এনআইডি সরিয়ে নেয়া হলে, কমিশনকে সাংবিধানিক যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার সাংঘর্ষিক হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। রোববার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে ইসি সচিবালয়ে কমিশনারদের বৈঠক শেষে এসব কথা বলেছেন তিনি। তিনি বলেন, জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন থেকে সরিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে নিয়ে যাওয়া আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এনআইডি ডাটাবেজ কমিশন করেছে। যে কারণে এনআইডি কার্যক্রম কোনোভাবেই অন্য দফতরে নেয়া যৌক্তিক হবে না। তিনি আরও বলেন, আমাদের সামগ্রিক ফোকাস হচ্ছে জাতীয় নির্বাচন। গণমাধ্যমে নিউজ দেখতে পাচ্ছি, একই সঙ্গে সব নির্বাচন দেওয়ার কথা বলছেন। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। এটা আসলে বাস্তব সম্মত প্রস্তাব। সব নির্বাচন একসঙ্গে করা সম্ভব নয়; আবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনও একসাথে করা সম্ভব নয়। এটা নিয়ে আমরা পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো। জাতীয় নির্বাচনের আগে টেস্ট কেস হিসেবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা উচিত কি না এই প্রসঙ্গে ইসি বলেন, কমিশন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এগুচ্ছে, এর প্রস্তুতি থাকলে সব নির্বাচন প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২-এর পাতায় দেখুন

ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীকে হস্তান্তরে ইউজিসিকে চিঠি জবির

স্টাফ রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেওয়ার শুরু থেকেই দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রকল্পের কাজ সেনাবাহিনীর হাতে হস্তান্তরের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তা অনেকবার প্রকাশ্যে ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে অনুযায়ী ইউজিসিকে চিঠি দিয়েছে। সেটা এখন মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। গতকাল রোববার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের প্রকল্প ও অস্থায়ী আবাসনের অগ্রগতি নিয়ে উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। উপাচার্য বলেন, 'সেনাবাহিনীকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউজিসিকে চিঠি দেওয়ার পর তা নিয়মিত মনিটরিং করছে জবি কর্তৃপক্ষ । কর্তৃপক্ষ যেহেতু প্রকল্প সেনাবাহিনীকে হস্তান্তরের ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
Manabik Bangladesh
মানবিক বাংলাদেশ
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৯ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানি ৪৬ হাজার ৫০০ ছাড়াল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের মোট সংখ্যা ৪৬ হাজার ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আনাদোলু এজেন্সির। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় ৩২ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১৯৩ জন আহত হয়েছেন। এর ফলে গাজায় গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি হামলায় নিহত মোট ফিলিস্তিনির সংখ্যা ৪৬ হাজার ৫৩৭ জনে পৌঁছেছে। একইসঙ্গে অবরুদ্ধ নগরীতে আহতের সংখ্যা এখন ১ লাখ ৯ হাজার ৫৭১ জনে পৌঁছেছে। মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, অনেক মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছে। ইসরায়েলের অব্যাহত হামলা ও বাঁধার কারণে উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দাবি, এই হামলায় প্রায় ১২০০ নিহত ও দুই শতাধিক ইসরায়েলিকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে গেছে হামাস যোদ্ধারা। এর জবাবে ওই দিনই গাজায় বিমান হামলা ও পরে স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ১৫ মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো এ হামলা অব্যাহত আছে। জাতিসংঘ বলছে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে ভূখণ্ডের ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সেই সঙ্গে অঞ্চলটির ৭০ শতাংশ অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে।দীর্ঘ সময় ২-এর পাতায় দেখুন

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত শিল্প ধ্বংসের চক্রান্ত: বিপিজিএমইএ

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমানে শিল্পখাতে নানা কারণে স্থবিরতা চলছে। এরমধ্যে গ্যাসের দাম বাড়ালে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব শিল্পে নানামুখী নেতিবাচক প্রভাব হবে। অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। এ মূল্যবৃদ্ধি শিল্প ধ্বংসের একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিপিজিএমইএ)। রোববার (১২ জানুয়ারি) বিপিজিএমইএর সভাকক্ষে গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি। এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি সামিম আহমেদ। তিনি বলেন, আইএমএফ- বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নের আগে দেশের স্বার্থ প্রাধান্য দিতে হবে। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কোনো চুক্তি বা ব্যবস্থা দেশবাসী গ্রহণ করবে না। তিনি আরও বলেন, উদ্বেগের বিষয় হলো দেশি গ্যাসের উৎপাদন ক্রমেই কমছে। অন্যদিকে নতুন এলএনজি টার্মিনাল নির্মিত না হলে আমদানিও বাড়ানো যাবে না। আগামী দুই বছরেও নতুন টার্মিনাল চালুর তেমন সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় দেশের শিল্পখাত দ্বিমুখী সংকটে পড়বে। আমরা মনে করি প্রস্তাবিত দাম শিল্পের জন্য খুবই কঠিন হবে। সামিম আহমেদ বলেন, দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত শিল্পায়নকে নিরুৎসাহিত করবে। শিল্পে নতুন বিনিয়োগ আসবে না, কর্মসংস্থানও হবে না। বিদেশি বিনিয়োগও আসবে না। সাম্প্রতিককালে শিল্পখাত নানা সংকটের মুখে শ্রমিক অসন্তোষ ও বেতন-ভাতা বকেয়া থাকার কারণে বেশ কিছু কারখানা এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় গ্যাসের দাম বাড়লে শিল্পোদ্যোক্তারা আরও বিপদে পড়বেন। বিপিজিএমইএ সভাপতি ৭-এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান রোববার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বৈশ্বিক উষ্ণতা নিরসনে ছাদ বাগানের গুরুত্ব' শীর্ষক সেমিনারে ছাদ বাগানিদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করেন। **-পিআইডি**

নিরাপদ খাদ্য ও নির্মল বাতাসের জন্য ছাদ বাগান জরুরি: পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : শহুরে জীবনে বিষ মুক্ত নিরাপদ খাদ্য ও নির্মল বাতাসের জন্য ছাদ বাগান জরুরি বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। রোবব-ার (১২ জানুয়ারি) 'বৈশ্বিক উষ্ণতা নিরসনে ছাদ বাগানের গুরুত্ব' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন হলে এ সেমিনারের আয়োজন করে ঢাকার শেকড় নামের একটি সংগঠন। উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, রাজধানীর ছাদগুলোকে বাগানে পরিণত করতে পারলে মানুষ উপকৃত হবে। এটি কার্বন নিঃসরণ কমায়, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং বায়ুর মান উন্নত করে। নিজ নিজ ছাদে বাগান করলে পরিবেশ রক্ষায় সবাই ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, ছাদ বাগান পরিবেশের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়তা করে। ছাদ ভেঙে পড়ার ভয় একটি ভুল ধারণা। ছাদ বাগান বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি কার্যকর সমাধান। সরকার ছাদ বাগান প্রচলনে নানা উদ্যোগ নিয়েছে এবং জনসচেতনতা বাড়াচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিরাপদ খাদ্যের জন্য এটি খুবই জরুরি। সেজন্য ছাদ বাগানের পাশাপাশি বারান্দা বাগানেও মানুষকে উৎসাহিত করা উচিত। আমাদের আশপাশে অধিকাংশ বাসায়ই ছাদে বাগান করার সুযোগ থাকে না। কিন্তু এক চিলতে হলেও বারান্দা থাকে। সেই বারান্দায় কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, বেগুন উৎপাদন করে চাহিদা মেটানো সম্ভব। আমার মনে হয়, আপনি যদি বারান্দায় চারটি টবে বেগুনা আর কাঁচামরিচ লাগান তাহলে এগুলো আর কিনে খেতে হবে না। উপদেষ্টা আরও বলেন, ঢাকা শহরের ধুলা এবং বায়ু দূষণ এক বছরে কেউ কমাতে পারবে না। এটি সম্ভবও নয়। কিন্তু বায়ু দূষণ কমানোর বড় উপায় হচ্ছে ধূলাদূষণ কমানো। আমাদের আইল্যান্ডগুলো (সড়ক বিভাজক) অনাবৃত থাকে। অথচ পুরো মাটিগুলো যদি আবৃত করা যায় তাহলে ধূলার প্রকোপ অনেকাংশেই কমে যাবে। সেখানেও সবুজায়ন অনেক বেশি জরুরি। আমরা আগামী বর্ষা থেকেই এ কার্যক্রম শুরু করব। ঢাকার শেকড়ের অ্যাডমিন মোতালেব মাশরেকীর সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া, গ্রীনওয়াচ ঢাকার সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, কৃষিবিদ ড. মেহেদী মাসুদ, ছাদ বাগান আন্দোলনের অগ্রসৈনিক গোলাম হায়দার এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য মমিন হোসেন। সেমিনারে ছাদ বাগানিদের পুরস্কার ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়। শেষে উপদেষ্টা জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করেন।

গণঅভ্যুত্থানের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে : নুর

স্টাফ রিপোর্টার : গণঅভ্যুত্থানের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এবং সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। রোববার (১২ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে সম্মুখ সারির আহত ছাত্র-জনতা'র উদ্যোগে আয়োজিত জুলাই-আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে আহত এবং নিহতদের পরিবারের পুনর্বাসন, রাষ্ট্রীয় সম্মাননা, মাসিক ভাতা ও সুচিকিৎসার দাবিতে মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন। সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেন, ইতিমধ্যে গণঅভ্যুত্থানের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। গণঅভ্যুত্থানের মালিক কে, কোন দলের কতজন মারা গেছেন, কোন দলের কি কন্ট্রিবিউশন, সেই প্রতিযোগিতা লেগেছে। যদিও এটা কোনোভাবে কাম্য নয়। কারণ, এটা কোনো রাজনৈতিক দলীয় আন্দোলন ছিল না। এটা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটা গণআন্দোলন ছিল। এই ৭-এর পাতায় দেখুন

মেট্রোরেলে চড়তে যাত্রীদের অসন্তোষ পদে পদে দুর্ভোগ

স্টাফ রিপোর্টার : দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে মেট্রোরেলই এখন ঢাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় গণপরিবহন। উত্তরা থেকে মিরপুর হয়ে মতিঝিল রুটে চলা দেশের প্রথম মেট্রোরেল সড়কের দুর্ভোগ কমিয়ে দিয়েছে স্বস্তি। তবে বছর না পেরোতেই অব্যবস্থাপনায় বাড়ছে যাত্রী অসন্তোষ। অনেক মেট্রো স্টেশনে ভেন্ডিং মেশিন থাকছে নষ্ট। টিকিট কাউন্টারে রয়েছে ভাংতি টাকার সংকট। মেট্রোর ভেতরে অহরহ ঘটছে পকেটমারের ঘটনা। একক যাত্রার টিকিটের সংকট এখনো কাটেনি। যাত্রীদের সঙ্গে মেট্রোর স্টাফরা দুর্ব্যবহার করছেন বলেও রয়েছে অভিযোগ। আবার কখনো যান্ত্রিক ত্রুটি, কখনো বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে মেট্রোতে যাত্রাও মাঝে মধ্যে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে স্বস্তির মেট্রোরেল যাত্রা দিন দিন হচ্ছে দুর্ভোগের যাত্রা। মেট্রোরেলের অংশীজনদের অভিযোগ, ওই অব্যবস্থাপনার প্রধান দায় মেট্রোরেলের নির্মাতা ও পরিচালনা সংস্থা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল)। মেট্রোরেল পরিচালনায় তাদের সঠিক তদারকির অভাব রয়েছে। ফলে প্রায় প্রতিদিনই যাতায়াতে ভোগান্তিতে পড়ছেন যাত্রীরা। যাত্রী সন্তুষ্টিতে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে আরও সচেতন হতে হবে। মেট্রোরেলে চড়তে পদে পদে দুর্ভোগ তবে ডিএমটিসিএলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দাবি, মেট্রোরেলে নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে তাদের আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। ভেন্ডিং মেশিন ঠিক করা, কাউন্টারে পর্যাপ্ত ভাংতি টাকা রাখা, চুরি বা পকেটমার বন্ধে তারা তৎপর। একক যাত্রার টিকিটও আমদানি করা হচ্ছে। ভেন্ডিং মেশিন নষ্ট সকাল ১০টা। মেট্রোরেলের শাহবাগ স্টেশন। মতিঝিল ও উত্তরাগামী স্টেশনের টিকিট অফিস মেশিনে (টিওএম) যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন। অথচ ওই স্টেশনে চারটি ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে। এর মধ্যে দুটিই নষ্ট। কাছে গিয়ে দেখা গেলো ভেন্ডিং মেশিনে লেখা, 'লেনদেন প্রক্রিয়াটিতে ত্রুটি আছে। সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করুন। সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত।' তবে যাদের কাছে এমআরটি পাস রয়েছে, তাদের নির্দ্বিধায় স্টেশনে ঢুকতে দেখা যায়। টিওএমে থাকে না পর্যাপ্ত ভাংতি টাকা শাহবাগ থেকে মিরপুর-১১ নম্বর স্টেশনে যাবেন নীলক্ষেতের ব্যবসায়ী মকবুল ৭-এর পাতায় দেখুন

পাঠ্যবইয়ে 'আদিবাসী' বাতিলের দাবিতে এনসিটিবি'র সামনে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও রাষ্ট্রদ্রোহী পরিভাষা উল্লেখ করে 'আদিবাসী' শব্দ বাতিল এবং রাষ্ট্রদ্রোহী এই 'অপকর্মে'র সঙ্গে জড়িতদের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সামনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল রোববার সকাল ১০টার পর থেকে শিক্ষার্থীরা এনসিটিবির সামনে 'স্টুডেন্ট ফর সভারেন্টি' সংগঠনের ব্যানারে এই বিক্ষোভ শুরু করেন। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক মুহম্মদ ইয়াকুব মজুমদার বলেন, "আমরা বিক্ষোভ করছি, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও রাষ্ট্রদ্রোহী শব্দ 'আদিবাসী' যারা পাঠ্যবইয়ে যুক্ত করেছেন তাদের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে।" 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'র যুগ্ম আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুহম্মদ মুহিউদ্দিন রাহাত জানান, ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজউকের প্লট জালিয়াতি

শেখ পরিবারের ছয় সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বেআইনিভাবে নিজেদের নামে করিয়ে নেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানাসহ শেখ পরিবারের ছয় সদস্য ও একাধিক রাজউক কর্মকর্তাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (১২ জানুয়ারি) দুদক মহাপরিচালক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাসহ ১৬ জনের নামে মামলা করেছে দুদক। এর আগে গত ২৬ ডিসেম্বর এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। ওইদিন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন জানান, রাজনৈতিক বিবেচনায় সংবিধানের ১৩/এ ধারার ক্ষমতাবলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন অনিয়ম ও ৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি নেতা হাফিজের টিন আত্মসাতের মামলা স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের বড় ভাই সাবেক সংসদ সদস্য মো. হাফিজ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে ত্রাণের টিন আত্মসাতের মামলা চলবে বলে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি দিয়েছেন আপিল বিভাগ। একইসঙ্গে আপিল শুনানি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামলাটির কার্যক্রম স্থগিত থাকবে বলে আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল রোববার বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন। আদালতে হাফিজ ইব্রাহিমের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এএম মাহ-বুব উদ্দিন খোকন। দুদকের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট আসিফ হোসাইন। এর আগে, ২০০৭ সালের ১৩ জুন ভোলার বোরহান উদ্দিন উপজেলার টবগী ইউনিয়নের মনিরাম বাজার সংলগ্ন হাফিজ ইব্রাহিম মহাবিদ্যালয় থেকে ১০০ বান্ডেল ত্রাণের টিন উদ্ধার করেছিল যৌথবাহিনী। বোরহান উদ্দিন উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন ৭-এর পাতায় দেখুন

রোববার তেঁজগাও ট্রাক স্ট্যান্ডের একটি গ্যারেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট।

তেজগাঁও স্ট্যান্ডে আগুনে পুড়ল ৫ ট্রাক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার তেজগাঁও ট্রাক স্ট্যান্ডে আগুন লেগে কয়েকটি গাড়ি মেরামত কারখানা এবং পাঁচটি যানবাহন পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার সকাল ৮টার দিকে ট্রাকস্ট্যান্ডের একটি গ্যারেজে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। প্রথমে তাদের দুটি ইউনিট এবং পরে আরো একটি ইউনিট সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক বলেন, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বেলা ৯টায় আগুন পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়। এর মধ্যেই ট্রাক স্ট্যান্ডের ১২টি ওয়ার্কশপ, এছাড়া দুটি গাড়ির সামনের অংশ এবং তিনটি গাড়ির পেছনের অংশ আগুনে পুড়ে যায় বলে জানান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম। ঘটনাস্থলে থাকা ফায়ার সার্ভিসের তেজগাঁও স্টেশনের সিনি ৭-এর পাতায় দেখুন

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে টিউলিপকে বরখাস্তের আহ্বান বিরোধীদলীয় নেতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্নীতি ও যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগ নেতার কাছ থেকে ফ্ল্যাট উপহার পাওয়ার বিতর্কের জেরে শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিককে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে বরখাস্ত করতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা কেমি ব্যাডেনক। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন বলছে, কনজারভেটিভ পার্টির এই নেত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) দেওয়া পোস্টে টিউলিপকে বরখাস্তের দাবি জানান। লেখেন, 'কিয়ার স্টারমারের উচিত এখনই টিউলিপ সিদ্দিককে বরখাস্ত করা। প্রধানমন্ত্রী তার ব্যক্তিগত বন্ধুকে দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, অথচ তার বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ।' কেমি ব্যাডেনক আরও বলেছেন, 'টিউলিপ সিদ্দিক বর্তমান সরকারের জন্য একটি বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার ৭-এর পাতায় দেখুন

অনশনে বসেছেন জগন্নাথের ১২ শিক্ষার্থী

স্টাফ রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের অবশিষ্ট কাজ সেনাবাহিনীকে হস্তান্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অস্থায়ী আবাসনের দাবিতে অনশনে বসেছেন ১২ শিক্ষার্থী। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে তিনজন শিক্ষার্থী অনশন শুরু করেন। পরে বেলা ১০টার মধ্যে তাদের সঙ্গে যোগ দেন আরও নয়জন। শিক্ষার্থীরা মূলত তিনটি দাবি নিয়ে অনশনে বসেছেন বলে জানিয়েছেন। ১. সেনাবাহিনীর কাছে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ হস্তান্তরের চুক্তি অবিলম্বে স্বাক্ষর করতে হবে। ২. পুরান ঢাকার বাণী ভবন ও ড. হাবিবুর রহমান হলের স্টিল বেইজড ভবনের কাজ দ্রুত শুরু এবং শেষ করতে হবে। ৩. যতদিন পর্যন্ত আবাসনের ব্যবস্থা না ৭-এর পাতায় দেখুন

'নিরপরাধদের' মুক্তিসহ তিন দাবিতে বিডিআর স্বজনদের মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার জওয়ানদের ওনিরপরাধ্ব দাবি করে তাদের মুক্তি ও পুনঃ তদন্তসহ তিন দাবি নিয়ে ঢাকার রাস্তায় মানববন্ধন করেছেন তাদের স্বজনরা। বিডিআর কল্যাণ পরিষদের আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে গতকাল রোববার মানববন্ধনে দাঁড়িয়েছিলেন তারা। মানববন্ধনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক সমন্বয়ক মাহিন সরকার বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত বিডিআর সদস্য যাদের অধিকাংশের সাথে অন্যায় হয়েছে আমরা তাদের ন্যায় বিচারের জন্য দাঁড়িয়েছি। এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কষ্টদায়ক, আমাদের কেন আন্দোলন করতে হবে? এটিতো একটি গণদাবি। আমাদের দাবির প্রেক্ষিতে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে, সেখানে ২ এর (ঙ) ধারায় বলা হয়েছে যারা দোষী ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে এইচএমপিভি আক্রান্ত রোগী শনাক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন বছরের শুরু থেকেই পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস (এইচএমপিভি)। চীনে আত্মপ্রকাশের পর জাপান, মালয়েশিয়া হয়ে ভারত পর্যন্ত ভাইরাসটির বিস্তৃতির খবর পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এবার দেশেও প্রথমবারের মতো পাওয়া গেল এইচএমপিভি আক্রান্ত রোগী। রোববার (১২ জানুয়ারি) রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। আক্রান্ত রোগী একজন নারী। তার গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ভৈরব এলাকায় বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এইচএমপিভি একটি সংক্রামক রোগ এবং যেভাবে এটি ছড়ায়, তার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে করোনার। বিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনার মতোই হাঁচি, কাশি, আক্রান্ত রোগীর কাছাকাছি অবস্থান, করমর্দন এবং স্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায় এ রোগটি। ২০০১ সালে চীনে ভাইরাসটির অস্তিত্বের প্রমাণ মিললেও এখন পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে তৈরি হয়নি কার্যকর কোনো প্রতিষেধক। চলতি বছরের জানুয়ারির শুরুতে পূর্ব এশিয়ার দেশ চীনে নতুন করে ভাইরাসটির সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর জাপানেও ভাইরাসটি শনাক্ত হয়। এখন এইচএমপিভির প্রাদুর্ভাব মালয়েশিয়া ও ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে, ভাইরাসটিকে নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলে অভিমত চিকিৎসক ও রোগতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের। তারা বলছেন, রোগটিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং এর প্রতিরোধের সঙ্গে করোনা ৭-এর পাতায় দেখুন

৫ মাস পর আন্দোলনে নিহত স্বামীর মরদেহ শনাক্ত করলেন স্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত কাবিল হোসেন (৫৭) নামে একজনের মরদেহ অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে পড়ে ছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে। গত ৫ আগস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্য পেয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গ থেকে নিহত কাবিলের মরদেহ শনাক্ত করেন তার স্ত্রী। গতকাল রোববার স্ত্রী সেলিনা বেগমের কাছে কাবিল হোসেনের মরদেহ হস্তান্তরের কথা রয়েছে। সেলিনা বেগম জানান, তার স্বামী কাবিল হোসেন মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাদের বাড়ি কুমিল্লায়। তবে কর্মসূত্রে তারা রাজধানীর মানিকনগর এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, কাবিল হোসেন গত ৫ আগস্ট সকালে রাজধানীর মানিকনগরের বাসা থেকে বের হন। ৭-এর পাতায় দেখুন

কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ ঘিরে সীমান্তে উত্তেজনা বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা বাড়ছে। গত সপ্তাহজুড়ে আলোচনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিনোদপুর, নওগাঁর ধামইরহাট, লালমনিরহাটের দহগ্রাম ও মহেশপুর উপজেলার মাটিলা সীমান্তের কোদলা নদী এলাকা। সীমান্তের শূন্যরেখায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহি-নীর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। তথ্যমতে, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম সীমান্তে ১০ জানুয়ারি সকাল থেকেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ শূন্যরেখায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা করে। বিজিবির বাধায় শেষ পর্যন্ত কাজ বন্ধ করে তারা। গত বছরের আগস্টেও একই ঘটনা ঘটে দহগ্রামে। এ নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় দুদেশের স্থানীয়দের মধ্যেও। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ সীমান্তে দুদিনের উত্তেজনার পর গেল ৮ জানুয়ারি বেড়ার নির্মাণ বন্ধ করে বিএসএফ। একই কারণে গেল ৬ জানুয়ারি নওগাঁর ধামইরহাট সীমান্তেও উত্তেজনা ছড়ায়। একই দিনে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সীমান্ত এলাকায় কোদলা নদীর ৫ কিলোমিটার অংশ দখলমুক্ত করার দাবি করে বিজিবি। পরে ভারতের গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, বিজিবির দাবি নাকচ করেছে বিএসএফ। ভারতের ভূমি সুরক্ষিত। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে ১৫০ গজের মধ্যে কোনো দেশ বেড়া কিংবা স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবে না। কিন্তু বিএসএফ বলছে, ২০১০ সালের চুক্তি অনুযায়ী, আংগরপোতা-দহগ্রাম এলাকায় শূন্যরেখা বরাবর তারা একসারি বিশিষ্ট কাঁটাতার দিতে পারবে। তবে বিজিবি বলছে, ২০২১ সালে তিনবিঘা করিডোর দিয়ে আংগরপোতা-দহগ্রাম এলাকায় অপটিক্যাল ফাইভার ক্যাবল স্থাপনকাজে বিএসএফ বাধা দেয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অজুহাত দেখিয়ে আজ পর্যন্ত তার সমাধান হয়নি। যদি সেটা না হয় তবে ভারতও কাঁটাতার দিতে পারবে না। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে ভারত কোনোভাবেই কাঁটাতারের ৭-এর পাতায় দেখুন

মোবাইল-ইন্টারনেটে কর প্রত্যাহার না হলে এনবিআর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের মোবাইল এবং ইন্টারনেট সেবার ওপর নতুন করে সম্পূরক কর আরোপ করা সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্ত। সরকারের এই পদক্ষেপ জনগণের ইন্টারনেট সেবার ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর পরিবর্তে তাদের সেবার বাইরে রাখার সামিল। আগামী সপ্তাহের মধ্যে যদি এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে এনবিআর কার্যালয় ঘেরাও করা হবে। রবিবার (১২ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবায় কর বৃদ্ধির হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের' দাবিতে মানববন্ধনে এমন ঘোষণা দেওয়া হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম ও আইআইজির সভাপতি আমিনুল হাকিম বলেন, 'শতভাগ দেশীয় উদ্যোক্তার মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হয়। এই সেবাখাত ধ্বংস করার অপচেষ্টা ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীকে

ব্যবস্থা নিতে লিখিতভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কে জানিয়ে দিয়েছে এবং বিষয়টি অব্যাহতভাবে মনিটরিং করছে তাই এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকার সুযোগ নেই।' প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে উপাচার্য বলেন, 'জবির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রকল্পের সব কাজ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ও অদক্ষতায় জর্জরিত। যে কারণে অর্থ ছাড় বন্ধ থাকায় সব কাজ আপাতত থমকে আছে। অর্থ ছাড়ের এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ২৭ নভেম্বর চিঠি পাঠিয়েছে এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। আজকেও এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয়েছে। খুব শিগগিরই অর্থ ছাড়ের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে এবং পুরোদমে সব কাজ শুরু হবে।' তিন দফা দাবিতে অনশনে বসা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য বলেন, 'শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর সঙ্গে আমরা একমত। সে লক্ষ্যে কাজ চলমান। অনশনে বসা শিক্ষার্থীদের আমরা বোঝাবো।' এদিকে গতকাল রোববার সকাল থেকে অস্থায়ী আবাসন ও দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীর হাতে হস্তান্তরের দাবিতে আমরণ অনশনে বসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

ধানমন্ডিতে শপিং মল থেকে স্বর্ণ

মডেল থানায় একটি মামলা করেন। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, অজ্ঞাত চোরেরা শো-রুমের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে ১৫৯ ভরি বিভিন্ন ধরনের স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায়। যার আনুমানিক মূল্য ২ কোটি ৫০ লাখ ২৮ হাজার ৮০০ টাকা।' যুগ্ম কমিশনার বলেন, 'ঘটনাস্থলের ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এক অভিনব পদ্ধতিতে শো-রুমের সাটার কেটে ভেতরে প্রবেশ করে মাত্র আট মিনিটের মধ্যে স্বর্ণালংকার চুরি করে সংঘবদ্ধ চোরচক্র পালিয়ে যায়। এই দলের একজন একটি চাদর দিয়ে দোকানের সামনে শেড তৈরি করে। অপর একজন দ্রুত সাটারের তালা কাটে। তৃতীয় ব্যক্তি শো-রুমে প্রবেশ করে ডিসপ্লে থেকে স্বর্ণালংকার বের করে একটি ব্যাগে ভর্তি করে দ্রুত বের হয়ে যায়। এছাড়া আরও কয়েকজনকে শো-রুমের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।' তিনি বলেন, 'ভিডিও ফুটেজে পাওয়া ছবির সঙ্গে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশ ৯ জানুয়ারি অভিযান চালিয়ে কক্সবাজার থেকে রুবেলকে হেফাজতে নেয়। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পরে কুমিল্লার দেবীদ্বার বাজার সংলগ্ন নিউমার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে সফিককে হেফাজতে নেওয়া হয়। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুমিল্লার মুরাদনগর থানা এলাকার কোম্পানীগঞ্জ বাজারের একটি জুয়েলারি দোকান থেকে ২৮ ভরি ১৪ আনা চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার এবং ২১ ভরি ১০ আনা গলিত স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। এ সময় সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় সাদ্দামকে।' এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করা হলেও ৮-৯ জন এতে জড়িত বলে জানিয়েছেন যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম। চক্রের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেফতার এবং চুরি যাওয়া অবশিষ্ট স্বর্ণালংকার উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

নির্বাচন কমিশন থেকে এনআইডি

একটা সংস্কার কমিশন কাজ করছে এটা ধারণ করে যদি কোন আইন ও বিধিমালা সংশোধন করতে হয় তার একটা টাইম আছে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এগুলো একটা ফ্যাক্টর। তারপরও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্কার কমিশন যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই আলোকে কাজ করবো। তবে সংস্কার যদি চাই আমাদের দিয়ে সব নির্বাচন এক সঙ্গে করাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান হলো সব নির্বাচন এক সঙ্গে করা হবে না। সব স্থানীয় সরকার নির্বাচন এক সঙ্গে করা সম্ভবও নয়। এখনও পর্যন্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে এই বিষয়ে চিঠিও দেওয়া হয়নি। আলোচনার আলোকে স্বপ্রণোদিতভাবে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি বলেও জানান তিনি। আগামী ২০ তারিখ থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু হবে বলেও জানান ইসি। এর আগে কমিশনে সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। সভায় অন্যান্য কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন।

শেয়ারবাজারে থামছে না দরপতন

লোকসানের মধ্যে রয়েছি। প্রতিদিনই ভাবি বাজার ঘুরে দাঁড়াবে। সকালের দিকে বাজারে একটু ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ দিন দরপতনই ঘটে। এভাবে চলতে থাকলে বাজারের কোনো আস্থা থাকার কথা না। দিন যত যাচ্ছে আমার মতো সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হতাশা ততো বাড়ছে।' ইব্রাহিম নামের আর এক বিনিয়োগকারী বলেন, শেয়ারবাজার নিয়ে আমি খুবই হতাশ। প্রতিনিয়ত বাজারে দরপতন হচ্ছে। এই পতন কোথায় গিয়ে ঠেকবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এরই মধ্যে বিনিয়োগ করা পুঁজি অর্ধেক নেই হয়ে গেছে। হয়তো এই লোকসান থেকে আর বের হওয়া সম্ভব না। বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, চলতি সপ্তাহের প্রথম দিনের লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের শুরুতে সূচকের ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিলে। কিন্তু লেনদেনের শেষ দিকে এক শ্রেণির বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বিক্রির চাপ বাড়ায়। ফলে দাম বাড়ার তালিকা থেকে বড় হওয়ার পাশাপাশি সবকটি মূল্যসূচক কমে দিনের লেনদেন শেষ হয়েছে। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে ৬৯টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ২৮২টির এবং ৪৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৩৮ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ১৫৬ পয়েন্টে নেমে গেছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ১৭ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯০৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আর ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৫৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে।

সবকটি মূল্যসূচক কমলেও ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৩৭১ কোটি টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩২৪ কোটি ৩ লাখ টাকা। সে হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ৪৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। এই লেনদেনে সব থেকে বড় ভূমিকা রেখেছে ফাইন ফুডসের শেয়ার। টাকার অঙ্কে কোম্পানিটির ১৯ কোটি ৩৯ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওরিয়ন ইনফিউশনের ১৩ কোটি ৩ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ১২ কোটি ৬৩ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মিডল্যান্ড ব্যাংক। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- আফতাব অটোমোবাইল, প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোড, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, গ্রামীণফোন এবং রবি। অন্য শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই কমেছে ১৯ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ১৮৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৮টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১১৫টির এবং ৩৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ৬ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৫ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।

কনস্টেবল সুজনকে কারাগারে

নেতৃত্বাধীন ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ৫ আগস্ট বেলা ১১টায় চানখারপুলে বোরহানউদ্দিন কলেজের পাশে সুজনকে কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বা শুয়ে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করতে দেখা গেছে, যা পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

বায়ুদূষণ বন্ধে ৭ দিনের মধ্যে কার্যকর

করে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। নির্দেশনাগুলো হলো- ১. ঢাকা শহরে মাটি/বালি/বর্জ্য পরিবহনকারী ট্রাক ও অন্যান্য গাড়িতে মালামাল ঢেকে রাখা। ২. নির্মাণাধীন এলাকায় মাটি/বালু/সিমেন্ট/পাথর/নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা। ৩. সিটি কর্পোরেশনের কর্তৃক রাস্তায় পানি ছিটানো। ৪. রাস্তা/কালভার্ট/কার্পেটিং/খোঁড়াখুঁড়ি কাজে টেন্ডারের শর্ত পালন নিশ্চিত করা। ৫. কালো ধোঁয়া নিঃসরণকৃত গাড়ি জব্দ করা। ৬. সড়ক পরিবহন আইন অনুসারে গাড়ির চলাচল সময়সীমা নির্ধারণ ও উত্তীর্ণ হওয়ার সময়সীমার পরে ওই গাড়ি চলাচল বন্ধ করা। ৭. অবৈধ ইটভাটাগুলো বন্ধ করা। ৮. পরিবেশ লাইসেন্স ব্যতীত চলমান টায়ার ফ্যাক্টরি বন্ধ করা। ৯. মার্কেট/দোকানগুলোতে প্রতিদিনের বর্জ্য ব্যাগ ভরে রাখা ও অপসারণ নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, আদালতের এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার পরেও বায়ুদূষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এবং অধিকাংশ নির্দেশনা পালন না করায় সম্প্রতি ঢাকা শহর বায়ুদূষণে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তবে কর্তৃপক্ষ ২০২৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা কিছুটা কম এবং পরে নির্দেশনাগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়ায় ঢাকা শহর আবারও বায়ুদূষণের শীর্ষ শহরে পরিণত হয়েছে মর্মে মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত সংবাদ নজরে এলে আদালতের নির্দেশনা ও বাস্তবায়ন চেয়ে একটি আবেদন করা হয়। শুনানিতে আদালতের নির্দেশনা বায়ুদূষণের পরিস্থিতি এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। এছাড়া শুনানি শেষে আদালত আদেশ দেন যে, আগামী সাত দিনের মধ্যে বিবাদীরা বায়ুদূষণ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং নয় দফা নির্দেশনা বাস্তবায়িত করে আগামী ২৬ জানুয়ারি আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান আইনজীবী মনজিল মোরসেদ।

বইমেলায় স্টল বরাদ্দ, 'সুবিচার

“বাংলা একাডেমি কর্তৃক এবারের মেলায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রকাশের পর বেশকিছু অসামঞ্জস্যতা সকলের, বিশেষত প্রকাশকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা বইমেলার ঐতিহ্য ও সুনামের পরিপন্থি।” ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বইমেলায় অতিরিক্ত সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ ওঠায় এবারের মেলায় প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ পাচ্ছে না এক ডজনের বেশি প্রকাশনা সংস্থা। অন্যপ্রকাশ, আগামী ও তিনটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্যাভিলিয়নের আকার ছোট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বইমেলা ২০২৫ পরিচালনা কমিটি। এছাড়া বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্যাভিলিয়ন বাতিল করে তাদের ৩ ও ৪ ইউনিটের স্টল বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই তালিকায় আছে- তাম্রলিপি, জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, চারুলিপি, বিশ্বসাহিত্য ভবন, শব্দশৈলী, পাঠক সমাবেশ, পুঁথিনিলয়, মিজান পাবলিশার্স, অন্বেষা প্রকাশন, অনিন্দ্য প্রকাশ, কাকলী প্রকাশনী, সময় প্রকাশন, নালন্দা, পার্ল পাবলিকেশন্স ও অনুপম প্রকাশনী। এছাড়া জার্নিম্যান বুকস'কে এবার মেলায় স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। বৃহস্পতিবার বইমেলা পরিচালনা কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। 'সুবিচার প্রত্যাশী প্রকাশকবৃন্দ' এর লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, “কয়েকজন প্রকাশকের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক হিংসার বশবর্তী হয়ে বেশ কিছু প্রকাশকের নামে আনা বায়বীয় অভিযোগ যাচাই-বাছাই না করেই অভিযোগকারী প্রকাশকদের নিয়ে সাবকমিটি গঠন করে ওই সাবকমিটির সিদ্ধান্তে কোনো প্রকাশকের প্যাভিলিয়ন/স্টল বরাদ্দ বাতিল এবং বেশ কিছু প্রকাশকের বরাদ্দ পূর্ব-বছরের তুলনায় অবনমন করা হয়েছে, যা অন্যায় এবং অবিচার। “আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ বিষয়ে যথাযথ প্রতিকার চেয়ে আমরা সুবিচার প্রত্যাশাকারী প্রকাশকগণ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক বরাবর গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছি।” এ বিষয়ে জানতে চাইলে বইমেলা ২০২৫ এর পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব ড. সরকার আমিন বলেন, “কয়েকজন প্রকাশকের সই করা একটি দাবিনামা আমাদের কাছে এসেছে। বইমেলা পরিচালনা কমিটির কাছে এটি পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।” প্রকাশকদের দাবিনামায় বলা হয়েছে, “এবারের মেলায় প্যাভিলিয়ন/স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকে পূর্ববর্তী বছরগুলোর চেয়ে অবনমন করা হয়েছে। এ বিষয়ে একাডেমি কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। অবনমনের শিকার প্রকাশকদের কোনোরকম কারণ দর্শানোও হয়নি। “সকল নীতিমালা অনুসরণ করে আবেদন করার পর যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তবে অবশ্যই ওই প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানো নোটিস দেওয়া প্রয়োজন, এ বিষয়ে তার বক্তব্য শোনাটা সঙ্গত। কিন্তু এক্ষেত্রে ওইসব প্রতিষ্ঠানকে কোনো কিছুই অবহিত করা হয়নি।” বইমেলাকে 'সকল অপরাজনীতি এবং বৈষম্যের ঊর্ধ্বে' রাখারও আহ্বান জানানো হয়েছে ওই দাবিনামায়।

রোজা ও ঈদের সম্ভাব্য তারিখ জানাল

রমজান মাসটি যদি ২৯ দিনে হলে আগামী ৩০ মার্চ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় ঈদুল ফিতর পালিত হবে। আর ৩০ দিনে হলে ৩১ মার্চ ঈদ হবে। উল্লেখ্য, রমজান মাস শুরুর বিষয়ে প্রত্যেক বছর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে থাকে সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ। আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনায় কেবল ইসলামি ক্যালেন্ডারের প্রত্যেক মাসের শুরুর সম্ভাব্য তারিখের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। ইসলাম ধর্মের পবিত্রতম মাস রমজান। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের এই মাসে মুসলমানরা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা রাখেন। এরপর ইফতারের মাধ্যমে রোজা ভাঙেন।

সাতক্ষীরা পৌর-মেয়রের বরখাস্তের

মেয়র তাজকিন আহমেদের বিরুদ্ধে ১২ কাউন্সিলর গত আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে জেলা প্রশাসক (ডিসি) বরাবর লিখিত অনাস্থা প্রস্তাব দাখিল করেন। পরে জেলা প্রশাসক বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ২০২৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিষ্ণুপদ পালকে নির্দেশ দেন। নির্দেশ মতো তিনি তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে একই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর পৌর মেয়র তাজকিন আহমেদকে 'অনাস্থা প্রস্তাব'-এর পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় কার্যধারা কেন নেওয়া হবে না মর্মে এই চিঠি পাওয়ার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাজকিন আহমেদ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠির জবাব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেওয়ায় কাউন্সিলর ফিরোজ হাসানকে (ভারপ্রাপ্ত মেয়র) অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কিত সভা ডাকার আহ্বান জানান। ২০২৩ সালের ১৮ অক্টোবর বিকাল ৩টার দিকে সাতক্ষীরা পৌরসভা পরিষদ কক্ষে ভারপ্রাপ্ত মেয়র কাজী ফিরোজ হাসানের সভাপতিত্বে সভায় ১২ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত ১১ জনই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। তবে ওই সভায় পৌর মেয়র তাজকিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন না। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের পৌর-১ শাখার উপসচিব আব্দুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়রের পদটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। পরে ওই প্রজ্ঞাপনের বৈধতা নিয়ে রিট দায়ের করা হয়। রিটের শুনানি নিয়ে ২০২৩ সালে সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র তাজকিন আহমেদের পদটি শূন্য ঘোষণা করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের গেজেট স্থগিত করেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি রুল জারি করা হয়। গেজেট চ্যালেঞ্জ করে তাজকিন আহমেদের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আইনজীবী তানভীর আহমেদ জানান, মোট তিনটি গেজেট ইস্যু করা হয়। প্রথমটিতে মেয়রের পদ শূন্য ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় প্যানেল মেয়রকে-১ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তৃতীয় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর ৩৩(২) ধারা অনুসারে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার জন্য সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বরাবর চিঠি দেওয়া হয়। এ তিনটি গেজেট তিন মাসের জন্য স্থগিত করে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। ফলে তাজকিন আহমেদের দায়িত্ব পালনে আপাতত কোনও বাধা নেই।

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে

গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপদেষ্টা আরো বলেন, ''৫ আগস্টের পর এই নতুন বাংলাদেশে যাতে আর চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্ব না থাকে, এজন্য সকল মহলকে কাজ করতে হবে। আগের যে ইভিল প্র্যাকটিস ছিল, সেগুলো থেকে আমরা বের হয়ে আসতে চাই। আমরা চাই, বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সেক্টরে চাঁদাবাজি মুক্ত, দখলদার মুক্তভাবে চলতে পারে। আমরা একটা সুন্দর প্র্যাকটিস গড়ে তুলতে চাই। বাংলাদেশের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি, এ ধরনের অবৈধভাবে কাউকে চাঁদা দেবেন না। কেউ যদি চাঁদা চায়, তবে আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাবেন। আপনারা ট্রিপল নাইনে (৯৯৯) কল করবেন। গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের সামনে দোকান মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এহতেশামুল হককে কুপিয়ে জখম করা হয়।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রাণহানি

ধরে চলা সংঘাতের কারণে মানবিক সংকটে দিন পার করছেন ফিলিস্তিনিরা। গাজায় ইসরায়েলি হামলা নিহত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। ২০২৪ সালের নভেম্বরে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। গাজার উপর মারাত্মক যুদ্ধের জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলাও হয়েছে। গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস হওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার

ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত দেবেন।”তিনি বলেন, “এই মুহূর্তে তিনি (খালেদা জিয়া) অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন। তাঁর ছেলে বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সব সময় মায়ের কাছে থাকছেন। এছাড়া, পুত্রবধূ ডা. জুবাইদা রাহমান ও নাতনিরা রয়েছেন।”উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৮ জানুয়ারি খালেদা জিয়াকে ইংল্যান্ডের 'মধ্য-পশ্চিম লন্ডনের' মেরিলিবন রোডে 'দ্য লন্ডন ক্লিনিকে' ভর্তি করা হয়। বিশেষায়িত এই হাসপাতালে তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর ডা. প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি'র পাঠানো আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে গত ৭ জানুয়ারি রাতে ঢাকা থেকে কাতার হয়ে বুধবার বাংলাদেশ সময় ২টা ৫৫ মিনিটে ও স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৫মিনিটে লন্ডনের হিথ্রো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পৌঁছান বেগম খালেদা জিয়া।

বিগত সরকারের অসম চুক্তির কারণে

ফেলেছে। বাকি আছে ৮ হাজার ৮৮৫ কিলোমিটার। বিগত সরকারের আমলে ২০১০ থেকে ২০২৩ সালের ভেতরে ভারতকে কতগুলো অসম সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সুযোগে দেশটি ১৬০টি স্থানে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঝামেলা করেছে। আরও ৭৮টা স্থানে ঝামেলা তৈরি করছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, তিন বিঘা করিডোরসহ পাঁচটা স্থানে সম্প্রতি সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিজিবি শক্ত অবস্থান নেওয়ায় তারা কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এ জন্য বিজিবি এবং আমাদের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই।' মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে বড় একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে, যেটা হলো আগের সরকার তাদের কিছু লিখিত দিয়ে গেছে যে তারা এই কাজ করতে পারবে, ওই কাজ করতে পারবে। অথচ এই লিখিতগুলো দেওয়া বিগত সরকারের উচিত হয়নি। এর মধ্যে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে তিন বিঘা করিডোরে। ১৯৭৪ সালে যে বেরুবাড়ি চুক্তি হয়েছিল তখন আমরা বেরুবাড়ি দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তারা তখন আমাদের দেয়নি। আর ২০১০ সালে চুক্তির সময় বলা হয়, ১৫০ গজ নয়, তারা জিরো লাইনের মধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া দিতে পারবে। সেখানেও আমরা বাধা দিচ্ছি। যেটা ২০১০ সালের লিখিত অনুযায়ী দিতে পারি না। সবগুলো বিষয়ে আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও অবহিত করেছি। তারাও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। ফেব্রুয়ারিতে মহাপরিচালক পর্যায়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তখন এসব অসম চুক্তি বাতিলের কথা বলা হবে।'

শুল্কমুক্ত সুবিধায় হাজার হাজার টন

সেদ্ধ চাল ও ১ লাখ ১৯ হাজার টন আতপ চাল আমদানির অনুমতি দেয়া হয়। আমদানীকৃত চাল বাজারজাত করার জন্য সরকার মাত্র ২৫ দিন সময় নির্ধারণ করে দেয়। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান আমদানি করতে পারেনি। তাই পরবর্তী সময়ে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। সূত্র জানায়, ভারত থেকে ধীরগতিতে চাল আমদানি হচ্ছে। সরকার ৩ লাখ ৯২ হাজার টন চাল আমদানির প্রথমে ১৭ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ২৩ দিন সময় বেঁধে দেয়। পরে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল আমদানি করা গেলে শিগগিরই হয়তো চালের দাম কমে আসবে। চলতি মৌসুমে যশোর অঞ্চলে ২১ হাজার ৪৭০ হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে, যা মণপ্রতি ১৩৫০-১৪৫০ টাকায় বিক্রি করছে কৃষক। বর্তমানে বাজারে মোটা চাল ৫২ টাকা, হীরা ৪৮, উনপঞ্চাশ ৫৬, আঠাশ ৫৮-৬০, মিনিকেট ৬৪-৬৮, তেষট্টি ৬৮-৭০, বাসমতী ৮০-৮৬ এবং নাজিরশাইল ৮০ টাকা কেজি দরে পাইকারি বিক্রি হচ্ছে। আর খুচরা বাজারে সব ধরনের চাল ২-৩ টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে। আমদানি করা মোটা চাল বন্দর থেকে পাইকারি বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ৫২-৫৩ টাকায়। ওই চাল পাইকাররা ৫৪ টাকায় বিক্রি করছেন। আর খুচরা বিক্রি হচ্ছে ৫৬ টাকায়। সূত্র আরো জানায়, বেশির ভাগ মিল মালিক এখনো ধান কিনতে পারেননি। কোনো কোনো মিল মালিক অন্য জেলা থেকে ৩২-৩৪ টাকা কেজি দরে ধান কিনছেন। আর ওসব ধান থেকে চাল প্রস্তুত করতে দাম পড়ছে ৫২ টাকা। এদিকে ভারত থেকে চাল আমদানি প্রসঙ্গে বেনাপোল কাস্টম হাউজের অতিরিক্ত কমিশনার এইচএম শরিফুল হাসান জানান, শুল্কমুক্ত সুবিধায় বেনাপোল বন্দরে টনপ্রতি ৪১০ ডলারে চাল আমদানি হচ্ছে। ১৭ নভেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর এক মাসে ৪ হাজার ৫০০ টন চাল আমদানি হয়েছে। আর কাস্টমসের সব কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে।

আগামী নির্বাচনকে ইতিহাসের সেরা

ইস্যু, আন্তর্জাতিক কর এবং প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী। প্রধান উপদেষ্টা মিয়ানমারের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে নরওয়ের সহায়তাও কামনা করেন। তিনি বলেন, শান্তিরক্ষায় নরওয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আমাদের আপনার সহায়তার প্রয়োজন। ঢাকায় নরওয়ের ডেপুটি হেড অব মিশন মারিয়ান রাবে নাইভেলসরুড ফিলিস্তিনে মানবিক প্রবেশাধিকারের বিষয়ে নরওয়ের নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘের প্রস্তাবে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দুইদিন থেকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া রুটে বাস চলাচল বন্ধ, যাত্রীভোগান্তি চরমে

স্টাফ রিপোর্টার : বাস শ্রমিকদের দ্বন্দ্বের জেরে রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা। গতকাল রোববার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজবাড়ী জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক সুকুমার ভৌমিক। জানা গেছে, গত শনিবার সকালে কুষ্টিয়া থেকে রাজবাড়ীগামী লোকাল বাস রাজমহলের সঙ্গে একই রুটের অন্য একটি লোকাল বাসের ওভারটেকিং নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার পর বাস দুটি রাজবাড়ী মুরগি ফার্ম এলাকায় পৌঁছালে জেলার বাসশ্রমিকদের একটি গ্রুপ কুষ্টিয়াগামী লোকাল বাসের শ্রমিকদের মারধর করে। এর জেরে দুই জেলার মধ্যে গত শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। রাজবাড়ী সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সুকুমার ভৌমিক বলেন, 'গত শনিবার সন্ধ্যা থেকে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে রাজবাড়ী থেকে ৫০টি লোকাল এবং ৩০টি দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। আমরা যাত্রীদের দুর্ভোগ দূর করতে চেষ্টা করছি।' এদিকে দুদিন ধরে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় রাজবাড়ী, ঢাকা, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরগামী যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ফলে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে মাহিন্দ্র, ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকে গন্তব্যে যাচ্ছেন তারা। দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস চলাচলের দাবি তাদের। গোয়ালন্দ মোড়ে কথা হয় রাজবাড়ীগামী আব্দুল কুদ্দুস মোল্লার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'দৌলতদিয়া ঘাট থেকে মাহিন্দ্র করে মোড় পর্যন্ত এসেছি। হঠাৎ বাস বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছি। সঙ্গে বউ-বাচ্চা রয়েছে। তা ছাড়া ছোট গাড়িতে ভাড়াও বেশি। এসব ঝামেলা দ্রুত সমাধান করাই ভালো। তা না হলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।' বাসচালক হাবিব শিকদার বলেন, 'কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ীর মধ্যে যৌথভাবে বাস চলাচল করে থাকে। আমাদের রাস্তা বেশি থাকায় আমাদের দুই ট্রিপ ও কুষ্টিয়াদের এক ট্রিপ চলে। তাদের এরিয়াতে গেলেই আমাদের মারধর করে তারা। গত শনিবার একটি ঝামেলা হওয়ায় তারা আমাদের একজন ড্রাইভারকে মারধর করে, পরে তারা রাজবাড়ীতে আসলে শ্রমিকরা তাদের ওপর হামলা করে। এ কারণে বাস বন্ধ রয়েছে। বাস বন্ধ থাকায় আমারও অভাব-অনটনে আছি। আমরাও চাই সুষ্ঠু সমাধান হোক।' কুষ্টিয়া সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সভাপতি হাজী আমিরুল হক বলেন, 'গতকাল (শনিবার) কুষ্টিয়ার পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে রাজবাড়ী জেলার পরিবহন শ্রমিকদের ছোট একটি বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয়। পরে সেখানেই বিষয়টি মীমাংসা হয়েছিল। কিন্তু পরে আমাদের শ্রমিকরা গাড়ি নিয়ে রাজবাড়ী গেলে রাজবাড়ীর পরিবহন শ্রমিকরা তাদের ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করে। এ কারণে গত শনিবার থেকে দুই জেলার মধ্যকার বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। শ্রমিকদের ঝামেলার বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য আমরা রাজবাড়ী সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সঙ্গে কথা বলেছি এবং রাজবাড়ী পরিবহন শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত সমস্যা সমাধান করা যায়।'

খুলনায় প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ কনস্টেবলদের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পুলিশের ৫৭তম ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) ব্যাচের ৬০৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ খুলনা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অ্যাডিশনাল আইজি, ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) আকরাম হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ ও পরিদর্শন করেন। পরে তিনি কৃতী প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রফি প্রদান করেন। ব্যাচের সর্ববিষয়ে চৌকস টিআরসি ওয়াহিদ হাসান, একাডেমিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ টিআরসি ইমরুল কায়েস, মাঠ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ টিআরসি হৃদয় ইসলাম এবং মাসকেট্রিতে শ্রেষ্ঠ টিআরসি নির্বাচিত হন সোহানুর রহমান। রিক্রুট কনস্টেবলদের উদ্দেশে ভাষণে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বলেন, 'এই সমাপনী কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, সরকারি সম্পদরক্ষা, জনশৃঙ্খলা, নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনায় জনগণের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে কর্মজীবন শুরু করতে যাচ্ছ তোমরা। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণ, জনগণের জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা অপরিহার্য। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপামর জনগণের স্বপ্নপূরণে নতুন পুলিশ সদস্যরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবে। দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বাহিনী কাজ করায় বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।' তিনি পুলিশের মূলমন্ত্র শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতি ধারণ করে কর্তব্য, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে নতুন পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। সমাপনী ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে খুলনা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি) আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী, জাহানাবাদ সেনানিবাসের কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী সাজ্জাদ হোসেন, খুলনা পুলিশের রেঞ্জ ডিআইজি রেজাউল হক, পুলিশ কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দার, সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রশিক্ষণার্থীদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামের সাবেক এমপি নদভী ৫ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীকে পাঁচ মামলায় গ্রেফতার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখিয়েছেন আদালত। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রোববার চট্টগ্রাম সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুমিনুন্নিসা খানম পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে আদালত এ আদেশ দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ ছাড়া আসামির আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিত ডিভিশন ও চিকিৎসা বিষয়ে কারাবিধি অনুযায়ী জেল সুপারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন। তাকে গত শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা কারাগার থেকে চট্টগ্রামে আনা হয়। চট্টগ্রাম জেলা কোর্ট পরিদর্শক হাবিবুর রহমান বলেন, 'লোহাগাড়া থানার তিনটি মামলার মধ্যে দুটি বিস্ফোরক আইনের এবং একটি হত্যা মামলা। আর সাতকানিয়া থানার দুটি বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলাসহ মোট পাঁচটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তাকে এসব মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালত কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।' এর আগে গত ১৫ ডিসেম্বর রাতে ঢাকার উত্তরা এলাকা থেকে নেজামুদ্দিন নদভীকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। সেখানে ঢাকার একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। তার বিরুদ্ধে সরকার পতনের পর ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রামেও কমপক্ষে ১০টি মামলা হয়েছে। পরে ঢাকার লালবাগ থানায় দায়ের করা ঢাকা আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থী খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখায় পুলিশ। ওই মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে শুনানি শেষে একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন ঢাকার একটি আদালত।

আ.লীগের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছি: দুদকের চাকরি হারানো শরীফ

স্টাফ রিপোর্টার : দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দিন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বরখাস্ত হওয়াকে প্রতিহিংসার শিকার বলে মন্তব্য করেছেন। গতকাল রোববার সুপ্রিম কোর্টের এনেক্স ভবনের সামনে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। এর আগে ২০০৮ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) বিধিমালার ৫৪ (২) বিধি অনুযায়ী ২০২৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি শরীফ উদ্দিনকে চাকরি থেকে অপসারণ করে দুদক। ওই বিধিমালায় বলা হয়েছে, কোনও ধরনের কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়াই একজন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করার ক্ষমতা দুদকের রয়েছে। এরপরই চাকরিচ্যুতি ও ৫৪(২) বিধির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন শরীফ। একই বছরের ১৩ মার্চ চাকরি ফেরত চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন বরখাস্ত হওয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আলোচিত উপ-সহকারী পরিচালক মো. শরীফ উদ্দিন। ২০২৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপ-সহকারী পরিচালক মো. শরীফ উদ্দিনকে দুদক চেয়ারম্যান মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহর সই করা এক প্রজ্ঞাপনে অপসারণ করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৫৪ (২) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পটুয়াখালী সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক মো. শরীফ উদ্দিনকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হলো। তিনি বিধি অনুযায়ী ৯০ দিনের বেতন এবং প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধা (যদি থাকে) পাবেন। কমিশনের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো। তবে চট্টগ্রাম কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে বেশকিছু বড় দুর্নীতি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মো. শরীফ উদ্দিন। এরপরই একাধিক মহলের রোষানলে পড়েন বলে অভিযোগ ওঠে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ৩০ জানুয়ারি পরিবারসহ হত্যার হুমকি পান শরীফ। পরিবারসহ হত্যার হুমকি পাওয়ায় কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আইয়ুব খান চৌধুরী ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে সিসিটিভির ফুটেজসহ চট্টগ্রামের খুলশী থানায় সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করেন। তাই নিজেকে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিহিংসার শিকার দাবি করে চাকরি ফেরতের দাবি জানান শরীফ উদ্দিন।

স্বামী হত্যার ঘটনায় স্ত্রীর যাবজ্জীবন ও প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২১ সালে ঢাকা জেলার আশুলিয়ার কাঠগড়ার সরকার বাড়িতে বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ইলিম সরকারকে খুনের দায়ে স্ত্রী মোছা. সুলতানা আক্তার কেমিলিকে যাবজ্জীবন এবং তার প্রেমিক রবিউল করিম পিন্টুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। গতকাল রোববার ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক মাসুদ করিম এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। আসামিরা পলাতক রয়েছেন। আদালত তাদের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। পিন্টুর বন্ধু সাইফুল ইসলাম ওরফে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে খালাস দিয়েছেন। রায় ঘোষণার সময় ইউসুফ আদালতে হাজির ছিলেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী মোশাররফ হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। জানা যায়, ইলিম সরকারের স্ত্রী সুলতানা আক্তার পিন্টুর সঙ্গে বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ইলিম সরকার তা জেনে ফেলেন। পরে সুলতানা আক্তারের পরিকল্পনায় ২০২১ সালের ২৮ মার্চ রাতে পিন্টু ও ইউসুফ আশুলিয়ার কাঠগড়ার সরকার বাড়িতে ইলিম সরকারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। এ ঘটনায় ওই দিনই ভিকটিমের বাবা হাজী ফসল হক সরকার আশুলিয়া থানায় মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে পিবিআই ২০২২ সালের ২৯ আগস্ট আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল তিন আসামির বিরুদ্ধে চার্জগঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ১৯ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। আসামিদের পক্ষে চারজন সাফাই সাক্ষ্য দেন। সুলতানা আক্তার ও পিন্টু দোষ স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন।

দলীয় সম্মেলন আটকে দেওয়ার ঘোষণা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির একাংশের

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন ও মাঠের নির্যাতিত ত্যাগী নেতাকর্মীদের দিয়ে জেলা বিএনপির কমিটি গঠনের দাবিতে সমাবেশ করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। গতকাল রোববার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর মুক্তমঞ্চ ময়দানে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র হাফিজুর রহমান মোল্লা কচি বলেন, 'হাজার-হাজার মানুষ রাজপথে নেমে আজকে বাংলাদেশের নবযাত্রা সূচনা করেছে। সেই নবযাত্রাকে অনুসরণ না করে বিগত দিনে স্বৈরাচারের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যদি আগামী ১৮ জানুয়ারি একটি মহল বিএনপির সম্মেলন করতে চায়, বিনা ভোটে তাদের নির্বাচিত করতে চায়। সেটি বিএনপির ত্যাগী নেতাকর্মীরা মেনে নেবে না।' তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিএনপির ১৪টি ইউনিটে মোট ভোটার (কাউন্সিলর) ১৪১৪ জন। এর মধ্যে ৬টি ইউনিটে এখনও ভোট করতে পারে নাই বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি। আমরা দাবি রাখছি, যতক্ষণ পর্যন্ত ১৪টি ইউনিটের ভোট পরিষ্কারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে কোনও সম্মেলন করতে দেওয়া হবে না।' কেন্দ্রীয় নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'বিএনপির ত্যাগী, কারা নির্যাতিত নেতাকর্মীদের বড় একটি অংশকে বাদ দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ভুয়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে আগামী ১৮ জানুয়ারি জেলা বিএনপির কাউন্সিল করতে চায়। এটি কোনোভাবে মেনে নেবে না ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির ত্যাগী নেতাকর্মীরা। জেনে রাখবেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ যদি ক্ষেপে যায়, তাহলে রক্ষা নেই। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার আপনাকে সম্মান দিয়ে বলছি, আপনারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সম্পর্কে জানুন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসুন, ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে দেখুন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষের কথা শুনুন। ন্যায়বিচার যেটা আছে সেটা করবেন। কোথাও যদি মিস করেন, তাহলে কিন্তু আমরা আপনাকে মানবো না। এটিই আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।' একইভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ভিপি জহিরুল হক খোকন। তিনি বলেন, 'আপনারা ত্যাগী নেতাকর্মীরা অনেক মামলা খেয়েছেন, অনেক জেল খেটেছেন। আমরাও বারবার জেলে গিয়েছি। অনেকের মা-বাবা জেলে থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছেন। আজকে দুঃখ লাগছে, কাদের আমরা নেতৃত্বে দেখতে পাই। এই সমস্ত দুর্নীতিবাজদের ঝেটিয়ে দল থেকে বের করা উচিত। আজকে পাড়া-মহল্লায় তারা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের খুঁজে, দল ভারী করার জন্য। যারা গত নির্বাচনে আমাকে পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দিয়েছে, তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রামদা নিয়া শহরে মিছিল করেছে। ছাত্রদলের ওপর হামলা করেছে। আজকে দল ভারী করার জন্য অস্ত্রবাজদের দলে ঢোকাচ্ছেন। প্রশাসনকে আমরা বলতে চাই, এই সমস্ত অস্ত্রবাজদের কারা আশ্রয় দিচ্ছে, আপনারা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমান? তাদের কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না? ভালো মানুষদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনাদের। আজকে যারা লেবাস পাল্টিয়ে বিএনপি নাম ধরে আমাদের নেতাকর্মীদের হুমকি দিচ্ছে, তারা নাকি বিএনপি নেতা। আমাদের ত্যাগী নেতাকর্মীরা তাদের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়।' বর্তমান জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সিরাজুল ইসলাম সিরাজকে উদ্দেশ করে জহির বলেন, 'গত ৫ আগস্টের পর থেকে মামলা বাণিজ্য করে আপনি কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন? ব্যাংকে ভরেছেন, আত্মীয়স্বজনের অ্যাকাউন্টে রেখেছেন। আল্লাহ না করুক যদি কোনও কারণে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় আসে তাহলে আপনি আগের মতো রেহাই পাবেন না।' তিনি আরও বলেন, কোনও অবস্থাতেই আগামী ১৮ জানুয়ারি জেলা বিএনপির এই প্রহসনের সম্মেলন মেনে নেওয়া হবে না। আমরা আমাদের নেতা তারেক রহমানের কাছে বিনীত অনুরোধ করবো, আপনি যাচাই-বাছাই করে আমাদের খোঁজখবর নিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশনা দিন। আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে যদি এই সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে আগামী ১৬ জানুয়ারি এই মুক্তমঞ্চে আবারও সমাবেশ করা হবে। প্রয়োজনে আমরণ অনশনে বসবো আমরা।' সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি অ্যাড. শফিকুল ইসলাম, সাবেক সহসভাপতি অ্যাড. গোলাম সারোয়ার খোকন, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি এম মোমিনুল হক, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন রিপন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি নজির উদ্দিন আহমেদ, যুবদলের সভাপতি শামীম মোল্লা। সমাবেশে জেলার ৯টি উপজেলা থেকে আগত বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, আগামী ১৮ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বর্তমান জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক মো. আবুল মান্নান এবং সদস্যসচিব সিরাজুল ইসলাম সিরাজ। শহরের পাশে বিরাসার গ্যাসফিল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ নিয়ে শহরে মাইকিং করা হচ্ছে নিয়মিত। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে বিএনপি দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। যেকোনও মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সিগারেট খাতে করনীতি সংস্কারের তিন দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : সিগারেট খাতে দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ সুরক্ষা ও বাজারে সুষম বণ্টন ব্যবস্থা আনতে প্রতিযোগিতা আইন-২০১২ বাস্তবায়নসহ দেশীয় সিগারেট কোম্পানিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তিন দফা দাবি জানিয়েছে ন্যাশনাল সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন (এনসিএমএ)। গতকাল রোববার দুপুরে রাজধানীর কাওরান বাজারে একটি হোটেলে এনসিএসএ-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুন নাহার লাকি এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে দাবি জানান। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ রাজস্বের সিংহভাগ আসে মূসক খাত থেকে। আর এই খাতে আহরিত মোট রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ আসছে দেশের সিগারেট খাত হতে। দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে সিগারেট খাতে প্রণোদনা ও স্বার্থ সংরক্ষণের নীতি সহায়তা চেয়ে আসলেও বিগত সরকারের একপেশে কর-নীতির কারণে আমরা বারংবার বৈষম্যের স্বীকার হয়ে আসছি। চলমান অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে বিভিন্ন খাত থেকে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অন্তবর্তীকালীন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে করনীতি ঘোষণঅ করা হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্ররোচনায় দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানীর উৎপাদিত নিম্ন স্তরের দেশীয় সিগারেটে বৈষম্যমূলক ও অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জানাচ্ছে ন্যাশনাল সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন (এনসিএমএ)।

সংগঠনের তিন দফাগুলো হলো:

১. নিম্নস্তরে দেশীয় কোম্পানির জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঘোষিত মূল বাজেট অনুযায়ী ৬০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বলবৎ রাখতে হবে। এবং অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যাদেশ অনুযায়ী বহুজাতিক কোম্পানির জন্য ঘোষিত ৬৭ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আহরণ কঠিনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট নীতি কৌশল অনুযায়ী বাজারের ভারসাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্ন স্ল্যাব শুধুমাত্র দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানির জন্য সংরক্ষিত রেখে কোম্পানিগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সুযোগ করে দিতে হবে।

৩. সিগারেট খাতে দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ সুরক্ষা ও বাজারে সুষম বন্টন ব্যবস্থা আনার জন্য প্রতিযোগিতা আইন-২০১২ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে এবি টোবাকো আব্দুল কাদের, তিতাস টোব্যাকো মিজানুর রহমান আমজাদ, যমুনা টোব্যাকো মোস্তফিজুর রহমান, ফরিদপুর টোব্যাকো কামরান উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল-ইন্টারনেটে কর প্রত্যাহার

আগেও করা হয়েছে, এখন আবার নতুন করে ১০ শতাংশ এসডি ও সঙ্গে ভ্যাট যুক্ত করায় গ্রাহকের ভোগান্তি যেমন বাড়বে একইভাবে এই সেবাখাত ধ্বংস হয়ে যাবে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে যদি এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হয় আমরা গ্রাহক এবং সেবাখাতের সবাইকে নিয়ে এনবিআর কার্যালয় ঘেরাও করবো।' ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) এর সভাপতি ইমদাদুল হক বলেন, 'এমন উদ্যোগের ফলে ছোট উদ্যোক্তারা যেমন হুমকির মুখে পড়বে ঠিক একইভাবে গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝার চাপ বাড়বে। ফোনে ইন্টারনেটসেবা বিমুখ হবে জনগণ, যা নতুন করে বৈষম্য তৈরি করবে।'

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সাবেক পরিচালক খালিদ আবু নাসের বলেন, 'নতুন করে করের বোঝা জনগণকে শুধু ভোগান্তিতে ফেলবে না, সরকারকে ১০ নম্বর সংকেতে ফেলতে পারে। হঠকারীমূলক সিদ্ধান্ত দ্রুত প্রত্যাহার করতে হবে।' প্রযুক্তিবিদ এবং বেসিসের সাবেক সভাপতি ফাহিম মাশরুর বলেন, 'কারও সঙ্গে আলোচনা না করে এভাবে ইন্টারনেট সেবায় কর আরোপ করা এক ধরনের স্বৈরাচারী আচরণ। নতুন করে কর বৃদ্ধি করলে টেলিযোগাযোগ ইন্টারনেট সেবাখাত হুমকির মুখে পড়বে। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি তো দূরে থাক গ্রাহকরা এই সেবা গ্রহণ করতে পারবে না, ফলে নতুন করে কর আদায় করার যে সিদ্ধান্ত তা হোঁচট খাবে।' সভাপতির বক্তব্যে মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'দুর্নীতিবাজ রাজস্ব কর্মকর্তাদের খুশি করতেই তাদের পরামর্শে এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আমরা ভেবেছিলাম ৫ আগস্ট এর পর আর রাজপথে দাঁড়াতে হবে না। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে আমাদের রাজপথে দাঁড়াতে হলো। গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনা না করে কারও সঙ্গে আলোচনা না করে রাতের আঁধারে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'এক সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করলে আমরা এনবিআর কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করাসহ কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবো।' মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন, প্রযুক্তিবিদ ফিদা হক, ফ্রিল্যান্সারদের প্রতিনিধি আনিস, পাঠাও এর সিইও ফাহিম আহমেদসহ খাত সংশ্লিষ্ট অন্যরা।

৫ মাস পর আন্দোলনে নিহত স্বামীর

এরপর তার আর কোনও খোঁজ পাননি পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমের খবরে তারা জানতে পারেন, ঢামেকের মর্গে অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজনের মরদেহ পড়ে আছে। পরদিন গত শনিবার মর্গে এসে মরদেহের পরনে থাকা পোশাক দেখে তা কাবিলের বলে শনাক্ত করেন তার স্ত্রী। এরপর বিষয়টি শাহবাগ থানাকে জানায় ঢামেক কর্তৃপক্ষ। গতকাল স্ত্রী সেলিনা বেগমের কাছে কাবিল হোসেনের মরদেহ হস্তান্তর করবে শাহবাগ থানা পুলিশ।

উল্লেখ্য, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা হতাহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগেরই নাম-পরিচয় জানা গেছে। এরমধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকেই আন্দোলনে নিহত অনেকের মরদেহ বুঝেও নিয়েছেন স্বজনরা। তবে আন্দোলনে নিহত ছয় জনের মরদেহ ঘটনার ৫ মাস পরও অশনাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন ঢামেক হাসপাতালের মর্গে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মরদেহগুলো 'বেওয়ারিশ' হিসেবেই ফ্রিজে রেখে দেয়। তাদেরই একজন কাবিল হোসেন।

কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ ঘিরে

বেড়া নির্মাণ করতে পারবে না। তিনি বলেন, ভারতকে এসব নির্মাণ কাজ করতে দেওয়া হবে না। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় হাই কমিশনারকে ডেকে দুই একদিনের মধ্যেই বিস্তারিত তথ্য জানাবে এবং নির্মাণ কাজের প্রতিবাদ জানাবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারত সীমান্তে কিছু অসম কাজ করেছে, যেগুলো তাদের করা উচিত হয়নি। আমাদের আগের সরকার তাদের সেই সুযোগ দিয়েছিল। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ৪ হাজার ১৫৬ কিলোমিটার সীমান্তের ৩ হাজার ২৭১ কিলোমিটার সীমান্তে ভারত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ শেষ করেছে। বাকি ৮৮৫ কিলোমিটার সীমান্তে ভারত কাঁটাতারের নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, চুক্তি অনুসারে যেকোনো স্থানে এ ধরনের উন্নয়ন কাজ করতে হলে দুদেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে। কিন্তু ভারত সেটি করেনি। জাহাঙ্গীর আলম বলেন, সম্প্রতি সীমান্তের পাঁচটি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ শুরু করে ভারত। কিন্তু, বিজিবির এবং স্থানীয়দের শক্ত অবস্থানের কারণে ওই সব স্থানে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে তারা।

দেশে এইচএমপিভি

বা কোভিডের প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাদৃশ্যও রয়েছে।চীনের যেসব হাসপাতালে এইচএমপিভি রোগীরা ভর্তি হয়েছেন, তাদের চিকিৎসায় নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ ব্যবহার না করে প্রচলিত ওষুধই দেওয়া হচ্ছে। রোগটি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা যেসব পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলো হলোঃ নিয়মিত দিনে কয়েকবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং কোনো কিছু স্পর্শ করার পর হাত ভালোভাবে ধোয়া এবং শারীরিক অসুস্থতা বোধ করলে বাড়িতে অবস্থান করা।

'নিরপরাধদের' মুক্তিসহ তিন দাবিতে

সাবস্ত হয়েছেন তারা দোষীই থাকবেন। তাহলে পুনঃতদন্তে লাভ কি? অন্তর্বতী সরকারের উদ্দেশে মাহিন বলেন, "আজকে (রোববার) সারা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় মানববন্ধন হচ্ছে, প্রচার প্রচারণা হচ্ছে। জনগণের মধ্যে প্রবল সাড়া পাওয়া গেছে। জনগণ চায় এর ন্যায্য বিচার হোক। আজকে যারা চাকরি হারিয়েছেন অন্যায় ভাবে তারা জানতোই না তাদের অপরাধ কি। তাদের অধিকার রয়েছে চাকরি ফেরত পাওয়ার। তিনি দ্রুত বিডিআর সদস্যদের মুক্তি ও হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত বিডিআর সদস্যদের পুনর্বাসন ও পুনর্বহালের দাবি তুলেছেন। মানববন্ধনে স্বজনদের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি জানানো হয়। সেগুলো হল, পিলখানায় হত্যাকাণ্ডের শিকার ৫৭ জন সেনা অফিসারসহ ৭৪ জন হত্যাকাণ্ডের পেছনে দায়ী ব্যক্তিদের এবং নেপথ্যের নায়কদের চিহ্নিত করে অতি দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। নির্দোষ প্রত্যেক বিডিআর সদস্যর মুক্তি, ১৮টি স্পেশাল কোর্টের মাধ্যমে গণহারে গ্রেপ্তার করে যাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদের সবাইকে সরকারি সব ধরনের সুযোগ সুবিধাসহ পুনরায় চাকরিতে পুনর্বহাল করা। তৃতীয় দাবি হল, তদন্ত কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং নির্ভয়ে কাজ করার জন্য প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত ২ এর (ঙ) ধারা বাতিল করা। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে বিদ্রোহের ঘটনায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোড়ন তোলে ওই ঘটনা। এই ঘটনায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা হয়। হত্যা মামলায় খালাস বা সাজাভোগ শেষে বিস্ফোরক মামলার কারণে ৪৬৮ জনের মুক্তি আটকে আছে। হত্যা মামলায় ৮৫০ জনের বিচার শেষ হয় ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর। তাতে ১৫২ জনের ফাঁসি, ১৬০ জনের যাবজ্জীবন ও ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। খালাস পান ২৭৮ জন। ২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর সেই মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের রায়ও হয়ে যায় হাই কোর্টে। তাতে ১৩৯ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয় ১৮৫ জনকে। আরো ২২৮ জনকে দেওয়া হয় বিভিন্ন মেয়াদে সাজা। খালাস পান ২৮৩ জন। হাই কোর্টের রায়ের আগে ১৫ জনসহ সব মিলিয়ে ৫৪ জন আসামি মারা গেছেন। হত্যা মামলায় হাই কোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে ২২৬ জন আসামি আপিল ও লিভ টু আপিল করেছেন। অন্যদিকে হাই কোর্টে ৮৩ জন আসামির খালাস এবং সাজা কমানোর রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। এসব আপিল ও লিভ টু আপিল এখন শুনানির অপেক্ষায়। অন্যদিকে বিস্ফোরক আইনের মামলায় ৮৩৪ জন আসামির বিরুদ্ধে বিচারকাজ শুরু হয়েছিল ২০১০ সালে। কিন্তু মাঝপথে বিস্ফোরক মামলার কার্যক্রম এক প্রকার স্থগিত রেখে শুধু হত্যা মামলার সাক্ষ্য উপস্থাপন করে রাষ্ট্রপক্ষ। যে কারণে এই মামলার বিচার ঝুলে যায়। ক্ষমতার পালাবদলের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার তদন্ত পুনরায় শুরুর দাবি উঠছে। গত ১৯ ডিসেম্বর অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যান শহীদ পরিবারের সদস্যরা। পনের বছর আগে এই হত্যাকাণ্ড পুনঃতদন্তের জন্য গত ২৪ ডিসেম্বর আ ল ম ফজলুর রহমানকে প্রধান করে কমিশন গঠন করে ৯০ দিনের সময় বেঁধে দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে গত ৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হতে থাকেন তখনকার ঘটনার প্রেক্ষিতে চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্য এবং কারাগারে থাকা সদস্যদের পরিবারেরা। তারা সেখানে মানববন্ধন করে চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের চাকরিতে পুনর্বহাল এবং কারাগারে থাকা সদস্যদেরও অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান। পরে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিতে তার বাসভবন যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করলেও, যা আটকে দিয়েছিল পুলিশ।

অনশনে বসেছেন জগন্নাথের ১২

হয় ততদিন পর্যন্ত ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীর আবাসন ভাতা নিশ্চিত করতে হবে। অনশনে বসা বারো শিক্ষার্থী হলেন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ১৩ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি এ কে এম রাকিব, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. রাশিদুল ইসলাম, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী সোহান প্রামানিক, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী ফয়সাল মুরাদ, দর্শন বিভাগের ১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী তাওহিদুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৬ ব্যাচের শিক্ষার্থী ফেরদৌস শেখ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী আতিকুর রহমান তানজিল, দর্শন বিভাগের ১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী সুজন চন্দ্র সুকুল, সমাজকর্ম বিভাগের ১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী জুবায়ের ইসলাম রিয়ন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু মুসা, ফিন্যান্স বিভাগের ১৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী রাকিব হোসেন এবং আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী রাকিউল ইসলাম। অনশনে যোগ দেওয়া একেএম রাকিব বলেন, "দ্বিতীয় ক্যাম্পাস সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের জন্য যে বড় একটা আন্দোলন হল এবং সেখানে মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করে বলল, যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চাইলে কাজ সেনাবাহিনীকে হস্তান্তর করতে পারে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, প্রশাসনের এ ব্যাপারে কাজের কোনো অগ্রগতি নেই তাই আমরা গণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করেছি।" কতদিন পর্যন্ত অনশন চলবে জানতে চাইলে রাকিব বলেন, "প্রশাসনকে অনেক সময় দিয়েছি আর নয়! দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীকে হস্তান্তর ও অস্থায়ী আবাসন নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত আমাদের অনশন চলবে।" অনশনরত শিক্ষার্থী ফেরদৌস শেখ বলেন, "এই সরকার থাকাকালে যদি আমরা আমাদের মৌলিক দাবি দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ও আবাসন সংকটের সমাধান করতে না পারি, আর কখনোই তা সম্ভব হবে না। কারণ বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার ১৮/১৯ বছরেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাকাডেমিক সুযোগ সুবিধা, আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষার পরিবেশ গড়তে পারেনি।" "এই সরকার জনগণের সরকার, বিপ্লবীদের সরকার, আমরা আশা রাখি তারা আমাদের দাবিগুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রশাসনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অতিদ্রুত দাবিগুলো বাস্তবায়ন করবে। তাই আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য, ২০ হাজার শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত আমরা অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাব।" আরেক শিক্ষার্থী তানজিল বলেন, "আমরা যে তিন দফা দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করছি, তা আদায়ের লক্ষ্যে জবিয়ানরা জবির ইতিহাসে সর্ববৃহৎ আন্দোলনও করেছে। জবি প্রশাসনের আশ্বাসের প্রতি আস্থা রেখে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন বন্ধ করে আল্টিমেটাম দিয়ে রাখলেও প্রশাসন দৃশ্যমান কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে।" "তাই আমাদের প্রশাসন আমাদেরই আস্থা হারিয়েছে প্রশাসনের সাথে আর লিয়াজোঁ নয়। আন্দোলন সংগ্রাম করেই আমাদের অধিকার আদায় করে নেব ইনশাআল্লাহ।"

কেন আন্দোলন

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে আবাসিক হলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের মাসব্যাপী আন্দোলনের মুখে কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার। অ্যাকাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, আবাসন ব্যবস্থা, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া, খেলার মাঠ, চিকিৎসা কেন্দ্র, সুইমিংপুল, লেক নির্মাণসহ উন্নতমানের ক্যাম্পাস তৈরির মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তেঘরিয়ার পশ্চিমদি মৌজায় ২০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের ৩ অক্টোবর জমির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় ভূমি মন্ত্রণালয়। ৯ অক্টোবর নতুন ক্যাম্পাস স্থাপনে ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্প অনুমোদন করে একনেক। এক হাজার ৯২০ কোটি ৯৪ লাখ ৩৯ হাজার টাকার এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার কথা ছিল ২০২০ সালের অক্টোবরের মধ্যে। পরের বছর ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি মোট ২০০ একর জমির মধ্যে ১৮৮ দশমিক ৬০ একর জমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বুঝে পায়। কিন্তু এখনও অবশিষ্ট ১১ দশমিক ৪০ একর জমি বুঝে পায়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত আগস্টে ক্ষমতার পালাবদলের পর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে দেওয়াসহ তিন দাবিতে আন্দোলনে নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গত ৫ নভেম্বর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। এরপর ১১ নভেম্বর ইউজিসি প্রস্তাবিত 'পাইলট প্রকল্পে জগন্নাথের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিসহ' ৫ দাবিতে সচিবালয় 'ঘেরাও করেন' আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। সেদিন শিক্ষা সচিবের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে তারা সচিবালয়ের বাইরে অবস্থান নেন। পরে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামের তিন দিন সময় চাইলে সচিবালয়ের সামনের অবস্থান থেকে সরে যান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের মুখে পরদিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ সেনাবাহিনীকে হস্তান্তরে সায় দেন শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। সচিবালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, "তারা (শিক্ষার্থীরা) চাচ্ছে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হোক। তাতে কোনো সমস্যা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তো স্বায়ত্তশাসিত অনেকাংশে, তারা যদি সেটা চায় তাহলে ইউজিসির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের এতে কোনো আপত্তি নেই।" "বরং আমরা সহায়তা করব, কী করে তাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যায়। মন্ত্রণালয় এতে সহায়তা করবে।" এরপর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা গড়ত সম্প্রতি আবার অনশনের ডাক দেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হিউম্যান রাইটস সোসাইটির সভাপতি মাসুদ রানা অভিযোগ করেন, দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ দ্রুত শেষ হচ্ছে না 'প্রশাসনের গাফিলতির কারণে'। শিক্ষার্থীদের দাবি ও অভিযোগের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম গত ১০ জানুয়ারি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৯ বছরে যা হয়নি সেই কাজগুলো এখন করতে গেলে খানিকটা সময় লাগবে।" "দুর্নীতিতে জর্জরিত দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের প্রকল্পকে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে সেনাবাহিনী। কোনো নেতিবাচক প্রকল্প তারা সাধারণত নেয় না। আমরা তাদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।" উপাচার্য বলেন, "ইউজিসি এখন সাত কলেজের কাজে ব্যস্ত, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে। তারা জানিয়েছে, আমাদের ফাইল রেডি আছে।" শিক্ষার্থীদের অনশনের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, "আমরা নির্দিষ্ট করে কোনো সময় বলতে পারব না। এখানে সব কাজ আমাদের হাতে বিষয়টা এমন না। অনেক কাজ ইউজিসির হাতে, তারা কত সময় নেবে তা আমরা বলতে পারি না।" "আমরা চেষ্টা করে যেতে পারি। আমরা একটি সংবাদ সম্মেলন ডেকে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ও অস্থায়ী আবাসনের আপডেট জানাব এবং শিক্ষার্থীদের বোঝাব। তাদের যদি কিছু থেকে থাকে যদি কোনো ভালো ধারণা আসে, তাহলে আমরা সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে আগাব।" সেনাবাহিনীকে কাজ দেওয়ার বিষয়ে প্রশাসনের কোন বাধা আছে নাকি জানতে চাইলে তিনি উপাচার্য বলেন, "এরকম কোনো বাধার প্রশ্ন ওঠে না। কেউ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার চেষ্টা চালালে আমরা সেটা হতে দেব না।"

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে টিউলিপকে

শেখ হাসিনার শাসনের সঙ্গে টিউলিপ সিদ্দিকের সম্পর্ক নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।' ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, টিউলিপ সিদ্দিক লন্ডনে এমন কিছু বাড়িতে বসবাস করেছেন, যেগুলোর সঙ্গে তার খালা তথা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম জড়িত। গত ৫ আগস্ট যিনি ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে ভারতে পালিয়ে যান। এদিকে, টিউলিপ সিদ্দিক নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর মানদণ্ড উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি কোনো অন্যায় করেননি। উপদেষ্টা স্যার লরি ম্যাগনাসের কাছে এক চিঠিতে তিনি বলেন, 'আমি স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, আমি কোনো ভুল করিনি। তবে সব বিভ্রান্তি দূর করতে চাই, যাতে আপনি বিষয়টি স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারেন।' টিউলিপ সিদ্দিক তার চিঠিতে আরও বলেছেন, 'সম্প্রতি আমার আর্থিক বিষয় এবং বাংলাদেশের সাবেক সরকারের সঙ্গে আমার পরিবারের সম্পর্ক নিয়ে অনেক ভুল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে আমি কোনো ভুল করিনি। অন্যদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার টিউলিপের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন, 'তিনি (টিউলিপ) যথাযথভাবে কাজ করেছেন এবং নিজেকে স্বেচ্ছায় তদন্তের জন্য হস্তান্তর করেছেন।' এর আগে সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সানডে টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'টিউলিপ সিদ্দিকের ক্ষমা চাওয়া উচিত।' তিনি আরও বলেন, 'টিউলিপ সিদ্দিক যেসব সম্পত্তি ব্যবহার করেছেন তা তদন্ত করা উচিত এবং যদি সেগুলো লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে, তবে সেগুলো বাংলাদেশের জনগণের কাছে ফেরত দেওয়া উচিত।' প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে টিউলিপ সিদ্দিক বর্তমানে ট্রেজারির অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি অর্থনৈতিক অপরাধ, অর্থপাচার এবং অবৈধ অর্থের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দায়িত্বে আছেন।

তেজগাঁও স্ট্যান্ডে আগুনে পুড়ল ৫

নয়র স্টেশন অফিসার নাজিম উদ্দিন সরকার সাংবাদিকদের বলেন, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন তারা। "আমরা দেখেছি সেখানে ইলেকট্রিক তার পুড়ে গেছে। এ কারণে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে আমরা ধারণা করছি। একটা কাঁচা ঘরে আগুন লেগেছে। এখানকার ঘরগুলো নানা মালামাল দিয়ে ভরপুর। একটার সঙ্গে আরেকটা ঘর লাগানো থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে।"

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উন্নয়নকে দাঁড়

দেখেছি। পোশাক শিল্প, প্রবাসী খাতও এগুলো তো উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে আসেনি। এখানে তরুণদের অনেক বড় ভূমিকা আছে। উন্নয়ন চলবেই। কিন্তু কোনও শাসক যেন উন্নয়নের হ্যামিলিয়নের বাঁশি বাজিয়ে জাতির জীবন থেকে কয়েকটা দশক কেড়ে নিতে না পারে। তিনি বলেন, ডেভেলপমেন্ট মিডিয়ার হলে তথ্যের সত্যতা সাধারণ আমরা আনবো এবং সহজলভ্য করে তুলবো। সবচেয়ে বড় মিস ইনফরমেশন তৈরি করা হয়েছিল উন্নয়ন নিয়ে। আমাদের প্রবৃদ্ধির সূচকগুলো এত বড় ছিল যে, তা ঢেকে রাখা হয়েছিল। কোনও দেশে যদি এক টাকা ব্যয় হতো, সেটা এখানে ৭/১০ টাকা ব্যয় হতো। কিন্তু এটাকেই সাফল্য হিসেবে দেখানো হতো। আমরা যদি মিস ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করি, তাহলে বড় দুই দশকের কাজের পুনর্মূল্যায়ন করা দরকার। পিআইবি মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ বলেন, আমরা পিআইবি থেকে সারা দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে সংযুক্ত হই। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। এর মধ্যে যেমন ফ্যাক্ট চেকিং রয়েছে, তেমনই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে মানুষের স্বার্থ রক্ষা হয়েছে কিনা, সেটিও আমরা তাদের সচেতন করার চেষ্টা করছি। আমাদের নিজেদের গবেষণার আর্কাইভ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, যাতে এটির আলোয় জানানো যায়। আলোচনায় আরও বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, অক্সফাম ইন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আশীষ দামলে, বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত মি. নিকোলাস উইকস, চ্যানেল ২৪ এর নির্বাহী পরিচালক তালাত মামুন, ইন্টারনিউজের বাংলাদেশ প্রতিনিধি শামীম আরা শিউলি।

বিএনপি নেতা হাফিজের টিন

কর্মকর্তা ওই দিনই দুই জনকে আসামি করে তারাব উদ্দিন থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০০৯ সালের ১৮ জানুয়ারি অভিযোগপত্র দাখিল করেন দুদকের সহকারী পরিচালক রামমোহন নাথ। অভিযোগপত্রে হাফিজ ইব্রাহিম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্থানীয় বিএনপি নেতা এস এম গজনবী, স্থানীয় চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন চৌধুরী, হাফিজ ইব্রাহিম ও সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহানকে আসামি করা হয়। মামলাটি সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যায়ে থাকা অবস্থায় ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর মো. হাফিজ ইব্রাহিম হাইকোর্টে একটি আবেদন করেন। তার বিরুদ্ধে মামলার অংশটি বাতিল করে অব্যাহতির আবেদন জানানো হয় সেখানে। ওই আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট সে সময় রুল জারির পাশাপাশি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে দেন। সেই রুলের ওপর শুনানি শেষে বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ ২০১৮ সালের ১১ নভেম্বর রুল খারিজ করে রায় দেন। এরপর আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করেন হাফিজ ইব্রাহিম।

শেখ পরিবারের ছয় সদস্যসহ

দুর্নীতির মাধ্যমে রাজউকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহায়তায় নিজ নামে, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), ছোট বোন শেখ রেহানা, ছোট বোনের ছেলে রেদোয়ান মুজিব সিদ্দিকী ববি এবং ছোট বোনের মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকীর নামে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নং রোড থেকে ১০ কাঠা করে মোট ৬০ কাঠার ছয়টি প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, পত্রিকার ক্লিপিংয়ে বর্ণিত অভিযোগসমূহ সুনির্দিষ্ট, তথ্যভিত্তিক এবং কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধ মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় বিষয়টি কমিশনের বিশেষ তদন্ত শাখা থেকে অনুসন্ধান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পাঠ্যবইয়ে 'আদিবাসী' বাতিলের

"আল্টিমেটাম দেওয়া সত্ত্বেও ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ৯ম-১০ম শ্রেণির 'বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি' বই থেকে বিতর্কিত ও রাষ্ট্রদ্রোহী পরিভাষা 'আদিবাসী' শব্দ প্রত্যাহার না করায় এনসিটিবি ঘেরাও করে বিক্ষোভ করছে সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'।" আন্দোলনকারীরা জানান, পরিমার্জন কমিটিতে থাকা রাখাল রাহা ওরফে সাজ্জাদকে এখনই অপসারণের ঘোষণা এবং পাঠ্যপুস্তকে 'আদিবাসী' শব্দ অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করায় এনসিটিবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগসাজশ থাকা কর্মকর্তাদের পদত্যাগসহ আন্দোলনকারীদের দেওয়া পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারি ঘোষণা না এলে ঘেরাও কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এজন্য তদন্ত কমিটি গঠন ও জড়িতদের অপসারণসহ শাস্তি দাবি করেন তারা। বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচিতে 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'র কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মুহম্মদ জিয়াউল হক জিয়া বলেন, "গত ৮ জানুয়ারি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির সংবাদ সম্মেলন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক থেকে বিতর্কিত ও সার্বভৌমত্ববিরোধী 'আদিবাসী' শব্দটি প্রত্যাহারের ঘোষণা চেয়েছিলাম। কিন্তু মন্ত্রণালয় আমাদের হতাশ করেছে। তাই দেশের স্বার্থে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার স্বার্থে এনসিটিবি ঘেরাও করতে বাধ্য হয়েছি।" তিনি আরও বলেন, "নতুন বছরের স্কুল ও মাদ্রাসার নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি' বইতে 'আদিবাসী' শব্দ সংযোজন খুবই আপত্তিকর, অনাকাঙ্ক্ষিত, সংবিধানবিরাধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ, যা বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ সহজ করবে। কারণ বাংলাদেশে একমাত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং তাদের দেশি-বিদেশি পৃষ্ঠপোষক ও দোসররাই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের 'আদিবাসী' বলে প্রচারণা চালায় ও স্বীকৃতি চায়। তাদের এই প্রচারণা ও স্বীকৃতি চাওয়ার পেছনে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে। ছলে-বলে-কৌশলে তাই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের দেশে 'আদিবাসী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন একটি তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র 'জুম্মল্যান্ড' তৈরির পথ সহজ হবে। এনসিটিবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সেই পৃষ্ঠপোষক ও দোসররাই 'আদিবাসী' শব্দটি বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সরকারকে একটি তদন্ত কমিটি করে অতিদ্রুত এদের চিহ্নিত ও অপসারণ করতে হবে এবং শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এরা দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার জন্য হুমকি।"

আন্দোলনকারীদের ৫ দফা দাবি

১) পাঠ্যপুস্তক থেকে রাষ্ট্রদ্রোহী 'আদিবাসী' শব্দ প্রত্যাহার, অখণ্ড ভারতের কল্পিত মানচিত্রের সব ধর্মীয় গাছের ছবি মুছে ফেলা, পরিমার্জন কমিটিতে থাকা দেশীয় মূল্যবোধবিরোধী ধর্মহীন রাখাল রাহা ওরফে সাজ্জাদকে অপসারণ, 'আদিবাসী' শব্দ অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করায় এনসিটিবির চেয়ারম্যান ও এর সঙ্গে যোগসাজশ থাকা কর্মকর্তাদের পদত্যাগ এবং তদন্ত কমিটির মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে 'আদিবাসী' শব্দ প্রবেশ সংযোজনের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের অপসারণ ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

২) অবাঙালিদের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) আদিবাসী সম্বোধন করে কোনও বক্তব্য দেওয়া যাবে না, কোনও বই-পুস্তক ছাপানো যাবে না, লেখালেখি করা যাবে না, কোনও নাটক সিনেমা বা গল্প-কাহিনী রচনা করা যাবে না। বাঙালিদেরকেই বাংলাদেশের একমাত্র আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকতে হবে।

৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের (অবাঙালি) 'আদিবাসী' বলা ও প্রচারণাকে রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।

৪) শিক্ষার কথিত মানোন্নয়নের নামে দেশের শিক্ষাখাতে আন্তর্জাতিক সংস্থা বা এনজিও থেকে তহবিল নেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং বৈদেশিক তহবিলের নামে শিক্ষা কারিকুলামকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের মগজ বিক্রি করা যাবে না।

৫) দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরিমার্জনে বিদেশি সংস্থা বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের থেকে শতভাগ প্রভাবমুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'র পরামর্শ ও প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে।

মেট্রোরেলে চড়তে যাত্রীদের অসন্তোষ

হোসেন। টিকিটের জন্য টিওএমে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েছেন তিনি। আলাপকালে মকবুল হোসেন বলেন, মাঝে মধ্যে ব্যবসায়িক কাজে মিরপুর যেতে হয়। তবে যখনই শাহবাগ স্টেশন যাই, তখনই টিকিটের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়। ভেন্ডিং মেশিনগুলো নষ্ট থাকায় এই ভোগান্তি বেশি হচ্ছে। এছাড়া অনেক সময়ই টিওএমে ভাংতি টাকা থাকে না। ফলে টিকিট বা একক যাত্রার টিকিট পেতে সমস্যা হয়। টিওএমে পর্যাপ্ত ভাংতি টাকা রাখা হয় না কেন? এমন প্রশ্ন করা হলে স্টেশনের কেউ কথা বলতে রাজি হননি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শাহবাগ মেট্রো স্টেশনে দায়িত্বে থাকা এক কর্মকর্তা বলেন, যারা নিয়মিত মেট্রোতে যাতায়াত করেন, তাদের অধিকাংশই এমআরটি পাস নিয়েছেন। তবে যারা মাঝে মধ্যে যাতায়াত করেন, তারা ভেন্ডিং মেশিন বা টিওএম থেকে একক যাত্রার টিকিট নেন। কিন্তু মেট্রোরেল স্টেশনগুলোতে এক-তৃতীয়াংশ ভেন্ডিং মেশিন নষ্ট। এগুলো একটা ঠিক করলে আরেকটা নষ্ট হয়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএমটিসিএলের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মোহাম্মদ ইফতিখার হোসেন বলেন, 'মেট্রোরেলের কিছু স্টেশনে মাঝে মধ্যে ভেন্ডিং মেশিনে ত্রুটি দেখা যায়। ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা ঠিক করা হয়। প্রতিটি ভেন্ডিং মেশিনেরই ওয়ারেন্টি রয়েছে। ফলে সার্ভিস খারাপ দেওয়ার সুযোগ নেই।' টিওএমে পর্যাপ্ত ভাংতি টাকা না রাখার বিষয়ে মোহাম্মদ ইফতিখার হোসেন বলেন, মেট্রোরেলের প্রতিটি টিওএমে পর্যাপ্ত ভাংতি টাকা রাখতে সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে। একক যাত্রার টিকিট সংকট মেট্রোরেলে যাত্রীদের জন্য দুই ধরনের টিকিট রয়েছেড় একটি এমআরটি পাস বা র‌্যাপিড পাস, অন্যটি একক যাত্রার টিকিট। র‌্যাপিড পাস কেনা যাত্রীরা টাকা না শেষ হওয়া পর্যন্ত যে কোনো সময় যাত্রা করতে পারেন। আর একক যাত্রা করা যাত্রীদের স্টেশন থেকে তাৎক্ষণিক টিকিট কিনে যাত্রা করতে হয়। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর স্টেশন থেকে বের হওয়ার সময় সেই টিকিট ফেরত দেওয়া বাধ্যতামূলক। মেট্রোরেল যাত্রার শুরুতে একক যাত্রার ২ লাখ ৬৮ হাজার ৪৪১টি টিকিট মেট্রোরেল স্টেশনগুলোতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত অক্টোবরে ডিএমটিসিএল জানায়, ২ লাখ ৪০ হাজারের মতো একক যাত্রার টিকিট খোয়া গেছে বা নষ্ট হয়েছে। খোয়া যাওয়া টিকিটগুলো যাত্রীরা ফেরত না দিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেছেন। এসব টিকিট ফেরত দিতে বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে ডিএমটিসিএল। তবে যাত্রীদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পায়নি। এছাড়া আরও কিছু টিকিট ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে দুই মাস ধরে উত্তরা থেকে মতিঝিল চলাচলকারী এমআরটি-৬ (মেট্রোরেল) একক যাত্রার টিকিটের তীব্র সংকট। কারওয়ান বাজার থেকে মিরপুর-১৪ নম্বর যাওয়ার জন্য একক যাত্রার টিকিট কেনেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকুরে আরমান আলী। সম্প্রতি কারওয়ান বাজার স্টেশনে তার সঙ্গে কথা হয়। আলাপকালে আরমান বলেন, স্টেশনে টিকিট কাটতেই গড়ে আধাঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আবার অনেক সময় একক যাত্রার টিকিটই পাওয়া যায় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডিএমটিসিএলের এক কর্মকর্তা জানান, জাপান, থাইল্যান্ড ও ভারত থেকে মেট্রোরেলের একক যাত্রার চার লাখ নতুন টিকিট কেনা হচ্ছে। এ টিকিটের মূল জোগানদাতা জাপান, তবে কার্ডগুলো প্রিন্ট হয় ভারত থেকে। এরই মধ্যে ভারত থেকে ৪০ হাজার টিকিটের চালান হাতে পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। আরও ৩০ হাজার টিকিট আগামী সপ্তাহের মধ্যে আসবে। এতে টিকিট সরবরাহে শিগগির সংকট কেটে যাবে। ডিএমটিসিএলের এমআরটি লাইন-৬ এর প্রকল্প পরিচালক মো. জাকারিয়া বলেন, 'গত ২১ ডিসেম্বর ভারত থেকে ২০ হাজার টিকিট ঢাকায় এসেছে। কাস্টমসের জটিলতার কারণে তা হাতে পেতে কিছুটা দেরি হয়েছে। এভাবে ধাপে ধাপে টিকিট আনা হবে। আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে এই সংকট কাটবে।' মেট্রোতে পকেটমার নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতে মেট্রোরেল সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রথম পছন্দ। অথচ এই বাহন দিন দিন অনিরাপদ হয়ে উঠছে। মেট্রোতে যাতায়াতে প্রায়ই ঘটছে পকেটমারের ঘটনা। কিন্তু এসব ঘটনা বন্ধে কোনো উপায় পাচ্ছে না মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। বাধ্য হয়ে যাত্রীদের পকেটমার থেকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। সম্প্রতি সচিবালয় স্টেশনে 'পকেটমার থেকে নিরাপদে থাকুন, আপনার মোবাইল, মানিব্যাগ হেফাজতে রাখুন-এমন সতর্ক বার্তা দিতে দেখা গেছে। গত ২ জানুয়ারি পকেটমার থেকে অল্পের জন্য বেচে গেছেন মো. নাঈম ইসলাম সোহাগ নামে এক যাত্রী। তিনি মেট্রোরেল প্যাসেঞ্জার কমিউনিটি নামে একটি ফেসবুক পেজে লেখেন, 'আজ অফিস আওয়ারে ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এক ভদ্রলোকের হাত দেখলাম আমার প্যান্টের পকেটে। এরপর বললাম, ভাই এটা তো আমার পকেট!! লোকটা লজ্জা পেয়ে হাত সরিয়ে নিলো। পকেটমার নাকি অন্য কিছু তা বুঝলাম না!' স্টাফদের খারাপ আচরণ মেট্রোরেলের স্টাফদের অসহযোগিতামূলক আচরণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। যারা নতুন যাতায়াত করেন তারাই এ সমস্যার সম্মুখীন বেশি হোন। গত ৪ জানুয়ারি মেট্রোরেল প্যাসেঞ্জারস কমিউনিটি-ঢাকা ফেসবুক পেজে আফরিন হক নামে এক যাত্রী লেখেন, 'উত্তরা দিয়াবাড়ি মেট্রোরেল স্টেশনের গেটে থাকা স্টাফদের ব্যবহার এত খারাপ কেন কেউ বলতে পারেন? নাকি অন্য স্টেশনেও একই রকম? কারওয়ান বাজার স্টেশনে কখনো এমন দেখি না। বেশ ভালো ও কো-অপারেটিভ।' মেট্রোরেলে যত অঘটন ডিএমটিসিএল সূত্র জানায়, এমআরটি-৬ প্রকল্প ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন হয়। ২৯ ডিসেম্বর থেকে মেট্রোরেল উন্মুক্ত করা হয় সর্বসাধারণের জন্য। এর পর থেকে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কারণে সাময়িক বন্ধ রাখতে হয়েছে মেট্রোরেল। উদ্বোধনের একদিন পরই বৈদ্যুতিক তারে ফানুস আটকে সাময়িক বন্ধ হয়, গত বছরের শুরুতে মেট্রো লাইনসংলগ্ন ভবনের ছাদে নেড়ে দেওয়া কাপড় বিদ্যুতের তারে পড়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এরপর ঢিল ছুড়ে মেট্রোর গ্লাস ভাঙায় কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ২০২৩ সালে বহুবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। কখনো ৩০ মিনিট কখনো কিছু কম বা বেশি সময় ধরে মেট্রো বন্ধ থাকে। ২০২৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মেট্রোরেল পৌনে ২ ঘণ্টা বন্ধ থাকে। আর ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘুড়ি আটকে বন্ধ থাকে ৩৫ মিনিট। গত ১৮ সেপ্টেম্বর খামারবাড়িতে মেট্রোরেলের ভায়াডাক্ট অংশের একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে যায়। এ কারণে সকাল ৯টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। সব শেষ গত ৫ জানুয়ারি সকালে শেওড়াপাড়া স্টেশনে ৯ নম্বর ট্রেনের দুই দরজার মাঝে এক যাত্রী আটকা পড়েন। এতে অটোমেটিক সিস্টেম অচল হয়ে পড়ে। এজন্য বাকি সবকটি ট্রেন বিলম্ব হয়। পরে টেকনিক্যাল টিম সমস্যাটি সমাধান করলে সার্ভিস চালু হয়। ডিএমটিসিএলের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মোহাম্মদ ইফতিখার হোসেন বলেন, 'এরই মধ্যে মেট্রোরেল ঢাকায় যাত্রী পরিবহনে মাইলফলক অর্জন করেছে। তবে যাত্রীসহ অনেকের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডে বেশ কয়েকবার মেট্রোরেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। বিষয়গুলোর সমাধানে জনসচেতনার বিকল্প নেই। এর বাইরে কারিগরি ত্রুটি থাকলে ডিএমটিসিএল তাৎক্ষণিক তা সমাধান করে।' দক্ষ ব্যক্তি নিয়োগ না দিয়ে আমলানির্ভর হওয়ায় মেট্রোরেল কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, মেট্রোরেলের প্রধান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুরু থেকেই এই পদে আমলাদের নিয়োগ দিয়ে আসছে সরকার। যাদের মেট্রোরেলের কারিগরি জ্ঞান নেই। অথচ আমরা এই প্রকল্পের শুরু থেকে অভিজ্ঞদের (বিদেশি) নিয়োগ দিতে বলে আসছি।' তিনি বলেন, 'মেট্রোরেল আমলানির্ভর হওয়ায় এর ব্যয় অনেক বেড়েছে। এখন যাত্রীদুর্ভোগও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। কিছুদিন পরপরই মেট্রো হুটহাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন স্টেশনে ভেন্ডিং মেশিনে ত্রুটি লেগেই আছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকারের ভূমিকা রাখতে হবে।'

গণঅভ্যুত্থানের মালিকানা নিয়ে

গণঅভ্যুত্থানে সবাই অংশগ্রহণ করেছে। কাজেই এখানে কাউকে জামায়াত শিবির, বিএনপি, গণঅধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা, ইতিহাসের সামনের দিকে এটা ভালো কিছু হবে না। তিনি বলেন, এখনো কেউ টের পাচ্ছেন না। কেউ দল গঠন নিয়ে ব্যস্ত, আবার কেউ ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছেন। অথচ যে ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করলাম, সেই গণহত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে কোনো দলের আওয়াজ নেই। বরং সবাই তাদেরকে রাজনৈতিক স্পেস দিতে চায়। আগামী নির্বাচনে সুযোগ দিতে চায়। নুরুল হক নুর বলেন, বিএনপির বিকল্প যদি শক্তিশালী কোনো রাজনৈতিক দল গড়ে না ওঠে, আবারও আওয়ামী লীগের আসার সুযোগ থাকবে। আওয়ামী লীগকে কামব্যাক করানোর জন্য ভারত হাজার হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করবে। কাজেই, আওয়ামী লীগের বিচারের দাবিতে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। আওয়ামী লীগকে এদেশে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে দেয়া যাবে না। তিনি বলেন, দেশকে ভালো রাখতে হলে এই অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের নিজের ভালোর জন্য এসরকারকে আরও কিছুদিন রাখতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা ছিল সরকার ছোট ছোট কিছু জায়গায় তাৎক্ষণিক কিছু ভূমিকা নিবে। তড়িৎ একশন নিবে। সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আজকে সাড়ে পাঁচ মাসে কেনো আহতদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জনের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, যে তরুণদেরকে নিয়ে মানুষ গর্ব করে, অহংকার করে, আমাদের সেই ছাত্র তরুণরাই জুলাই ফাউন্ডেশনের দায়িত্বে আছেন। কিন্তু, তাদের কাছে কেন আমলাতন্ত্রের জটিলতা থাকবে। তাদের অফিসে কেন লালফিতার দৌরাত্ম্য থাকবে। সরকার এবং জুলাই ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যে নুর বলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিহতদের নিখুঁত তালিকা এবং আহতদের তালিকা করে; আহতদেরকে কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা করে দিতে হবে। নিহতদেরকে ১ কোটি টাকা করে দিতে হবে। এই সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ উচিত ছিল, আহতদের খুঁজে খুঁজে বের করে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা। এছাড়াও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সরকারের উচিত ছিল। গণঅধিকার পরিষদের এই সভাপতি বলেন, নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেয়া এবং নিহতদের সংখ্যা নিয়ে নানান মতানৈক্য হচ্ছে। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে ১৬শ' এর অধিক নিহত হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে ৮শ' এর অধিক। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের মতো হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলছেন ৩০ লাখ শহীদ হয়েছে, আবার কেউ কেউ বলছেন ৩ লাখ। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত শহীদদের তালিকা এই অভাগা জাতি করতে পারেনি। অথচ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যবসা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চেতনার রাজনীতি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের নামে ভারতীয় হেজিমনিতে এখানে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে। কিন্তু, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত সংখ্যা এই জাতি এখনো জানে না। নুরুল হক নুর বলেন, এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই অস্থিতিশীল। সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছে। এই বিভাজন বিভক্তি কোনোভাবেই কাম্য নয়। এই গণঅভ্যুত্থানের সরকার, অন্যান্য সরকারের মত তিন মাসের জন্য নির্বাচনের সরকার নয়। এই গণঅভ্যুত্থানের সরকার রাষ্ট্র পুনর্গঠনে, রাষ্ট্র সংস্কারে আমাদের সমর্থিত সরকার। কিন্তু, দুঃখজনক হলো পাঁচ মাসের তাদের কর্মকান্ড আমাদেরকে হতাশ করেছে। তিনি বলেন, এসরকার যদি রাষ্ট্র সংস্কার করতে না পারে, নির্বাচিত সরকার সেভাবে আর পারবে না। সরকারের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। দূরত্ব কমিয়ে আনুন এবং রাষ্ট্র সংস্কারে ঐক্যমত করুন। প্রয়োজনে জাতীয় সরকার করে রাষ্ট্রের সংস্কার করুন।

ধ্বংসের চক্রান্ত: বিপিজিএমইগ্যাসের

বলেন, গ্যাসের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও শুভংকরের ফাঁকি আছে কি না-খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। গ্যাসের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের আরও চিন্তাভাবনা করা উচিত বলে মনে করি। গ্যাসের দাম বাড়লে উৎপাদিত পণ্যের দামও বেশি পড়বে। তখন মূল্যস্ফীতির পাগলা ঘোড়া সামাল দেওয়া যাবে না কোনোভাবেই। তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের কথা বলে গ্যাসের দাম ১৫০ শতাংশের বেশি বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু তারা গ্যাস-সংকটের সমাধান করতে পারেনি; অনেক এলাকায় গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতির কারণে শিল্প-কারখানা চলছে রেশনিং পদ্ধতিতে। অন্তর্বর্তী সরকার গ্যাস সংকটের সমাধান না করে নতুন করে গ্যাসের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, পেট্রোবাংলা দুটি উৎস থেকে গ্যাস সংগ্রহ করে। দেশি গ্যাস কিনে নেয় বিভিন্ন কোম্পানি থেকে। এতে প্রতি ইউনিটে তাদের গড়ে খরচ হয় ৬ টাকা ৭ পয়সা। কিন্তু তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করতে খরচ হচ্ছে ৭৫ টাকার বেশি। এতে লোকসানে আছে সংস্থাটি। ভর্তুকি দিতে রাজি নয় সরকার। তাই এখন এলএনজি আমদানির খরচ পুরোটাই শিল্পের ওপর চাপাতে চাইছে পেট্রোবাংলা। এ সময় বিপিজিএমইএ উপদেষ্টা ও বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ড. ইজাজ হোসেন বলেন, গ্যাসের দাম বাড়িয়ে শিল্প বিঘ্নিত করা কোনো সমাধান নয়। প্রয়োজনে বাসাবাড়িতে গ্যাস বন্ধ করে দিন, সিএনজি বন্ধ করুন। কিন্তু শিল্প ধ্বংস হলে সব শেষ হয়ে যাবে। হুট করে দাম এত বাড়লে তারা (শিল্প উদ্যোক্তারা) ব্যবসা করবে কীভাবে তিনি বলেন, আমি মনে করি এ অন্তর্বর্তী সরকার, কিছু সময় তারা ক্ষমতায় থাকবে। তাহলে এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কেন। এ সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক সরকার নেবে। যেভাবে ভর্তুকি দিয়ে এ খাত এতদিন চলছে, সেভাবে চলুক। বিপিজিএমইএর সাবেক সভাপতি এ এস এম কামাল উদ্দিন বলেন, সরকারের মধ্যে এখনো ঘাপটি মেরে আছে পুরোনো দোষররা। তারা দেশের শিল্প ধ্বংসের চক্রান্তে এখনো লিপ্ত। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কামরুল ইসলাম বলেন, গ্যাসের দাম বাড়লে আমরা ভারত-চীনসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবো না। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববাজারে যে একটি বড় অবস্থান তৈরি হয়েছে, সেটা আমরা হারাবো। এ সময় গ্যাস ও এলএনজির ব্যাপারে প্লাস্টিক খাতের কিছু প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। সেগুলো হলোঃ ১. নতুন কূপ খননে আরও বিনিয়োগ এবং আরও বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের ১৫০টি কূপ খননের প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য কিন্তু দ্রুততার সাথে এই খনন সমাপ্ত করতে হবে। ২. মিয়ানমার থেকে চীন ও থাইল্যান্ড প্রচুর পরিমাণে গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে আমদানি করে থাকে। চীন থেকে তারা তাদের মোট প্রয়োজনের ৬ শতাংশ এবং থাইল্যান্ড থেকে ২২ শতাংশ আমদানি করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ মিয়ানমারের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও বিগত ৫০ বছরে মিয়ানমার থেকে কোনো গ্যাস আমদানি করতে পারেনি। এ ব্যাপারে কোনো চুক্তিও সম্পন্ন হয়নি। এটি আমাদের জন্য বিরাট ব্যর্থতা। আমরা বর্তমান সরকারকে এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ৩. সংকট সমাধানে এলএনজি আমদানি থেকে শুল্ক-কর প্রত্যাহার করা যেতে পারে। নতুন এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করে আমদানি বাড়ানোর প্রস্তাব করছি। ৪. দেশের শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের স্বার্থে বর্তমান গ্যাসের মূল্য ৩০ টাকা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। ৫. স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে বাস্তবতার নিরিখে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করছি।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কিশোরগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে বিএনপি নেতা নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে উপজেলা বিএনপির কাউন্সিলকে ঘিরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে রাউতি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান রতন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচ জন। গতকাল রোববার দুপুরে তাড়াইল থানার ওসি সোহেল মিয়া জানান, সকাল ১১টার দিকে রাউতি ইউনিয়নের বানাইল বাজারে এ ঘটনা ঘটে। ওসি আরও জানান, গত শনিবার রাউতি ইউনিয়ন বিএনপির সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন গিয়াসউদ্দিন।

তিন মাসে রাজধানীতে ৮১০ ছিনতাইকারী গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ৮১০ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গতকাল রোববার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি- দক্ষিণ) যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম। রাজধানীতে ছিনতাই বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ছিনতাই রোধে ইতোমধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ডিবি ও থানা পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। টহল কার্যক্রমের পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। নাসিরুল ইসলাম বলেন, ক্রিমিনাল ডাটাবেজ পর্যালোচনা করে বিভিন্ন ছিনতাই চক্রের নাম-ধাম শনাক্ত করে অভিযান চলমান রয়েছে।

সম্পাদকীয়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং বন্ধ করতে হবে

র‍্যাগিং, বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রচলিত এমন একটি 'পরিচিতি বা দীক্ষা পর্ব', যার মূল লক্ষ্যই থাকে প্রবীণ শিক্ষার্থী কর্তৃক নবীন শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা। প্রথম পরিচয়েই সিনিয়ররা তাদের জুনিয়রদের বুঝিয়ে দিতে চায়, তারা কতটা খারাপ ও প্রভাবশালী। গণমাধ্যমে দেখতে পাই, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক টর্চার সেল রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে এ টর্চার সেলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করা হয়। কিন্তু এ টর্চার সেলে যে নির্যাতন হয়, তার বিচার তেমন হয় না বললেই চলে। নামমাত্র বিচার হয় কিছু ঘটনার। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং বা নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যা নিয়ে নতুন শিক্ষার্থীরা খুবই আতঙ্কে রয়েছে। এটি আমাদের সমাজের জন্য বিব্রতকর। র‍্যাগিং নিছক আনন্দ বা পরিহাস নয়। এটি মূলত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের এমন এক ঘৃণ্য রূপ, যা ভুক্তভোগীদের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব বিকাশকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ কিংবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের নামে শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা প্রায়ই সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে। কখনো তা শারীরিক নিপীড়ন, কখনো মানসিকভাবে হয়রানি কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না; বরং কিছু ক্ষেত্রে এর মাশুল দিতে হয়েছে জীবন দিয়ে। বুয়েটের আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ড এই বাস্তবতারই করুণ চিত্র।

> শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় এমন সংস্কৃতির পেছনে মূলত প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, র‍্যাগিংয়ে জড়িত শিক্ষার্থীরা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট। ক্ষমতার জোরে তাঁরা কোনো শাস্তি ছাড়াই পার পেয়ে যান। ২০২০ সালে উচ্চ আদালত র‍্যাগিং প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই এই নির্দেশ কার্যকর করেনি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় এমন সংস্কৃতির পেছনে মূলত প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, র‍্যাগিংয়ে জড়িত শিক্ষার্থীরা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট। ক্ষমতার জোরে তাঁরা কোনো শাস্তি ছাড়াই পার পেয়ে যান। ২০২০ সালে উচ্চ আদালত র‍্যাগিং প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই এই নির্দেশ কার্যকর করেনি। প্রচলিত আইনেও র‍্যাগিং নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। এটি অপরাধীদের আরও উৎসাহিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে কেন শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হবে? কোথাও কোথাও এমনকি শিক্ষকরাও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এসব কোনোটাই সভ্য দেশে কাম্য নয়। যদি কেউ কোনো অপরাধ করে থাকে, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রয়েছে এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রয়েছে।

তারা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু আমরা কেন আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি? বিশ্ববিদ্যালয় হবে মুক্তচিন্তার জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এসব টর্চার সেল বন্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। অন্যথায় নবীন শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে থাকবে। এমন কী অনেক বিষয়ে শিক্ষকরাও আতঙ্কে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এ বিষয়ে কঠোর হতে হবে।

হজ নিবন্ধনে অনিহা; কারণ খুঁজে ব্যবস্থা নিন

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় হজ ব্যবস্থাপনায় সিন্ডিকেট করে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি করা হয়। এ সময় অযৌক্তিক বিমান ভাড়া নির্ধারণ করে হজযাত্রীদের সঙ্গে এক ধরনের প্রতারণা করা হয়। এতে যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও হাবের নেতার সিন্ডিকেট কয়েকশ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। হাসিনা সরকার পতন হলেও হজ ব্যবস্থাপনায় এখনো সেই সিন্ডিকেট বিদ্যমান। সরকারি-বেসরকারিভাবে হজ নিবন্ধনের প্রাথমিক সময়সীমা শেষ হয়ে এলেও আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। ২০২৫ সালের হজ নিবন্ধনের কার্যক্রম ৩০ নভেম্বর শেষ হবে। এখন পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারিভাবে হজের নিবন্ধন করেছেন মাত্র ২৩ হাজার ৭০৯ জন। উল্লেখ্য, সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জনের হজে যাওয়ার কথা রয়েছে। সেই হিসাবে এখনো কোটা খালি রয়েছে ১ লাখ ৩ হাজার ৪৮৯ জনের, যা শতকরা হিসাবে ৮১ শতাংশের বেশি। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের হজের কোটা কমিয়ে দেওয়া হয় কিনা, সেটাই ভাবনার বিষয়। হজ মুসলমানদের একটি ফরজ ইবাদত হলেও সেটি এখন ব্যবসায় রূপ নিয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্র হয়েও হজ ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোনো সহায়তা নেই। উল্টো অতিরিক্ত বিমান ভাড়া নির্ধারণ করে হজ প্যাকেজের খরচ বাড়ানো হয়েছে। এতে একদিকে হজের খরচ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ইচ্ছে থাকলেও অর্থের অভাবে হজ পালন করতে পারেন না। ধর্ম মন্ত্রণালয় ও হজ এজেন্সির কতিপয় লোকের যোগসাজশে হজ পালন দিন দিন ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে। এতে মুসলমানদের হজ পালন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। ফলে কয়েক বছর ধরে হজের কোটা পূরণ হচ্ছে না। জানা যায়, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর হজের খরচ তুলনামূলক অনেক কম। প্রশ্ন উঠছে, দেশে হজ প্যাকেজের মূল্য কেন এতটা বেশি? এক্ষেত্রে বিমানভাড়া বৃদ্ধি একটি কারণ অবশ্যই। তবে মানুষসৃষ্ট কিছু কারণেও হজ প্যাকেজের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। অভিযোগ আছে, হজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানা সিন্ডিকেটের কাছে হজযাত্রীরা একরকম জিম্মি। হজ নিয়ে বাণিজ্য করার জন্য গড়ে উঠেছে হজকেন্দ্রিক মার্কেটিং অফিসার, কমিশন বাণিজ্য, এজেন্সির সিন্ডিকেট এবং হজযাত্রী পরিবহন সিন্ডিকেট। সৌদি আরবে বাসাভাড়াকেন্দ্রিক প্রতারণা, কখনো কখনো হজযাত্রীদের জমা দেওয়া টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়াসহ নানা অবৈধ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে হজ এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে। সব ধরনের বিমান সংস্থাকে হজের যাত্রী বহনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক। এতে সিন্ডিকেট ভেঙে যাবে। এতে প্যাকেজের খরচ অনেক কম আসবে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য হজকে আরও সহজ করতে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে এর দ্রুত সমাধান করতে হবে।

নদী ও পরিবেশকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ একটি নদীনির্ভর দেশ। শতসহস্র নদী-নালা, খাল-বিল জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দেশে। কিছুকাল আগ পর্যন্ত নদীই ছিল দেশবাসীর যোগাযোগের প্রধান পথ। নদীই ছিল ছোট এই দেশটির বিচ্ছিন্নতা ও যোগাযোগের উপায়। সাধারণত পর্বত, উচুভূমি, পাহাড়ের গিরিখাত থেকে সৃষ্ট ঝরনাধারা, বরফগলিত স্রোত কিংবা প্রাকৃতিক পরিবর্তন থেকে নদীর জন্ম। বাংলাদেশ হিমালয় থেকে প্রবাহিত নদীগুলোর মধ্য দিয়ে বাহিত পলি দ্বারা গঠিত একটি সক্রিয় বদ্বীপ। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ 'নদীর দেশ' নামে পরিচিত। তাই বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সংস্কৃতি ও উন্মেষ এবং ক্রমবিকাশের সঙ্গে নদী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। পৃথিবীর সবপ্রাচীন ও বৃহৎ সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করেই। বাংলাদেশের বুক চিরে ছোট বড় প্রায় ৭০০-র মতো নদ-নদী বয়ে গেছে। অগণিত গ্রামীণ বাংলাদেশির জীবন-জীবিকা নদীর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত আমাদের অনেক নদী ভয়াবহ দূষণের শিকার হচ্ছে। আমাদের এত গুরুত্বপূর্ণ নদী আজ অবহেলা ও ভোগদখলে প্রকৃতি থেকে হারাতে চলেছে। একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, নরসিংদী জেলায় অপরিকল্পিতভাবে শিল্পকারখানা গড়ে ওঠায় পরিবেশ দূষণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। শিল্পকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাসহ বিভিন্ন নদ-নদীর পানি দূষিত হয়ে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এ জেলায় ১০ হাজার ৫০০টি ছোট-বড় বিভিন্ন শিল্পকারখানা রয়েছে। সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত শিল্পকারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতি ব্যবস্থা সরকারি কাগজপত্রে উল্লেখ থাকলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। অনেক কারখানাই ইটিপি বন্ধ রেখেছে। ফলে ক্ষতিকর রাসায়নিকযুক্ত বর্জ্য নদীতে মিশে পানি দূষিত হচ্ছে, মরছে মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী। শিল্প বা উন্নয়নের জন্য নদী ও পরিবেশের ক্ষতি করা যাবে না। প্রশ্ন হলো, কাজটি করবে কে? সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার তৈরিতে শিল্পোদ্যোক্তাদের বাধ্য করা।

এবার হাতছাড়া হলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

সালাহউদ্দিন বাবর

> নির্বাচন সংস্কারের দাবিতে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, অর্থনৈতিক অপরাধ করেছে, ফৌজদারি অপরাধ করেছে, তাদের ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আবার কখনো যেন স্বৈরাচার ফিরে না আসে, সে জন্য সংস্কার অপরিহার্য। অনেকেই ইতোমধ্যে এটি ভুলে গেছেন। কেউ কেউ মনে করেছেন, সংস্কার নির্বাচনের পরে করতে হবে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ যাতে আর ফিরে না আসে, সে জন্য গভীর সংস্কার এ মুহূর্তেই অপরিহার্য। অতীতে সবসময়ই, নির্বাচনের আগে প্রতিটি দল নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গেলে তারা কী কী করবেন তার একটা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। বাস্তবে দেখা যায়, পরে তারা অনেক কিছুই ভুলে যান, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। যেমন– ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত তিন তিনটি 'নির্বাচনে' আওয়ামী লীগ যেসব নির্বাচনী ওয়াদা করেছিল তার ধারেকাছেও তারা ছিল না। তার দু-একটির উদাহরণ হচ্ছে, ওই তিন নির্বাচনী ইশতেহারে প্রায় একই ধরনের প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, ওই সব কর্মসূচি তারা আগের মেয়াদে বাস্তবায়ন বা কার্যকর করতে পারেনি অথবা করেনি। যেমন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিলেও সেটি তারা কখনোই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। ২০১৮ সালের ইশতেহারে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ছিল, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হবে এবং সংবিধান হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল। এসব কি একটা ভাঁওতাবাজি নয়? ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ বলেছিল, তারা নির্বাচন কমিশনকে বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ করে দিয়েছেন এবং এটি কোনোভাবেই সরকারের মুখাপেক্ষী হবে না। এসব নিয়ে দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা কতটা বিপরীত ছিল তা সবার দেখা। এক কথায় বলতে গেলে, ওই সব ছিল ভুয়া অঙ্গীকার, আসলে অর্থহীন প্রলাপ। নির্বাচন কমিশন প্রশ্নে লীগ কতটা হিপোক্র্যাসি করেছে, গোটা দেশ সেটি দেখেছে। মানবাধিকার, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা কায়েম ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির নামে লীগ সরকার জনগণের সাথে কেবল ভণ্ডামি আর প্রতারণাই করেছে। মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করা ছিল লীগ সরকারের প্রতিদিন রুটিনমাফিক কাজ। ২০১৮ সালের ইশতেহারে দলটি বলেছিল, প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা লাভের সুযোগ সুবিধা অবারিত করা হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে। পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে

সম্প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম হয়েছে। এতে পক্ষগুলোর মধ্যে ঐক্যের ক্ষতি হতে পারে ভেবে অনেকেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভুগছেন। তবে এমন আলোচনা-পর্যালোচনায় মতপার্থক্য বা দ্বিমত নিয়ে খুব হতাশ হওয়ার কিছু নেই। জটিল বা সহজ যেকোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আলোচনা-পর্যালোচনার অর্থ হচ্ছে, বিষয়টি ইতিবাচক ধারায় আছে। কেননা তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়েই সঠিক পথ-পন্থা ও সম্মিলিত সিদ্ধান্তটা বেরিয়ে আসে। তখন আর কোনো নতুন বিতর্কের অবকাশ থাকে না। তা ছাড়া এমন আলোচনা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে পারে। তা থেকে দেশবাসীর মধ্যেও মতামত তৈরি হয়। তবে এটা ঠিক অকারণে কোনো বিতর্ক-বিতণ্ডা অনভিপ্রেত। কেননা এমন কিছু ঘটলে বিভক্তি, বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের বিতর্ক অনেকসময় উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে। বিশেষ করে দেশ ও জাতির কোনো সন্ধিক্ষণে কোনো কুতর্কই সরলভাবে নিতে হয় না, নেয়া উচিত না। জাতীয় যে বিষয়গুলো নিয়ে এখন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবী মহলে এমনকি সাধারণের মধ্যেও প্রাণবন্ত আলোচনা হচ্ছে, তার অন্যতম একটি হলো আগে সংস্কার না নির্বাচন। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট বিপ্লবপরবর্তী সরকার বেশ কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার করার প্রয়োজন বলে চিহ্নিত করেছে। এর অনেকগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কতগুলো কমিশন গঠন করে দিয়েছে। এসব কমিশন সংশ্লিষ্ট শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ শেষে তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করবে। এসব কমিশনের অনেকগুলো রিপোর্ট তৈরির প্রায় শেষপর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। নির্বাচন ও সংস্কার নিয়ে অংশীজনদের যে মতামত এখন বাতাসে ভাসছে, তাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, এই তর্কে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই মনে করেন, সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে যাওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। কারো অভিমত, সংস্কার কার্যক্রম ও নির্বাচনের প্রস্তুতি সমান্তরালভাবে চলুক। কারো মতে, সামান্য কিছু সংস্কার করেই নির্বাচনে যাওয়া উচিত। আবার কারো মত হচ্ছে, সংসদে বসে আমরা সংস্কার করব। এসব মতামত সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দেয়া আমাদের জন্য ঠিক হবে না, তবে আলোচনা হতে পারে। সবারই জানা, নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। সে কমিশনের কাজের অগ্রগতিও আছে বলে শোনা গেছে। তবে তাদের প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি। সে কারণে এ বিষয় নিয়ে সবারই সতর্কভাবে কথা বলা উচিত। কেননা গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে কোনো নির্বাচনই হয়নি। অথচ বাংলাদেশ নির্বাচনপ্রেমিক এক দেশ। কিন্তু আবার নীরব থাকাও ঠিক হবে না। যা-ই হোক, যারা মনে করেন, প্রথমে সংস্কার করতে হবে, পরে নির্বাচন তাদের কথায় সারবত্তা নেই, এমন ভাবনা সঠিক নয়। কেননা গত তিন তিনটি নির্বাচন নিয়ে যে ক্যারিকেচার হয়েছে, সেসব ছিল অভূতপূর্ব। পতিত লীগ সরকার বিগত দিনে কার্যত নির্বাচনের সংজ্ঞাটাই পাল্টে দিয়েছিল। অথচ নির্বাচনের নতুন সংজ্ঞা ও নয়া বয়ান দেয়ার বিষয় অর্থহীন। নির্বাচনের সঠিক সংজ্ঞা বহুকাল থেকে স্থিরীকৃত। যেমন- ওই সব 'নির্বাচন' সম্পর্কে পতিত সরকারের বয়ান ছিল, আমাদের নির্বাচন আমাদের মতোই হবে। এমন বচনের ইঙ্গিতটা হচ্ছে- ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪-এর মতো নির্বাচনই তারা চান। অথচ ওই সব নির্বাচনকে দেশে-বিদেশে কেউই নির্বাচন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। সবাই মনে করে, সেগুলো নিছক সিলেকশন ছিল, ইলেকশন নয়। পতিত সরকারের স্বার্থের জন্য অনুকূল ছিল তথাকথিত সেসব 'নির্বাচন'। তাদের সিলেকশনকেই নির্বাচন কমিশন ইলেকটেড বলে বৈধতা দিয়েছিল। এমন সিলেকশন-ব্যবস্থা জারি রাখতে সবরকম ব্যবস্থা করেছিল লীগ সরকার। অর্থাৎ নির্বাচনী ম্যাকানিজমকে সঠিকভাবে সাজানো হয়েছিল। ওই তিন নির্বাচনকে তিন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ভোটারবিহীন নির্বাচন, নৈশভোটের নির্বাচন এবং আমি, ডামির নির্বাচন যেগুলো মূলত ছিল কেবল লোক দেখানো প্রহসন ও ক্ষমতাকে নবায়নের অবৈধ প্রক্রিয়ামাত্র। তথাকথিত ওই সব ক'টি নির্বাচনই ছিল কেবল পতিত লীগের জন্য, জনগণের জন্য নয়। এখন দরকার মানুষের জন্য নির্বাচন। তেমন নির্বাচনের জন্যই কমিশন গঠন, বর্ণিত সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা দূর করে, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ তথা সংস্কার সম্পন্ন করা ভিন্ন দ্বিতীয় বিকল্প নেই। বিশেষ করে ভালো নির্বাচনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে, বহু প্রত্যাশিত নির্বাচন অর্থহীন হবে। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী নতুন করে চরদখল, বাজারদখল, বালুমহাল দখল পুনর্দখল ঠেকাতে নাস্তানাবুদ। আবার যদি লীগের আমলের মতো করে নির্বাচনের কেন্দ্র দখল, বুথ দখল চলে, তবে সেটি রোখা হবে কিভাবে? ভুলে গেলে চলবে না, আগের মতো ভোটারবিহীন নির্বাচন মানুষ আর গ্রহণ করতে রাজি নয়। সে নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে। যারা বলছেন, সংস্কার ও নির্বাচনের প্রস্তুতি একসাথে চালাতে হবে, এই অভিমত নিঃসন্দেহে মন্দের ভালো বলা চলে। আবার কারো কারো মতে কিছু সংস্কার করে নির্বাচনে যেতে হবে। 'এমন হাফডান' বা 'হাফ হার্টেড' অর্থাৎ অসম্পূর্ণতা রেখে কোনো সুফল পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। এমন পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচনে গেলে, সমস্যা জটিল হওয়ার আশঙ্কা বেশি। গত ১৫ বছরে নির্বাচনের পথটাকে যতটা কণ্টকাকীর্ণ করা হয়েছে, সে পথ সংস্কার করার আগে নির্বাচনের সড়কে চলতে শুরু করলে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা থাকে শতভাগ। নির্বাচনে যেসব আইনকানুন রয়েছে, সেগুলোর পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য কিছু সময় তো দিতেই হবে। তা ছাড়া নির্বাচন সংস্কার সম্পর্কিত যে কমিশন গঠিত হয়েছে তাদের প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ আসবে, সেগুলোও বিবেচনায় নেয়া জরুরি। তাই প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার জন্যও কিছু সময় অপেক্ষায় থাকতে হবে। সব চেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে, যারা বলছেন আমরা সংসদে গিয়ে সব সংস্কার করব, তাদের এ কথার অর্থ কী, পরিপ্রেক্ষিত কী এমন প্রশ্নটা ওঠা স্বাভাবিক। যারা এমন কথা বলছেন, তাদের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, কে আপনাদের এমন নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনারাই নিশ্চিত বিজয়ী হবেন অথবা জনগণ আপনাদের নির্বাচিত করতে বাধ্য হবে। সত্যিকার নির্বাচনে জয়-পরাজয় ঘিরে একটা প্রোবাবিলিটি বা সম্ভাবনা থাকে। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কোনো অ্যাসিউরেন্স (নিশ্চয়তা) থাকলে, সেটি তখন আর ইলেকশন থাকে না। সিলেকশন হয়ে ওঠে, যেমনটা পতিত লীগ করেছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় আপনারা বিজয়ী হবেন এবং সংসদে গিয়ে সংস্কার করবেন, তাহলেও কথা থেকে যায়। তখন সেই সংস্কার হতে পারে একান্ত দলীয় দৃষ্টিকোণভিত্তিক সংস্কার। সেই সংস্কার তখন সর্বজনীন হবে কি না তার নিশ্চয়তা কোথায়। জাতি সেটি নিয়ে সন্তুষ্ট হবে কি? এখানেও অনিশ্চয়তা। বরং নির্বাচনসংক্রান্ত সংস্কার কমিশনে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সব দলই মতামত দিয়েছে। সেখানে নির্বাচন বিষয়ে বৃহত্তর ঐক্য তৈরি হবে। সবার কাছে সে সংস্কার গ্রহণযোগ্য হবে। সম্প্রতি (২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪) সুজনের এক আলোচনা অনুষ্ঠানের বক্তব্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন জাতীয় এক দৈনিকে (প্রথম আলো) প্রকাশিত হয়েছে। সে আলোচনার সারকথা এটাই যে, রাজনৈতিক দলগুলো এখন যত কথাই বলুক না কেন, ক্ষমতায় গেলে তারা হয়তো আবার বদলে যেতে পারে। নির্বাচন সংস্কারের দাবিতে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, অর্থনৈতিক অপরাধ করেছে, ফৌজদারি অপরাধ করেছে, তাদের ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আবার কখনো যেন স্বৈরাচার ফিরে না আসে, সে জন্য সংস্কার অপরিহার্য। অনেকেই ইতোমধ্যে এটি ভুলে গেছেন। কেউ কেউ মনে করেছেন, সংস্কার নির্বাচনের পরে করতে হবে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ যাতে আর ফিরে না আসে, সে জন্য গভীর সংস্কার এ মুহূর্তেই অপরিহার্য। অতীতে সবসময়ই, নির্বাচনের আগে প্রতিটি দল নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গেলে তারা কী কী করবেন তার একটা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। বাস্তবে দেখা যায়, পরে তারা অনেক কিছুই ভুলে যান, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। যেমন– ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত তিন তিনটি 'নির্বাচনে' আওয়ামী লীগ যেসব নির্বাচনী ওয়াদা করেছিল তার ধারেকাছেও তারা ছিল না। তার দু-একটির উদাহরণ হচ্ছে, ওই তিন নির্বাচনী ইশতেহারে প্রায় একই ধরনের প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, ওই সব কর্মসূচি তারা আগের মেয়াদে বাস্তবায়ন বা কার্যকর করতে পারেনি অথবা করেনি। যেমন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিলেও সেটি তারা কখনোই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। ২০১৮ সালের ইশতেহারে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ছিল, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হবে এবং সংবিধান হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল। এসব কি একটা ভাঁওতাবাজি নয়? ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ বলেছিল, তারা নির্বাচন কমিশনকে বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ করে দিয়েছেন এবং এটি কোনোভাবেই সরকারের মুখাপেক্ষী হবে না। এসব নিয়ে দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা কতটা বিপরীত ছিল তা সবার দেখা। এক কথায় বলতে গেলে, ওই সব ছিল ভুয়া অঙ্গীকার, আসলে অর্থহীন প্রলাপ। নির্বাচন কমিশন প্রশ্নে লীগ কতটা হিপোক্র্যাসি করেছে, গোটা দেশ সেটি দেখেছে। মানবাধিকার, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা কায়েম ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির নামে লীগ সরকার জনগণের সাথে কেবল ভণ্ডামি আর প্রতারণাই করেছে। মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করা ছিল লীগ সরকারের প্রতিদিন রুটিনমাফিক কাজ। ২০১৮ সালের ইশতেহারে দলটি বলেছিল, প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা লাভের সুযোগ সুবিধা অবারিত করা হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে। পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এই বক্তব্য কতটা প্রতারণা ছিল, সেটি বুঝতে কারো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ২০০১ এর অক্টোবরের নির্বাচনের ভোট গ্রহণের প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ঢাকায় বিএনপির পক্ষে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। যাতে ৩০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করা হয় যেগুলো ক্ষমতায় গেলে বাস্তবায়নের কথা ছিল। এর মধ্যে ছিল সংসদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০০ করা এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বাড়ানো। কিন্তু তা আর বাস্তবায়ন হয়নি।

যেমন, ৫০০ আসনের সংসদ করা হয়নি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপিদের সম্পদের হিসাব দেয়া হয়নি, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ করা হয়নি, রাষ্ট্রায়ত্ত রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়নি, স্থায়ী পে-কমিশন করা হয়নি, গঙ্গার পানিচুক্তি পরিবর্তনের চেষ্টা হয়নি, ইন্টারনেট ভিলেজ হয়নি, সবার জন্য বিদ্যুৎ হয়নি, সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণও হয়নি। এটাই সত্য যে, গত ৫৩ বছরে কোনো সরকারই জাতির মৌলিক কোনো সমস্যার সুরাহা করতে পারেনি। বারবার মানুষ সংস্কার নিয়ে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এবার সে সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ হাতছাড়া হলে, সামনে থাকবে কেবলই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

লেখক : সালাহউদ্দিন বাবর

ব্যাংক ও আর্থিক খাতের জন্য কেমন ছিল ২০২৪ সাল?

মিজানুর রহমান

> বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তের পর পুরো ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে, দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করা ব্যাংকগুলো দুর্বল ব্যাংকের সঙ্গে একত্রিত হতে এবং তাদের দুর্নীতির ভাগীদার হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তবে সরকার পতনের পর এই একত্রীকরণ প্রক্রিয়াটি অনেকাংশেই স্থিমিত হয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকসমূহের আলটিমেট বেনিফিশিয়ারি ওনার কারা, এই সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে চেয়ে একটি সার্কুলার ইস্যু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সার্কুলারটি নিঃসন্দেহে আগামীতে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এদিকে করোনা মহামারীর পর বাংরাদেশ ব্যাংক অনলাইন ও হাইব্রিড প্লাটফর্মে বোর্ড ও অন্যান্য কমিটি সভার করার অনুমতি প্রদান করেছিল যা এ বছর বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার দিয়ে বাতিল করে দিয়েছে। সরকার পতনের পর আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের গ্রেপ্তারও ছিল ২০২৪ সালে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম গরম খবর। তবে, এত নেতিবাচক সংবাদ সত্ত্বেও টেকসই ব্যাংকিং এ ২০২৪ সালে বেশ কিছু ব্যাংক যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। ব্যাংকিং সেবাকে গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে এ বছর বেশ কয়েকটি ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। শক্তিশালী প্রায় প্রতিটি ব্যাংকেরই শাখা ও উপ-শাখার সংখ্যা অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধির জন্য প্রায় প্রতিটি ব্যাংকই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংকগুলোতে প্রযুক্তির ব্যবহারও আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বেশ কয়েকটি ব্যাংক ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার করে লেনদেনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্যোগ নিয়েছে। বছরের শুরুতে গত সরকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান 'নগদ' সর্বপ্রথম ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স লাভ করে, যদিও সরকার পতনের পর বাংলাদেশ ব্যাংক এই লাইসেন্স বাতিল করে দেয়। পরিশেষে, যদিও ২০২৪ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতার বছর ছিল। এই একটি বছর এই সেক্টরে যে পরিমাণে উত্থান-পতন দেখা গেছে তা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি এমন পরিস্থিতি এর আগে কখনো দেখা যায়নি

২০২৪ সালটি বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য ছিল একটি অত্যন্ত ঘটনাবহুল বছর। বছরজুড়েই এই খাতটি যেমন নানাবিধ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও রয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, খেলাপি ঋণ, ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থার ঘাটতি ইত্যাদি যেমন ছিল নেতিবাচক আলোচ্য বিষয়, ঠিক তেমনিভাবে সঞ্চয়, ঋণদান, রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট ও ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের ব্যাপক প্রসার ছিল এ খাতে এ বছরের বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়। এ বছরের শুরুতে প্রতিটি ব্যাংকেরই তারল্য পরিস্থিতি, আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের প্রবৃদ্ধির হার ছিল বেশ সন্তোষজনক। কিন্তু ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের চিত্র পুরোপুরি পাল্টে যায়। এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংকে তারল্য সংকট তীব্র আকার ধারন করে। ব্যাংকিং সেক্টরে দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করা আইএফআইসি ব্যাংক এবং এক্সিম ব্যাংকও সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তারল্য সংকটে পড়তে থাকে। কোন কোন ব্যাংক গ্রাহকের ১ হাজার টাকার চেকও পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। সংকট এতটাই প্রকট ছিল যে এস আলমের মালিকানাধীন ৭টি ব্যাংকসহ সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক মিলিয়ে মোট ১২টি ব্যাংক প্রায় দেওলিয়া হবার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল। তবে ব্যাংকিং খাতের এত অস্থিরতা সত্ত্বেও পূবালী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, ইবিএল, ব্যাংক এশিয়াসহ আরও কয়েকটি ব্যাংক উন্নত গ্রাহক সেবা, সুশাসন ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা দেখিয়ে গ্রাহকের মাঝে বিশেষ স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারল্য সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সবল ব্যাংকসমূহের কাছে ঋণ সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় পূবালী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, সিটি ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকগুলোকে ঋণ সহায়তা করে। সবল ব্যাংকসমূহের এ সহায়তায় দুর্বল ব্যাংকসমূহের লাখো গ্রাহকদের মাঝে স্বস্তি আনলেও প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থ সহায়তা ছিল খুবই অপ্রতুল। ঋণ বিতরণে ২০২৪ সাল ছিল বেশ মিশ্র। কৃষি ও শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ বাড়লেও এসএমই খাতে এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যহারে কমেছে। এছাড়া, উচ্চ সুদ হার, শ্রেণীকৃত ঋণের ঝুঁকি কমানো, সরকার পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণে সতর্কতা অবলম্বন করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এদিকে বেশ পিছিয়ে ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের নিম্ন হার ২০২৪ সালের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল। রিজার্ভের স্বল্পতার কারণে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এদিকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে কমলেও, ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রেরণের গতি বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, তৈরি পোশাক রপ্তানিতেও তেজিভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বছর শেষে রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকার পতনের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে সাবেক গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব ডেপুটি গভর্নরদের পদত্যাগ ছিল ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম আলোচিত বিষয়। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সাবেক গভর্নর দেশের সামগ্রিক খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে মোটেও সফল ছিলেন না। বিশেষ করে, বিদায়ী গভর্নরের আমলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১২% এ দাঁড়িয়েছিল। বিদায়ী গভর্নরের ব্যর্থতার পেছনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহির অভাব এবং বৃহৎ ঋণ খেলাপিদের লাগাম টানার ব্যর্থতা ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসার পর পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ও ব্র্যাক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আহসান এইচ মনসুরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর করা হয়। নতুন গভর্নর দায়িত্ব গ্রহণের পর অস্থির ব্যাংকিং সেক্টরকে স্থিতিশীল করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বিশেষ করে তিনি খেলাপি ঋণের লাগাম টানা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, ডিজিটালাইজেশন, তরুণ উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্ত সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এদিকে গত সরকারের আমলে নিয়োগকৃত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদেরকে সরিয়ে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। অনেক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। নতুন গভর্নর দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন টাকা না ছাপাবার কথা বললেও পরে তিনি তার অবস্থান থেকে সরে আসেন। বিশেষ করে দুর্বল ব্যাংকগুলো যখন সাধারন গ্রাহকদের চাপে হিম-শিম খাচ্ছিল, তখন উপায় না দেখে নতুন করে ২২,৫০০ কোটি টাকা ছাপিয়ে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে তারল্য সুবিধা দেবার ঘোষণা দেয় কেন্দ্রিয় ব্যাংক। অর্থনীতিবিদদের মতে এই বিশাল অর্থের জোগানের ফলে কতিপয় দুর্বল ব্যাংকগুলো সাময়িকভাবে লাভবান হবে, কিন্তু পাশাপাশি এর ফলে আগামী বছর মূল্যস্ফীতি অনেক বৃদ্ধি পাবে। এদিকে, দুর্বল ব্যাংকের সঙ্গে সবল ব্যাংকের একত্রীকরণের সংবাদটি ছিল এ বছরের অন্যতম প্রধান আলোচিত বিষয়। বিগত সরকারের কতিপয় কর্তাব্যক্তিদের লাগামহীন দুর্নীতি ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক উপায়ান্তর না দেখে কয়েকটি দুর্বল ব্যাংককে ইন্ডাস্ট্রির সবল ব্যাংকের সঙ্গে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তের পর পুরো ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে, দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করা ব্যাংকগুলো দুর্বল ব্যাংকের সঙ্গে একত্রিত হতে এবং তাদের দুর্নীতির ভাগীদার হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তবে সরকার পতনের পর এই একত্রীকরণ প্রক্রিয়াটি অনেকাংশেই স্থিমিত হয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকসমূহের আলটিমেট বেনিফিশিয়ারি ওনার কারা, এই সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে চেয়ে একটি সার্কুলার ইস্যু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সার্কুলারটি নিঃসন্দেহে আগামীতে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এদিকে করোনা মহামারীর পর বাংরাদেশ ব্যাংক অনলাইন ও হাইব্রিড প্লাটফর্মে বোর্ড ও অন্যান্য কমিটি সভার করার অনুমতি প্রদান করেছিল যা এ বছর বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার দিয়ে বাতিল করে দিয়েছে। সরকার পতনের পর আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের গ্রেপ্তারও ছিল ২০২৪ সালে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম গরম খবর। তবে, এত নেতিবাচক সংবাদ সত্ত্বেও টেকসই ব্যাংকিং এ ২০২৪ সালে বেশ কিছু ব্যাংক যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। ব্যাংকিং সেবাকে গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে এ বছর বেশ কয়েকটি ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। শক্তিশালী প্রায় প্রতিটি ব্যাংকেরই শাখা ও উপ-শাখার সংখ্যা অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধির জন্য প্রায় প্রতিটি ব্যাংকই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংকগুলোতে প্রযুক্তির ব্যবহারও আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বেশ কয়েকটি ব্যাংক ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার করে লেনদেনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্যোগ নিয়েছে। বছরের শুরুতে গত সরকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান 'নগদ' সর্বপ্রথম ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স লাভ করে, যদিও সরকার পতনের পর বাংলাদেশ ব্যাংক এই লাইসেন্স বাতিল করে দেয়। পরিশেষে, যদিও ২০২৪ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতার বছর ছিল। এই একটি বছর এই সেক্টরে যে পরিমাণে উত্থান-পতন দেখা গেছে তা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি এমন পরিস্থিতি এর আগে কখনো দেখা যায়নি। এ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বছরের শুরু থেকেই কাজ করতে হবে। তবে যাই হোক, সব ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ তথা উন্নয়ন এবং চ্যালেঞ্জ এই দুই এর যুগল উপস্থিতি এবং কার্যকর নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে এই খাতের সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৫ শিশুসহ ৪৯ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বিমান হামলায় আরো ৪৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, এর মধ্যে ৫টি শিশু রয়েছে। গতকাল বুধবার আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গাজাজুড়ে নির্বিচার হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। গত মঙ্গলবার অন্তত ৪৯ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে আল-মাওয়াসির তথাকথিত 'নিরাপদ অঞ্চলে' পাঁচ শিশু এবং জাবালিয়ায় চালানো হামলায় আটজন লোকও নিহত হয়েছেন। এছাড়া উত্তর গাজার শাতি শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি হামলায় একই পরিবারের পাঁচ সদস্য নিহত হয়েছেন। আল-জাজিরার প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গাজা সিটির একটি বাড়িতে গতকাল ইসরায়েলি বাহিনী বোমা হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় ১৫ দিন বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে, আহত হয়েছেন অনেক মানুষ। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, ইসরায়েলি বাহিনী আল-মাওয়াসির মানবিক অঞ্চলসহ গাজা উপত্যকাজুড়ে তাদের আক্রমণ আরও জোরদার করছে এবং আবাসিক বাড়িঘর ও বেসামরিক অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্যহারে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। এদিকে সর্বশেষ এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় মোট নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৫ হাজার ৮৮৫ জনে পৌঁছেছে বলে মঙ্গলবার অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিরলস এই হামলায় আরো অন্তত এক লাখ ৯ হাজার ১৯৬ জন ব্যক্তিও আহত হয়েছেন। গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

রাশিয়ার গভীরে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ার অভ্যন্তরে সারাটাভ অঞ্চলে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এতে এঙ্গেলস শহরে বড় ধরনের একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় গভর্নর গতকাল বুধবার এ তথ্য জানিয়েছেন। রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, রাশিয়ার ওই অঞ্চলে রুশ বাহিনীর কৌশলগত বোমারু বিমানের বড় একটি ঘাঁটি রয়েছে, যা দেশটির পারমাণবিক বাহিনীর অংশ। ইউক্রেন এর আগেও ড্রোন দিয়ে ওই ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু করেছে। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতে চালানো ড্রোন হামলায় সেটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কিছু বলেননি গভর্নর। রুশ সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ড্রোন হামলায় একটি তেলের ডিপোতে আগুন ধরে গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত অযাচাইকৃত ভিডিও ও ছবিতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ও দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের দৃশ্য দেখা গেছে। টেলিগ্রামে এক পোস্টে আঞ্চলিক গভর্নর রোমান বুসারগিন বলেছেন, ভলগা নদীর বিপরীত দিকে অবস্থিত সারাটাভ ও এঙ্গেলস শহর 'সিরিজ ড্রোন হামলার' শিকার হয়েছে। এতে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে আগুন লেগেছে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

আগামী সপ্তাহে চাঁদে নভোযান পাঠাচ্ছে মার্কিন কম্পানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন কম্পানি ফায়ারফ্লাই অ্যারোস্পেস নাসার একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচির অধীনে আগামী সপ্তাহে চাঁদে একটি নভোযান পাঠাচ্ছে। সংস্থাটি মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে এএফপি গতকাল বুধবার এ খবর জানিয়ে বলেছে, নাসা এই অভিযানের ব্যয় কমাতে বাণিজ্যিক খাতের সঙ্গে অংশীদারি করছে। এই অভিযান সফল হলে তা হবে অ্যাপোলো যুগের অবসানের পর দ্বিতীয়বারের মতো মার্কিন কোনো রোবটিক মহাকাশযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ। টেক্সাসভিত্তিক ফায়ারফ্লাই স্পেস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া একটি পোস্টে লিখেছে, 'প্রস্তুত হন! চাঁদে আমাদের যাত্রা আগামী বুধবার (১৫ জানুয়ারি) ইএসটি সময় মধ্যরাত ১টা ১১ মিনিটে স্পেসএক্স ফ্যালকন-৯ রকেটে চড়ে শুরু হবে।' কম্পানির ল্যান্ডার ব্লু ঘোস্ট ৬.৬ ফুট লম্বা ও ১১.৫ ফুট চওড়া। এর লক্ষ্য হবে চাঁদের উত্তর-পূর্ব দিকে মারে ক্রিসিয়ামের মধ্যে অবস্থিত মনস ল্যাট্রেইল নামের একটি আগ্নেয়গিরির জায়গায় ১০টি বিজ্ঞান গবেষণা প্রকল্প ও প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা। ব্লু ঘোস্ট চাঁদের উদ্দেশে ৪৫ দিন ভ্রমণ করবে। তারপর চন্দ্রপৃষ্ঠে ১৪ দিনের পূর্ব পরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ফায়ারফ্লাই অ্যারোস্পেস ২০২১ সালে নাসার বাণিজ্যিক লুনার পেলোড সার্ভিসেস (সিএলপিএস) উদ্যোগের অধীনে ৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি করেছিল। বেসরকারি চন্দ্র অর্থনীতিকে উৎসাহিত করা ও বৃহত্তর আর্টেমিস প্রগ্রামের অংশ হিসেবে সেখানে একটি স্থায়ী উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রগ্রামটি চাঁদে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পেলোড সরবরাহ করার জন্য নবাগত মহাকাশ সংস্থাগুলোকে নিয়োগ করেছে। এর আগে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে পেনসিলভানিয়াভিত্তিক অ্যাস্ট্রোবোটিক পরিচালিত প্রথম সিএলপিএস মিশনটি ব্যর্থতায় শেষ হয়েছিল। কম্পানির পেরেগ্রিন ল্যান্ডারটি ইউনাইটেড লঞ্চ অ্যালায়েন্স ভলকান রকেটে চড়ে যাত্রা করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর জ্বালানি লিক হওয়ার কারণে তা হারিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে পুড়ে যায়।

থাইল্যান্ডে কম্বোডিয়ার সাবেক এমপিকে গুলি করে হত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কম্বোডিয়ার জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন এক সদস্যকে থাইল্যান্ডে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফরাসি স্ত্রীর সঙ্গে কম্বোডিয়ার সিম রিপ থেকে একটি বাসে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে পৌঁছানোর পরপরই তাকে হত্যা করা হয়। বর্তমানে নির্বাসিত বিরোধী দল কম্বোডিয়া ন্যাশনাল রেসকিউ পার্টি (সিএনআরপি) থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন লিম কিমিয়া। সিএনআরপি এক বিবৃতিতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। দলটি বলেছে, কামপং থম প্রদেশের সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা লিম কিমিয়ার ওপর নৃশংস ও অমানবিক গুলিবর্ষণের খবরে আমরা মর্মাহত ও গভীরভাবে ব্যথিত। বিরোধী বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ নির্বাসিত হলেও কম্বোডিয়া ও ফরাসী দ্বৈত নাগরিক সাবেক এই বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ক্ষমতাসীন স্বৈরশাসক হুন সেনের হুমকি সত্ত্বেও নিজ দেশে বসবাস করে আসছিলেন।

যে গ্রামে গুরুতর অসুস্থ হওয়া নিষেধ

আন্তর্জাতিক ডেস্কস : ইতালির একটি ছোট্ট গ্রাম বেলকাস্ত্রো। ইতালির দক্ষিণের ক্যালাব্রিয়া অঞ্চলে বেলকাস্ত্রো গ্রাম। এটি ইতালির সবচেয়ে দরিদ্র গ্রামগুলোর একটি। এ গ্রামের বাসিন্দাদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় মেয়র আন্তোনিও তোরচিয়া বেলকাস্ত্রো গ্রামের মানুষদের উদ্দেশে একটি আদেশ জারি করেন। আদেশে বলা হয়, 'যেসব অসুস্থতায় জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রয়োজন, সেসব অসুস্থতা এড়িয়ে চলার জন্য গ্রামের বাসিন্দাদের নির্দেশ দেওয়া হলো।' ওই আদেশের অংশ হিসেবে গ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষতিকর হতে পারে, এমন কাজে জড়িত না হতে ও গার্হস্থ্য দুর্ঘটনা এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর ঘন ঘন বাড়ি থেকে বের না হওয়া, ভ্রমণ বা খেলাধুলা অনুশীলন না করার এবং পরিবর্তে বিশ্রাম নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মেয়র আন্তোনিও তোরচিয়া বলেন, পদক্ষেপটি 'স্পষ্টতই একটি হাস্যকর উসকানি।' তবে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থার ত্রুটিগুলো তুলে ধরতে তিনি আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে যে জরুরি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন, তার চেয়ে এটির প্রভাব বেশি ছিল। মেয়র বলেন, বেলকাস্ত্রো গ্রামের প্রায় অর্ধেক বাসিন্দা, অর্থাৎ ১ হাজার ২০০ জনের বয়স ৬৫ বা তার বেশি। গ্রামটি থেকে দুর্ঘটনা ও জরুরি (এঅ্যান্ডই) বিভাগ ৪৫ কিলোমিটার (২৮ মাইল) দূরে অবস্থিত। শুধু একটি সড়ক ব্যবহার করে এঅ্যান্ডই বিভাগে যাওয়া যায়। আর এই সড়কে সর্বোচ্চ গতিসীমা ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার। গ্রামের জন্য নিয়োজিত চিকিৎসকদের চেম্বারও সব সময় খোলা থাকে না। আর সাপ্তাহিক ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি ও নির্ধারিত সময়ের পর এটি বন্ধ থাকে। তোরচিয়া ইতালির একটি টেলিভিশনকে বলেন, 'তখন নিরাপদ বোধ করা কঠিন, যখন আপনি বুঝবেন যে সহায়তার প্রয়োজন হলে সময়মতো এঅ্যান্ডই বিভাগে পৌঁছানই একমাত্র আশা।' আর সেখানে যাওয়ার সড়কটি যেকোনো অসুখের চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কম জনবহুল ক্যালাব্রিয়া ইতালির দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর একটি। রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও মাফিয়া হস্তক্ষেপ এখানকার স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যা প্রায় ১৫ বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রশাসনের অধীনে ছিল। রোমের নিযুক্ত কমিশনাররা হাসপাতালগুলোর বিশাল ঋণের বোঝা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। এর অর্থ হলো, ক্যালাব্রিয়া অঞ্চলের মানুষের জন্য চিকিৎসা কর্মী ও হাসপাতালে শয্যার গুরুতর সংকটের অবসান খুব শিগগিরই হচ্ছে না। অঞ্চলটির ১৮টি হাসপাতাল ২০০৯ সালের পর থেকে বন্ধ। ফলে ক্যালাব্রিয়ার প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ প্রায় ২০ লাখ মানুষ অঞ্চলটির বাইরে গিয়ে চিকিৎসাসেবা নিতে চান।

ওজন কমেছে যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টের, বেড়েছে চীনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত এক দশকে পাসপোর্টের বৈশ্বিক র‌্যাঙ্কিংয়ে আমেরিকান পাসপোর্টের শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়েছে। অন্যদিকে, শক্তিশালী হয়েছে চীনা পাসপোর্টের অবস্থান। যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে। হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে আমেরিকান পাসপোর্ট ২২৭টি গন্তব্যের মধ্যে ১৮৬টিতে ভিসা ছাড়াই প্রবেশের সুযোগ দেয়। ২০১৫ সালে দ্বিতীয় স্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র এখন নবম স্থানে নেমে গেছে। এ সময়ের মধ্যে ভেনেজুয়েলার পরে এটিই সবচেয়ে বড় পতন বলে দাবি করছে হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স। বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের এই পতন দেশটির ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সংরক্ষণমূলক নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশেষত দেশটির শুল্ক নীতি ও ব্যাপক বিতাড়ন নীতিগুলি এ অবস্থার জন্য দায়ী। গ্রান্ট থর্নটনের চীন শাখার অংশীদার ও অধ্যাপক টিম ক্লাট্টে বলেন, ট্রাম্পের সরাসরি বৈদেশিক নীতিগুলি আমেরিকান পাসপোর্টের শক্তিতে সন্দেহের সৃষ্টি করছে। হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স জানিয়েছে, ২০২৪ সালে তাদের কাছে আসা অভিবাসন অনুরোধগুলোর মধ্যে ২১ শতাংশ ছিল আমেরিকানদের। ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে বিদেশে স্থানান্তরের প্রবণতা বাড়ছে। ২০২৫ সালে প্রায় ১ লাখ ৪২ হাজার মিলিয়নিয়ার স্থানান্তরিত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। চীন ২০২৩ সালে ১৫ হাজার ২০০ উচ্চ আয়ের ব্যক্তি হারিয়েছে। দেশটির অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে এই প্রবণতা দেখা গেছে। তবে পাসপোর্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে ৬০তম স্থানে উঠে এসেছে চীন, যেখানে ২০১৫ সালে দেশটির অবস্থান ছিল ৯৪তম। এদিকে, এ তালিকায় ১৯৫টি গন্তব্যে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার নিয়ে শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাপান।

এদিকে, আফগানিস্তান এখনও তালিকার সর্বনিম্নে রয়েছে, যেখানে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার কমেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এশিয়ার উচ্চ র‌্যাঙ্কিং পাওয়া দেশগুলো পারস্পরিক ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য গত দশকে নতুন ভিসামুক্ত চুক্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা তাদের পার্সপোর্ট শক্তিতে পতনের অন্যতম কারণ। বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন, ট্রাম্প আবারও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন, যা তার আগের প্রশাসনের সময় মুসলিম প্রধান দেশ ও ভেনেজুয়েলাসহ উত্তর কোরিয়ার নাগরিকদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের চেয়ারম্যান ক্রিশ্চিয়ান এইচ. কাইলিন বলেন, নাগরিকত্বের ধারণাটি পুনরায় চিন্তা করার সময় এসেছে, কারণ জলবায়ু পরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সংঘাত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে বাধ্য করছে। সূত্রঃ নিক্কেই এশিয়া

ঘন কুয়াশায় দিল্লিতে ফ্লাইট বিপর্যয়, ব্যাহত ট্রেন চলাচল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ও আশপাশের অঞ্চল। দৃষ্টিসীমা শূন্যে নেমে আসায় ব্যাহত হচ্ছে ফ্লাইট ও ট্রেন চলাচল। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (আইজিআই) ২০০টিরও বেশি ফ্লাইট বিলম্বিত ও চারটি বাতিল করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানায়, দিল্লি ও উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে ঘন কুয়াশার কারণে বিমানবন্দর ও রেল যোগাযোগে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। দিল্লির বিমানবন্দরে যেসব ফ্লাইট দৃষ্টিসীমা কম থাকায় অবতরণে সক্ষম নয় এমন ফ্লাইটগুলো ঘন কুয়াশার কারণে প্রভাবিত হতে পারে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উড্ডয়ন ও অবতরণ সীমিতভাবে চালু থাকলেও আবহাওয়ার কারণে বেশিরভাগ ফ্লাইটের শিডিউল পরিবর্তন করতে হয়েছে। পাঞ্জাবের অমৃতসর, জম্মু, ও উত্তর প্রদেশের আগ্রার বিমানবন্দরগুলোও একই পরিস্থিতির মুখে পড়েছে।

বিনোদন

ডার্ক লাভ স্টোরি নিয়ে আসছেন মোশাররফ করিম

বিনোদন ডেস্ক : গ্রামে পরিবার রেখে শহরে কাজ করে মুকুল। প্রতি মাসে বাড়িতে টাকা পাঠায়। এর মধ্যে হঠাৎ করে টাকা পাঠানো কমে যায়। অন্যদিকে শহরে আবার সে প্রেমে পড়ে। জীবনের নানা টানাপোড়েনে আবার দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে ভ্রান্ত এক ধারণায় আটকে যায়। একটি অপরাধ থেকে মুকুল একসময় নানা অপরাধে জড়াতে থাকে। ডার্ক লাভ স্টোরি নিয়ে নির্মাতা ভিকি জাহেদ আনছেন ওয়েব সিনেমা 'অন্ধকারের গান'। বরাবরের মতো টিভি এবং ওটিটিতে একের পর এক থ্রিলার কনটেন্টে জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছেন তিনি। এবার নতুন বছরেও থাকছে চমক। কারণ, ওয়েব ফিল্মটিতে থাকছেন অভিনেতা মোশাররফ করিম ও অভিনেত্রী জাকিয়া বারী মম। গতকাল বুধবার মুক্তি পেয়েছে 'অন্ধকারের গান'।

কলকাতায় কাজে কম থাকায় ঢাকাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পার্নো

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমায় কলকাতার অভিনেত্রীদের অভিনয়ের আনাগোনা অনেক আগে থেকেই। তবে ইদানীংকালে তা চোখে পড়ার মতো। কারণ কলকাতায় সিনেমার কাজের পরিমাণ কমে যাওয়াতে ঢাকার দিকেই নজর তাদের। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকাই সিনেমা নিয়ে কলকাতার অভিনেত্রীদের ব্যস্ততা বেড়েছে। গত দুবছরে কলকাতার ইধিকা পাল, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, মিমি চক্রবর্তী, কৌশানী মুখার্জী, সায়ন্তিকা ব্যানার্জিসহ আরও অনেকেই কাজ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এবার দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে কলকাতার অভিনেত্রী পার্নো মিত্র অভিনীত একটি সিনেমা। 'বিলডাকিনি' নামে এ সিনেমায় দেশের জনপ্রিয় অভিনেতা মোশার-রফ করিমের বিপরীতে তিনি অভিনয় করেছেন।

মুখ খুললেন রোজার সাবেক প্রেমিকা

বিনোদন ডেস্ক : দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ের পিড়িতে বসে দেশের হট টপিকে পরিণত হয়েছিলেন গায়ক-অভিনেতা তাহসান খান। শুধু তাহসানই নয়, আলোচনায় আসেন তার নব্য স্ত্রী রোজা আহমেদও। কিন্তু শুধু আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তাহসানের বিয়ে। বিষয়টি কেন্দ্র করে নিন্দুকেরাও একহাত নিয়েছেন নেটমাধ্যমে। গত সোমবার তাহসানের বিয়ের খবর নিশ্চিত হওয়ার পরপরই সামাজিক মাধ্যমে গুঞ্জন ওঠে, ফায়েজ বেলাল নামে এক যুবককে ধোঁকা দিয়ে নাকি তাহসানের সঙ্গে সংসার পেতেছেন রোজা আহমেদ। ফায়েজ দাবি করেন, রোজার সঙ্গে নাকি দুই বছরের প্রেম ছিল তার। এরপর তা নিয়ে তৈরি হয় নানা ধোঁয়াশা। তাহসানের স্ত্রী রোজা আহমেদের পরই আলোচনায় আসেন তার কথিত প্রাক্তন প্রেমিক ফায়েজ বেলাল। সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকার আয়োজনে তাহসান-রোজার বিয়ে প্রসঙ্গে ফায়েজকে ডেকে আনা হয়। সেখানে রোজা আহমেদের নাম মুখে না নিলেও পরোক্ষভাবে কথিত প্রাক্তনকে নিয়ে নানান কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে ফায়েজ এও দাবি করেন, রোজার বিয়ে হওয়ায় ফায়েজের মা কান্নাকাটি করছেন! ফায়েজের কথায়, 'আমার কারও ওপর অভিমান নেই। আমি তাদের দুজনকেই অসংখ্য শুভকামনা জানাই। ওর বিয়ের খবরে (রোজা আহমেদ) খবরে আমার মা সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছে, মানে আমার থেকেও বেশি। তিনি আমাকে আজকে এই সাক্ষাৎকারে আসতে দিতে চায়নি।' ফায়েজ বলেন, 'তখন আমার মা আমাকে খাইয়ে দিচ্ছেন আর সে সময় তার চোখে পানি দেখছি। জিজ্ঞাসা করলাম কাঁদছেন কেন, তখন আম্মু উত্তর দিলেন ‒এরকম তো অনেককেই খাইয়ে দিয়েছিচ। আমি তার নাম বলতে চাই না; তখন আমিও মা কে ধরে কান্না করে দেই।' উল্লেখ্য, ফায়েজ বেলাল পেশায় একজন ব্যবসায়ী সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েনসার। তার বাবার নাম সেলিম শিকদার ও মায়ের নাম ফজিলাতুন্নেসা। তিনি বর্তমানে ঢাকার খিলখেতে বসবাস করেন।

বডি শেমিংয়ের শিকার হয়েছিলেন দীঘি

বিনোদন ডেস্ক : একটা সময় প্রচুর বডি শেমিংয়ের শিকার হয়েছিলেন ঢাকাই সিনেমার নায়িকা প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। অসুস্থতার কারণে শারীরিক স্থূলতা, এবং সে থেকে সমালোচকদের নানান মন্তব্য অনেকটা প্রভাবিত করে দিঘীকে। কিন্তু দমে যাননি তিনি। নিজের লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন, শরীরকে ফিট করার জন্য আরও কঠিন পরিশ্রম চালিয়ে গেছেন দিঘী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই খারাপ সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন দিঘী। বোঝাতে চাইলেন, বডি শেমিংয়ের শিকার যে কেউ অনেক ট্রমাটাইজড-ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়তে পারেন; অথচ মানুষ সেগুলো না ভেবেই বডি শেমিং করে ফেলেন। দীঘির কথায়, 'যে মানুষটার বডি শেমিং আরেকটা মানুষ করছে, আদৌ সেই মানুষটি বডি শেমিং নিয়ে কতটা সিরিয়াস, কিংবা সে কীভাবে এটিকে গ্রহণ করছে, তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, তা না চিন্তা করেই তো বলে ফেলি আসলে। হতে পারে সে অনেক ট্রমাটাইজড এটা নিয়ে, সে অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড বডি শেমিংটা নিয়ে।' বডি শেমিং নিয়ে একটা সময় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন জানিয়ে দীঘি বলেন, 'একটা সময় ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ এত এত শুনতাম, এতে একের পর এক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হতো। একটা সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন ডায়েট হচ্ছে না, জিমও হচ্ছে না; আবার মোটা হয়ে গেলাম। এরপর যখন ঠিক করলাম, আমাকে শুকাতেই হবে, তখন আবার হলো কোভিড।' দীঘি আরও বলেন, 'সুস্থ হতে আমাকে অসম্ভব হাই পাওয়ারের ওষুধ দেওয়া হলো, যেটাতে স্টেরয়েড থাকে।

নতুন বছরে গান নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করবেন গুরু

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা নগরবাউল খ্যাত মাহফুজ আনাম জেমস। বর্তমানে স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। গত বছরের শেষ প্রান্তে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গান গেয়ে দর্শক মাতিয়েছেন তিনি। একই বছর প্রথমবার সৌদি আরবে কনসার্ট করেছেন। এ ছাড়া পুরো বছর জুড়েই বিশ্বব্যাপী কনসার্ট করে মাতিয়েছেন সংগীতপ্রেমীদের। নতুন বছরেও সেই ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা জানালেন জেমস। ২০২৫ সাল শুরু করেছেন স্টেজ শো দিয়েই। সিলেটের এক আয়োজনে ৩১ ডিসেম্বর রাত গান করেন। নতুন বছরও জনপ্রিয় এ তারকার থাকবে গানের ব্যস্ততা, এমনটাই জানিয়েছেন জেমসের মুখপাত্র রবিন ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'স্টেজ শো দিয়েই এবার আমরা নতুন বছর শুরু করেছি। নগরবাউলের এ গানের যাত্রা বছরজুড়েই চলবে। নতুন বছরে শিল্প-সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের প্রত্যাশা।' এদিকে নতুন বছর নিয়ে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানান জেমস। সঙ্গে কর্মপরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন। জেমস বলেন, 'ভক্তরা আমার প্রাণ, সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার ভালোবাসা অব্যাহত থাকবে। সবাইকে শুভেচ্ছা।' কর্মপরিকল্পনা নিয়ে তিনি বলেন, 'গত বছর দেশ ও দেশের বাইরে অনেক কনসার্টে অংশ নিয়েছিলাম। বিশেষ করে সৌদি আরবের কনসার্ট ছিল আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস করি নতুন বছরে আরও বেশি কনসার্ট ব্যস্ততা থাকবে দেশ ও দেশের বাইরে।' নতুন বাংলাদেশ নিয়েও প্রত্যাশার কথা জানিয়ে এ তারকা বলেন, 'গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন এক বাংলাদেশের সূচনা হয়েছে। তাই প্রত্যাশা একটু বেশি। সংস্কৃতিবান্ধব সমৃদ্ধির এক বাংলাদেশ চাই। আমাদের গান ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ুক সারা পৃথিবীতে। এ বছর হোক গানের বছর এটাই আমার চাওয়া।' এদিকে গত বছর তার নতুন কোনো প্রকাশ হয়নি।

এবার অস্কারের যাচ্ছে বাংলা সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : অস্কারের দৌড়ে 'সেরা ছবি' বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে ভারতীয় বাংলা ছবি 'পুতুল'। প্রথম বাংলা ছবি হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে নির্মাতা ইন্দিরা ধর মুখার্জী পরিচালিত এই ছবি। শুধু তাই নয়, সেখানেই আরও 'মোয়ানা টু', 'মুফাসাঃ দ্য লায়ন কিং'-এর মতো আরও ৩৮ টি ছবির সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে। গত ডিসেম্বরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'পুতুল'। ছবিতে অভিনয় করেছেন তনুশ্রী শংকর, মুমতাজ সরকার, ভেনেসার মতো তারকারা। এই ছবিরই গান 'ইতি মা'-এর জন্য অস্কার দৌড়ে পৌঁছেছিলেন গায়িকা ইমন চক্রবর্তীও। কিন্তু প্রতিযোগিতায় ছিটকে যায় গানটি। এবার 'পুতুল'-এর এই সাফল্যে আশাবাদী পরিচালক। ইন্দিরা ধর মুখার্জী বলেন,ওআমি অ্যাকাডেমি এবং পুরো অস্কার কমিটির কাছে খুবই কৃতজ্ঞ এই ছবিটাকে পছন্দ করার জন্য, আমার কাজ পছন্দ করার জন্য। আমার পরিচালনা, লেখা পছন্দ করার জন্য। ছবিটা সেরা ছবি বিভাগে মনোনীত হয়েছে। অ্যাকাডেমির ওয়েবসাইটে এখন সেটা বেরিয়েও গেছে। এটাই সবথেকে বড় ভ্যালিডেশনẞ পরিচালকের কথায়, ওখুব ভুল না হলে প্রথমবার সেরা ছবি বিভাগে একটা বাংলা ছবি প্রতিযোগিতা করছে। ছবির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। খুব কষ্ট করে ছবিটা বানিয়েছি। এটা আমার প্রথম ছবি। আর নতুন পরিচালক, প্রযোজক হিসেবে বাংলা ছবিকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে পারলাম, এটা আমার কাছে একটা বড় ব্যাপার। ছবি অনেক সময়ই বাইরে মুক্তি পায়, কিন্তু এই ছবি স্বীকৃতি পেল। অস্কার তো ছবির জগতে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে, তাই খুব ভালো লাগছে।

৫৭তেও যুবতি নিকোল কিডম্যান

বিনোদন ডেস্ক : স্বপ্নসুন্দরীদের জৌলুস কি হারিয়ে যায় ৫০-এ পা দিলেই? ম্লান হয়ে আসে স্পটলাইটের আভা? ক্রমশ উবে যায় সেলুলয়েডের সম্মোহন? কিন্তু সেসবই বারবার বস্তাপচা ধারণাকে ভুল প্রমাণ করেছেন হলিউড অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান। বন্ধ ঘর। মায়াবী আলো। হাতে অল্পবয়সি ইন্টার্নের টাই। সেটি অনবরত গালে, নাকে ও ঠোঁটে ঘষতে থাকেন তিনি। একসময় মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে নেন। শীৎকারে আলোড়িত হয় মুহূর্ত। ৫৭ নয়, যেন কামনাজর্জর ২৭ বছরের এক যুবতী। হালিনা রাইনের পরিচালনায় 'বেবিগার্ল'-এর চরিত্রটিতে নিকোল কিডম্যান ছাড়া অন্য কাউকে ভাবাই যায় না। এই একটি চরিত্রকেই বিবিধ পরতে রাঙিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন বছরভর। কিন্তু কিডম্যান তা করেননি। একের পর এক কাজ করে গেছেন তিনি। এ বিষয়ে হলিউড অভিনেতা স্টিভ মার্টিনের রসিকতা তারিফযোগ্যড়মাঝেমধ্যেই আমি অভিনেতাদের বলিড় নিকোল কিডম্যানের সঙ্গে আপনার দৃশ্য অনবদ্য ছিল। ১০ বারের মধ্যে ৯ বারই মিলে যায়। বছরের সেরা হওয়া বা শিরোনামে থাকাই উদ্দেশ্য নয়, চরিত্র বাছাইয়ে নিকোল আজও স্বতঃস্ফূর্ত, প্রবৃত্তিনির্ভর। যেমন 'বেবিগার্ল'-এর ক্ষেত্রে আকর্ষণের প্রাথমিক কারণ সে ছবির শিরোনাম। অনেকে সঠিক চরিত্রের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন। অধিকসংখ্যক কাজের চাপে পুনরাবৃত্তির ভয়ে থাকেন। কিন্তু অস্কার, এমি, গ্লোডেন গ্লোবড় একের পর এক পুরস্কারে তাক ভরে গেলেও এতটুকু খিদে কমেনি নিকোল কিডম্যানের। নতুন পরিচালকের সন্ধান করেন নিরন্তর, খুঁজে ফেরেন প্রতিভা। ২০১৭ সালে কিডম্যানের প্রতিশ্রুতি ছিলড় ১৮ মাসে অন্তত একবার নারী পরিচালকের সঙ্গে কাজ করবেন। নিকোল কিডম্যান নিজের লক্ষ্য ছাপিয়ে গেছেন নিজেই। রাইনের 'ইনস্টিংক্ট' দেখার পর কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তিনি। প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারেননি রাইন। বলেই ফেলেছিলেনড় আনন্দে আমার অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। 'এক্সপ্যাটস' সিরিজের একটি দৃশ্যের কথা না বললেই নয়। নিকোল এখানে ধনী মায়ের চরিত্রে। স্বামীর সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া ছেলের সন্ধানে মর্গে যান। হঠাৎ মৃতদেহ দেখে হেসে ওঠেন অট্টহাসি। দৃশ্যটি গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো।

ভক্তদের হতাশ করে ম্যাট্রিক্সে যোগ দিচ্ছেন না উইল স্মিথ

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা উইল স্মিথ। নানামাত্রিক চরিত্রে অভিনয় করে তিনি বিশ্বজুড়ে দর্শকের মন জয় করেছেন। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি রহস্যময় পোস্ট শেয়ার করেছিলেন তিনি। সেটি দেখে অনেকে ধারণা করছিলেন পরবর্তী 'ম্যাট্রিক্স' সিনেমায় অভিনয় করবেন এই তারকা। তবে হলিউড রিপোর্টার সূত্রে জানা গেছে, স্মিথ এই নতুন প্রকল্পে যোগ দিচ্ছেন না। ১৯৯৯ সালের ক্লাসিক 'ম্যাট্রিক্স' ছবিতে নিও চরিত্রে কাজের প্রস্তাব পেয়েছিলেন। সেই কথা স্মরণ করে উইল স্মিথ পোস্টে বলা হয়েছে, ১৯৯৭ সালে উইল স্মিথকে ম্যাট্রিক্স ছবির নায়ক নিও চরিত্রটির জন্য অফার করেছিলেন পরিচালক। স্মিথ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি ওই সময় 'ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়েস্ট' ছবিটি বেছে নিয়েছিলেন শিডিউল দেওয়ার জন্য। কারণ স্মিথ মনে করেছিলেন এটিই তার জন্য উপযুক্ত গল্প ও চরিত্র। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়।

নার্সারিতে এখন শীতকালীন নানা ধরনের ফুলের চারা বিক্রি হচ্ছে। প্রতিটি চারা ২০ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি হয়। নজিরেরহাট, রংপুর।

দিঘলিয়ায় সমলয় পদ্ধতিতে বোরো ধানের চাষ শুরু

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে ৫০ একর জমিতে সমলয়ে বোরো ধানের চাষাবাদ শুরু হয়েছে। এ পদ্ধতির ফলে ধান চাষে শ্রমিক সংকট নিরসন, উৎপাদন খরচ ও সময় বাঁচবে বলে জানা গেছে। এ চাষাবাদ ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশ খাদ্য উৎপাদনে আরও সমৃদ্ধ হবে বলে কৃষি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ পদ্ধতির চাষাবাদে বীজতলা তৈরি ও ধান মাড়াই যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। দিঘলিয়া উপজেলায় যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে ৫০ একর জমিতে সমলয়ে বোরো ধানের চাষাবাদ শুরু হয়েছে। এ পদ্ধতির ফলে ধান চাষে শ্রমিক সংকট নিরসন, উৎপাদন খরচ ও সময় বাঁচবে বলে জানা গেছে। এ চাষাবাদ ছড়িয়ে দিতে পাড়লে দেশ খাদ্য উৎপাদনে আরও সমৃদ্ধ হবে বলে কৃষি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ পদ্ধতির চাষাবাদে বীজতলা তৈরি ও ধান মাড়াই যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। সকালে দিঘলিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের ব্রহ্মগাতী গ্রামে সমলয়ে চাষাবাদের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরিফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ কিশোর আহমেদ। দিঘলিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ কিশোর আহমেদ বলেন, চলতি বোরো মৌসুমে ৪ হাজার ৯০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হচ্ছে। এর মধ্যে ৫০ একর জমিতে সমলয়ে বোরো ধানের চাষাবাদ শুরু হয়েছে। সমলয়ে চাষাবাদে আমরা ব্রহ্মগাতী গ্রামের ৭১ জন কৃষককে সম্পৃক্ত করেছি। তাদের জমিতে এ পদ্ধতির চাষাবাদ হচ্ছে। চাষাবাদের শুরুতে আমরা ট্রেতে বীজতলা করেছি। প্রতি বিঘায় প্রচলিত চাষাবাদে হাইব্রিড ধানবীজ ৪ কেজি ও উফশী ধানবীজ ৬ কেজি দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়। সেখানে সমলয়ে চাষাবাদে বিঘা প্রতি বীজ খরচ অর্ধেক হয়েছে। বীজে কৃষকের খরচ বেঁচেছে। এ চাষাবাদে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে ধানের চারা রোপণ করা হয়েছে। এতে বিঘাপ্রতি খরচ হবে মাত্র ৫শ টাকা, শ্রমিক দিয়ে ধান রোপণ করতে গেলে অন্তত ৪ হাজার টাকা খরচ হয়। জমিতে আগাছানাশক ব্যবহারের ফলে কৃষকের প্রায় ৭০ শতাংশ শ্রমিক খরচ কমে যাবে। এক্ষেত্রে অন্তত ৮-১০ জন শ্রমিকের মজুরি সাশ্রয় হবে। এ ধান পাকার পর কম্বাইন্ড হারভেস্টার দিয়ে কেটে মাড়াই করে দেওয়া হবে। এ মেশিন দিয়ে ১ বিঘা জমির ধান কাটতে মাত্র ২ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয় হবে। এতে সাশ্রয় হবে অন্তত ৭-৮ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে এ পদ্ধতির চাষাবাদে কৃষকের বিঘাপ্রতি অন্তত ১০-১২ হাজার টাকা সাশ্রয় হবে। এ ছাড়া এ পদ্ধতির চাষাবাদে বিঘাপ্রতি হাইব্রিডে ২৪ মণের স্থলে ৩৫ মণ ধান উৎপাদিত হবে। উফশী জাতে ১৬-১৮ মণের স্থলে ২৫-২৮ মণ ধান উৎপাদিত হবে। দিঘলিয়া ইউনিয়ন ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ কামাল হোসেন ও মোঃ কামরুজ্জামান বলেন, আমার ব্লকের ব্রহ্মগাতী এলাকায় রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে সমলয় চাষাবাদে ৭১ জন কৃষককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সবকিছু যন্ত্রের মাধ্যমে হবে। তিনি আরও বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন দিয়ে চারা একই গভীরতায় সমানভাবে লাগানো যায়। ফলে ফলনও বাড়ে। একসঙ্গে চারা রোপণ করায় ধান একসঙ্গে পাকবে এবং একসঙ্গে ফসল ঘরে তুলতে পারবেন কৃষকরা। তবে এ সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকরা লাভজনক হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

মুন্সিগঞ্জে দরিদ্রের মাঝে কম্বল বিতরণ

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সিগঞ্জ গজারিয়া ৩ আসনের গণমানুষের নেতা মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপ্বির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, এর গজারিয়া উপজেলায় তিনটি ইউনিয়নে অসচ্ছল দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুন্সিগঞ্জ গজারিয়া ৩ আসনের গণমানুষের নেতা মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপ্বির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাহী কমিটির বিএনপি সদস্য আ ক ম মোজাম্মেল হক, আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি। গতকাল বুধবার সকাল দশটায় বালুয়াকান্দি মেঘনা পুরান ফেরিঘাট এলাকায় রসুলপুর খেয়াঘাট ভবেরচর বাজার এলাকায় অসচ্ছল দরিদ্র মানুষের মাঝে প্রায় তিন হাজার কম্বল বিতরণ করেন। গজারিয়া উপজেলা বিএনপ্বির আব্বায়ক সৈয়দ সিদ্দিউল্লা ফরিদ, প্রফেসর এ,কে,এম,গিয়াস উদ্দিন, সাবেক বিএনপ্বির গজারিয়া উপজেলা সভাপতি আহসান উল্লাহ, গজারিয়া থানা বিএনপ যুগ্ন আহবায়ক মকবুল আহমেদ রতন,গজারিয়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক মাহবুল হক খান গজারিয়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রনি মাস্টার গজারিয়া উপজেলা বিএনপি যুগ্ন আহবায়ক শফি শিকদার, ইউনিয়ন বিএনপ্বির সভাপতি লোকমান হোসেন সিকদার, বিএনপি বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন ভূঁইয়া, বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন বিএনপ্বির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন যুবদল সাবেক সভাপতি মোঃ জহুরুল হক খান (রিটু) মোঃ হেলাল উদ্দিন ভূঁইয়া বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন সাবেক বিএনপ্বির যুবদলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক প্রমূখ। গজারিয়া অসচ্ছল দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ শেষে মুন্সিগঞ্জ বিএনপ্বির যুগ্ম আপ্যায়ক বলেন আমি এমপি হই বা না হই গজারিয়াবাসীকে আমৃত্যু ভালবেসে যাব-মহিউদ্দিন আহম্মেদ(সিনি:যুগ্ম আহবায়ক,জেলা বি,এন,পি-মুন্সীগঞ্জ)

চাটমোহরে জিংক সমৃদ্ধ ধান-চাল বিষয়ক কর্মশালা

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরে জিংক সমৃদ্ধ ধান ও চালের ব্যবহার ও প্রসার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসের হলরুমে হারভেস্ট প্লাস বাংলাদেশের সহযোগিতায় নিউট্রিশিয়ান এগ্রিফিউচার বাংলাদেশ (নাফ বিডি) এই কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ জসিম উদ্দিন। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী এখনো সব বই হাতে পায়নি। তাই পুরোপুরি ক্লাসও শুরু হয়নি। ক্লাস শেষে বিদ্যালয়ের মাঠে দোলনায় দোল খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। প্রভাতি পরিষদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর, পাবনা।

ধামইরহাটে দুস্থ অসহায় শীতার্তদের কম্বল বিতরণ

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি'র উদ্যোগে ৩শত দুস্থ অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ইউসিবি ব্যাংক চত্বরে ধামইরহাট উপশাখার আয়োজনে এ সকল কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণকালে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি জয়পুরহাট জেলা শাখার ব্যবস্থাপক মো. ফারুক আলম, ধামইরহাট উপশাখার ব্যবস্থাপক মো. সামসুল ইসলাম, সহকারি ক্যাশ ইনচার্জ গোলাম সাকলাইনসহ, উপশাখার ব্যাংক গ্রাহক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়িগণ উপস্থিত ছিলেন। ইউসিবি ব্যাংক ধামইরহাট উপশাখার ব্যবস্থাপক মো. সামসুল ইসলাম জানান, 'এই শীতে সাধারণ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে, হতদরিদ্র ওইসব মানুষের কথা চিন্তা করে ইউসিবি ব্যাংক শীতবস্ত্র বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ধামইরহাট উপজেলার দুস্থ অসহায় ৩শত জনের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। আগামীতে আরো বড় পরিসরে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।'

আমতলীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন

আমতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : আমতলীতে এনএসএস ও ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে ১৪ জন নারী উদ্যোক্তাদের (ফেরিওয়ালা) মধ্যে ব্যবসার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে। এর আগে এ বিষয়ে তাদের নিয়ে লোকজ রিসোর্স সেন্টার এন্ড ফুড কর্নারের হল রুমে দিন ব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে যে সকল নারী ক্ষুদ্র উদ্যোরা পুঁজির অভাবে ঠিকমত মালামাল ক্রয় কিংবা বিক্রয় করতে পারে না এরকম ১৪ জন দরিদ্র নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে ১০ হাজার ৩৮১ টাকার বিভিন্ন রকমের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা উপকরন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে গোসলের স্যাবলন সাবান ২৪টি, ডিটারজেন্ট পাউডার ২৫০ গ্রাম প্যাকেট ১২টি, কাপড় কাঁচা সাবান ১২৫ গ্রাম ১২টি, স্যানিটারি প্যাড ২৪টি,সানসিল্ক মিনি স্যাম্পু ১৪৪ পিচ, মেডি প্লাস টুথপেস্ট ৯০ গ্রাম ১২টি, চায়না নেইল কার্টার ১২ টি, আরএফএল মিটি পানির পট ১৫ লিটার ৪টি, ওরস্যালাইন ১ বক্স, টুথ ব্রাস ১২টি, টয়লেট টিস্যু ১২টি, হারপিক ৫০০ গ্রাম ৩টি, মালামাল বহনের জন্য ব্যাগ ১টি।

চাটমোহরে জিংক সমৃদ্ধ ধান-চাল বিষয়ক কর্মশালা

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরে জিংক সমৃদ্ধ ধান ও চালের ব্যবহার ও প্রসার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসের হলরুমে হারভেস্ট প্লাস বাংলাদেশের সহযোগিতায় নিউট্রিশিয়ান এগ্রিফিউচার বাংলাদেশ (নাফ বিডি) এই কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ জসিম উদ্দিন। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা তানিয়া আকতার। মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন হারভেস্ট প্লাসের প্রকল্প ব্যবস্থাপক শাহিনুল কবির।

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের হাটগোপালপুর শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাংক কার্যালয়ে ৩ শতাধীক দুস্থ অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক এটিএম সামসুজ্জামান, এডভোকেট আবদুর রশিদ, এডভোকেট শফিউল আলম, এসএটিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুস সাত্তার, জেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মশিয়ার রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহিউদ্দিন টিটু, দি-বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও দৈনিক রানার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি বসির আহাম্মেদ সহ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে ৩ শতাধীক দুস্থ অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র পেয়ে অসহায় মানুষগুলো সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বাজিতপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের কম্বল ও মুজা বিতরণ

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফারাশিদ বিন এনাম মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে ৩ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে তিন শত আঠারো টি কম্বল ও মুজা বিতরণ করলেন। তবে তিনশত আঠারোটি মুজা দিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহেরুল্লাহ। এই অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল ফজল হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাজিতপুর উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা মোঃ বাবুল মিয়া, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনির, যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তফা আমিনুল হক, পিআইও মোঃ রেজাউল হক।

কালীগঞ্জে মাদক বিরোধী অভিযানে আটক ২

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালীগঞ্জ থানা পুলিশের মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে ৩৫ পিস ইয়াবা সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। মোক্তারপুর ইউনিয়নের মোক্তারপুর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটককৃতরা হলো মোক্তারপুর গ্রামের আলী নেওয়াজের ছেলে মো. আরিফুল ইসলাম ও হেমায়েত উদ্দিনের ছেলে আল-আমিন। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকায় মাদক বিক্রি করে আসছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কালীগঞ্জ থানার এস আই জহিরুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের ৬০নং মোক্তারপুর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় ইয়াবা বিক্রি চলছে। পরে কালীগঞ্জ থানার থানার এস আই জহিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স সহ ৬০নং মোক্তারপুর আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পাকা রাস্তার উপর মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় মোক্তারপুর গ্রামের আলী নেওয়াজের ছেলে মো. আরিফুল ইসলামের নিকট হতে ৩০ পিস ইয়াবা টেবলেট ও একই গ্রামের হেমায়েত উদ্দিনের ছেলে আল-আমিনের হতে ৫ পিস ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করে ইয়াবা বিক্রির অভিযোগে তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। কালীগঞ্জ থানার এস আই জহিরুল ইসলাম জানান, মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে ৩৫ পিস ইয়াবা সহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬ (১) সারনির ১০ (ক) ধারায় ১৪ (১) ২৫ নং মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে তাদের গাজীপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। মাদক বিরোধী এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কালীগঞ্জে গৃহবধুকে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার ২

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে যৌতুকের জন্য তানিয়া আক্তার নামের এক গৃহবধুকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় কালীগঞ্জ থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গত মঙ্গলবার রাতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় ও একই দিন দুপুরে শিকলে বাঁধা অবস্থায় তানিয়া আক্তার ও তার বাবাকে উদ্ধার করে থানা পুলিশ। এ ঘটনায় রাতেই ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখ করে কালীগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন। পরে পুলিশ রাতে অভিযান চালিয়ে দুই জনকে গ্রেফতার করে।গ্রেফতারকৃতরা হলেন তানিয়ার শাশুড়ি মাহমুদা খাতুন ও ননদ রুমি খাতুন। এ মামলার প্রধান আসামি সোহেল রানাকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি। তানিয়ার বাবা কালীগঞ্জ উপজেলার মঙ্গলপৈতা গ্রামের রিপন গাজী বলেন, তানিয়ার তিন মাসের শিশুসহ দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য তানিয়াকে মারধর করত সোহেল। মেয়ে কে সুখি রাখার জন্য তানিয়ার বাবা কয়েক দফায় তাকে বেশকিছু টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু, সোহেল ও তার পরিবারের লোকজনের আচরণের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তানিয়াকে আবার টাকা আনার জন্য চাপ দেয়। রাজি না হওয়ায় মারধর করে শিকল দিয়ে বেঁধে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখে। খবর পেয়ে মেয়ের শ্বশুর বাড়ি গেলে আমাকেও মারধর করে আটকে রাখা হয়। কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা অবস্থায় গৃহবধু তানিয়া আক্তার তার বাবাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে কালীগঞ্জ থানায় মামলা করে। পুলিশ এ ঘটনায় ২ জন কে গ্রেফতার করেছে।

কালীগঞ্জে জমে উঠেছে বৃহত্তম গুড়ের হাট

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : খেজুর গুড়ের ঐতিহ্যের কথা ভুলে অধিক লাভের আশায় ব্যাঙের ছাতার মতো শত শত কারখানা অপরিশোধিত চিনিগুড়ে তৈরি হচ্ছে স্বাস্থ্যহানিকর খেজুর গুড়। এই খেজুর গুড়ে নেই খেজুরের রস।এ গুড়ের উপাদান ঝোলা গুড় অপরিশোধিত ভারতীয় চিনি-গুড় রং, আটা, রাসায়নিক ও ভেষজ নির্যাস। যে কারণে প্রতি বছর খেজুর গাছের সংখ্যা কমলেও বাড়ছে গুড় উৎপাদন।কালীগঞ্জ শহরের নিমতলা বাসষ্টান্ডে প্রতি শুক্রবার ও শনিবার গুড়ের হাট বসে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি ব্যবসায়িরা এসে কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করে ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে যায়। এ জেলার ৬টি উপজেলার আনাচকানাচে গড়ে উঠা কারখানার শত শত মণ খেজুরের গুড় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে। এতে যেমন ঐতিহ্যবাহী খেজুর গুড়ের সুনাম নষ্ট হচ্ছে, তেমনি বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৮০ শতাংশ খেজুর গাছ কেটে ফেলা হয়েছে।কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ মহাসড়কের পাশে শহরের নিমতলা বাসস্ট্যান্ডে শীত মৌসুমের সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার ও সোমবার এই হাট বসে। প্রতি বছর শীত মৌসুমে এ এলাকায় খেজুরের রস বেশি হওয়ায় এলাকার কৃষকরা খেজুরের গুড় ও পাটালি উৎপাদন করে থাকে। হাটের দিনে প্রচুর খেজুরের গুড় ও পাটালি নিয়ে আসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে। বাইরের ব্যবসায়ীদের কাছে কালীগঞ্জ গুড়ের হাট নামে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। এই হাট কালীগঞ্জ নিমতলা এলাকার একটি ঐতিহ্য। কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ,কোটচাদপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত খেজুর গুড় ও পাটালি বিক্রির জন্য এখানে নিয়ে আসেন। বাজার ঘুরে চাষী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এক হাড়ি/কলস (মাটির তৈরি) পত্রে ৮-১০ কেজি ওজনের গুড় বিক্রি হচ্ছে ১৮০০ থেকে ২২০০ টাকা দরে। আর ঝোল (তরল) গুড় বিক্রি হচ্ছে এক কলস ১০০০ থেকে ১২০০ টাকায়। রস থেকে তৈরিকৃত পাটালি বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা দরে। দেশের অন্য গুড়ের হাট থেকে এই হাটে ভালো মানের গুড় ও পাটালি এবং দামে তুলনামূলক কম থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানের গুড় ব্যবসায়ীরা এগুলো ক্রয় করে ঢাকা, বরিশাল, চট্রগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহীতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করছে। কৃষি বিভাগের খেজুর গাছ রক্ষায় কোন ভুমিকা না থাকায়, খেজুর গাছের ক্ষেত উজাড় করা হয়েছে। এদিকে একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনের জন্য খেজুরের ক্ষেত নষ্ট করে অন্য আবাদের দিকে ঝুকছেন চাষিরা। অথচ ৯০ দশকের দিকে শীত মৌসুমে এ শিল্পের কদর ছিল দেশ জুড়ে। কালীগঞ্জের-পাটালি মানেই শীত মৌসুমে অতিথিদের আগাম বায়না ধরা। সময় এলেই দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকা অতিথিদের জন্য কুরিয়ার অথবা অন্যান্য যোগে পাঠানোর পালা পড়ে যায় কালীগঞ্জ বাসির। গত ২ বছর ধরে জেলার কৃষি বিভাগ খেজুর গাছ ও ঐতিহ্যবাহী গুড়ের দিকে নজর দিয়েছে। কৃষকদের খেজুর গাছের চারা রোপণে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি প্রশিক্ষন দিচ্ছে। ঝিনাইদহ শহরতলীর নগরবাথান বাজারে রাসেল গ্লোবাল লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভাবে খেজুরের গুড় তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সনাতন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ভাবে খেজুরের গুড় তৈরি করা হচ্ছে।রাসেল গ্লোবাল লিমিটেডের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে এলাকার প্রায় ২৫০ জন চাষি নিরাপদ ও নির্ভেজাল গুড় তৈরি করছে। বর্তমানে তাদের নিজস্ব কারখানায় ১৬ জন শ্রমিকের মাধ্যমে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ কেজি গুড় তৈরি করা হচ্ছে। তাদের উৎপাদিত গুড়ের ৮০ ভাগ কারখানা থেকেই বিক্রি হয়ে যায়।শীত বাড়লে তাদের উৎপাদন আরও বাড়বে বলে জানান উদ্যোক্তা রাসেল আহমেদ।রাসেল গ্লোবাল লিমিটেড জেলার বিভিন্ন সড়কে ও পতিত জমিতে প্রায় ৩০ হাজার খেজুরের চারা রোপণ করেছে। কৃষি অধিদপ্তর, বারটান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিকার অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রায় ৪ শতাধিক কৃষককে খেজুরের নিরাপদ রস ও গুড় উৎপাদনের প্রশিক্ষন দিয়েছেন। রাসেলের এই উদ্যোগের সাথে যোগ হয়েছেন আরও ৬ তরুণ। কিন্তু কারখানার দেখাশুনা করেন রাসেল একাই। তাদের কারখানায় এখন প্রতিদিন ৮০০ থেকে ১০০০ লিটার রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। প্রতি ৬ লিটার রস থেকে এক কেজি গুড় তৈরি হয়।

শীতের সকালে কারখানা থেকে মাছের আড়তে নেওয়া হচ্ছে বরফ। তোপখানা, সিলেট।

বরিশালে তীব্র শীতে মানুষ কেনা-বেচার হাট মন্দা

বরিশাল প্রতিবেদক : বরিশালজুড়ে বইছে 'তীব্র শীত'। আর এই শীতের কুয়াশার মধ্যে বাঁশের টুকরি আর কোদাল হাতে মানুষগুলো ভিড় জমাচ্ছেন 'মানুষ বেচা-কেনার হাটে'। তবে শীতের কারনে চরম মন্দা ভাব যাচ্ছে এ হাটে। নগরীর মরগখোলা পোলের ওপর মানুষ কেনা-বেচার হাটে গিয়ে দেখা গেছে, কাজের সন্ধানে এখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অসংখ্য নারী ও পুরুষ শ্রমিক। সাগরদী ও মরগখোলা পোলসহ নগরীর বেশ কয়েকটিস্থানে প্রতিদিন শ্রমিক বেচা কেনার হাট বসে। কনকনে শীত আর কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া সকালে রাস্তায় তেমন কোন মানুষের দেখা মিলছেনা। ঠিক সেই সময় শীতে কাঁপতে কাঁপতে আয়ের সন্ধানে নগরীর রুপাতলী সড়ক, মরগখোলার পোল, চকের পোল, কাশিপুর বাজার, কালিজিরা বাজারসহ বিভিন্নস্থানে রাস্তার পাশে একদল নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন কাজ পাওয়ার অপেক্ষায়। তাদের কারও হাতে রয়েছে কাস্তে, কোদাল, ভেলচা, বাঁশের ঝুঁড়ি, দড়ি, পানি রাখার ড্রাম, হাতুরি, চিরা শ্যাপল ও কাঠ দিয়ে বানানো ভারি জিনিস টানার সরঞ্জাম। মরগখোলার পোল এলাকার মানুষ কেনা-বেচার হাটে দাঁড়িয়ে থাকা সুফিয়া বেগম নামের এক নারী শ্রমিক বলেন, স্বামী মারা গেছে সাত বছর পূর্বে। সংসারে আয় করা মতো কেউ নেই। তাই আমিই হলাম ছেলে-মেয়েদের একমাত্র ভরসা। তাই একদিন কাজ না করলে ছেলে-মেয়েরা না খেয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, বড় মেয়ে কলেজে পড়ে। আর ছোট ছেলে এলাকার একটি স্কুলে অষ্টম শ্রেনীতে পড়াশুনা করছে। তাদের পড়াশুনার জন্য প্রতিমাসে ছয় হাজার টাকার ওপরে খরচ হয়। তাই এই শীতের মধ্যেও কাজের সন্ধানে প্রতিদিন আমাকে এখানে আসতে হয়। সুফিয়া বলেন, গরীবের কষ্টের শেষ নেই। বর্তমানে বাজারে সব জিনিসের দাম দ্বিগুন। কিন্তু আয় আগের মতোই। সাগরদী ব্রীজের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা হেমায়েত উদ্দিন বলেন, সংসারে আমার এক মেয়ে আর স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই। তাই খেটে খেতে হচ্ছে। একদিন কাজ না হলে বাড়ির সবাইকে অর্ধাহারে অনাহারে থাকতে হয়। কি আর করবো শীত, বৃষ্টি আর গরম নেই কাজ না করলে ভাত দিবে কে। তিনি আরও বলেন, গত কয়েক মাস ধরে শ্রমিকদের চাহিদা একেবারে নেই বললেই চলে। সরকার পরিবর্তনের পর সিটি করপোরেশন বাড়ি-ঘর তৈরির অনুমতি দিচ্ছে না, যেকারণে আমাদেরও চাহিদা নেই। সূত্রমতে, বরিশালে শ্রমিকের দৈনিক পারিশ্রমিক সাতশ' থেকে এখন পাঁচশ' টাকায় নেমে এসেছে। তবুও কাজ পাছেন না অধিকাংশ শ্রমিকরা। কাজ না পেয়ে তাদের অর্ধাহারে-অনাহারে সময় কাটাতে হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়েই কম টাকাতেও অনেক শ্রমিক কাজে যাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব অধিকাংশ শ্রমিকরা বেসরকারি আশা, ব্রাক, গ্রামীণ শক্তি, পল্লীসহ একাধিক এনজিওর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাই কাজ হোক আর নাই হোক সাপ্তাহিক কিস্তিতে নেই কোন মাপ। কিস্তি না দিতে পারলে শুনতে হয় খারাপ আচারন। তাই বাধ্য হয়ে অনেক শ্রমিককে বাড়ি ঘরে থাকা মালামাল বিক্রি করেও কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে।

স্বরুপকাঠীতে দুস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

নেছারাবাদও স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর প্রতিনিধি : স্বরুপকাঠী (নেছারাবাদ) অসহায়, দুস্থ ও শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে সুন্দরবন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। উপজেলার নূরজাহান হাবিব ইংলিশ মিডিয়াম কিন্টারগার্টেন বিদ্যালয় মাঠে দেড় সহস্র মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। সুন্দরবন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান , উপজেলা বিএনপির আহ্বয়াক ওয়াহিদুজ্জামান ওয়াহিদ এবং সংগঠনের সাবেক সভাপতি মো.জাহিদ উদ্দীন উপস্থিত থেকে এ কম্বল বিতরন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের উপদেষ্টা মো: শহিদুল্লাহ, মো. বারেক মিয়া, সদস্য মো: আতিকুল ইসলাম লিটু, মো: রফিকুল ইসলাম দুলাল,আসাদুজ্জানান হাকিম প্রমুখ। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ওয়াহিদুজ্জামান ওয়াহিদ বলেন, সুন্দরবন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অত্র অঞ্চল থেকে সুন্দরবনে কর্মরত ব্যবসায়িদের কল্যানের জন্য এই সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এখন তাদের অনেকে বেচে নেই। বর্তমানে সুন্দরবনের ব্যবসা কারো নেই। তবে,এই প্রানের সংগঠন এখনো আছে। মেধাবি ও গরীব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি,সাহয্য সহযোগীতা সহ প্রতিবছর শীতে দুস্থদের মধ্য কম্বল বিতরন করে থাকে সুন্দরবন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন।

রাঙামাটি শহরের হাটে বিক্রি করার জন্য টমেটো নিয়ে এসেছেন চাষি। ঘাট থেকে নামিয়ে ভাড়ায় নেওয়া হচ্ছে টমেটো। সমতা ঘাট, রাঙামাটি।

মিনেরাকে উড়িয়ে শেষ ষোলোয় রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক : স্প্যানিশ কোপা দেল রে-তে চতুর্থ শ্রেণির দল ক্লাব দিপোর্তিভা মিনেরাকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। রাউন্ড অব ৩২ এ দুর্দান্ত জয়ে শেষ ষোলোতে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে লস বাঙ্কসরা। গত সোমবার রাতে মিনেরার ঘরের মাঠ কার্টাগোনোগায় রিয়ালের হয়ে জোড়া গোল করেন আর্দা গুলার। ম্যাচের ৫ মিনিটে গোল করেন উরুগুয়ের ফেডেরিকো ভালভার্দে। ৮ মিনিট পর ব্যবধাণ দ্বিগুণ করেন এড়ুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা। বুলেট গতির দুর্দান্ত হেডে গোলটি করেন ফরাসি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। গুলার নিজের প্রথম গোল করেন ২৮ মিনিটে। তুর্কি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের গোলে ৩-০ তে এগিয়ে যায় রিয়াল। গুলার নিজের দ্বিতীর গোল করেন ৮৮ মিনিটে; যা রিয়ালের শেষ গোল। তার আগে ৫৫ মিনিটে সফরকারীদের হয়ে আরও একটি গোল করেন ক্রোয়েশিয়ার অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ। ম্যাচের পর রিয়ালকে শুভসূচনা এনে দেওয়া ভালভার্দে বলেন, 'আমি দলে অবদান রাখতে পেরে খুশি। কিন্তু আমার কাজ ভিন্ন; সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে সাহায্য করা, রক্ষা কর। আমি আনন্দিত যে, কোচ প্রতিটি খেলায় আমাকে বিবেচনায় রাখেন, তিনি আমার প্রতি আস্থা রাখেন এবং আমি ক্লান্ত হলেও আমি সবসময় খুশি।' ৩৯ বছর বয়সী মদ্রিচকে নিয়ে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেন, '(লুকা) ফুটবলের জন্য একটি উপহার এবং যারা এটিকে কাছে থেকে উপভোগ করতে পারে তাদের জন্য আরও অনেক কিছু। সমর্থক, খেলোয়াড়, কোচ... আমার জন্য এটা একটা দারুণ উপহার। এই ধরনের ম্যাচের জন্য সে যেভাবে প্রস্তুতি নেয়, যেন এটা একটা ফাইনাল। এটা আমাদের তরুণদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।' রিয়ালের গোলের সংখ্যাটা আরও বড় হতে পারতো, যদি মিনেরার গোলরক্ষক ফ্রান মার্টিনেজ বেশ কিছু শট ঠেকিয়ে না দিতেন। ভালভার্দে ও কিলিয়ান এমবাপের অনেকগুলো শট রুখে দেন স্প্যানিশ এই গোলরক্ষক।

লিভারপুলকে জিততে দিল না ইউনাইটেড

স্পোর্টস ডেস্ক : পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা লিভারপুল এ মৌসুমে ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য। তবে উড়তে থাকা অলরেডদের এবার জিততে দিল না খারাপ সময়ের বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অ্যানফিল্ডে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। যদিও ম্যাচের একটা পর্যায় পর্যন্ত ২-১ গোলে পিছিয়ে ছিল ইউনাইটেড। তবে প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে তারা ১ পয়েন্ট পাওয়া নিশ্চিত করে আইভরিকোস্টের ২২ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড আমাদ দিয়ালোর গোলে। ইউনাইটেড অবশ্য জিতেই যেতে পারতো। যদি না হ্যারি ম্যাগুয়ার শেষ মিনিটে ১০ গজ দূর থেকে লিভারপুলের গোলকিপার আলিসনকে একা পেয়েও বার উঁচিয়ে না মারতেন। যে কারণে ৩ পয়েন্ট নয়, ১ পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে হয়েছে ইউনাইটেডকে। তুষারপাতের কারণে ম্যাচ শুরু হওয়া নিয়েই সংশয় ছিল। তবে নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় ম্যাচ। যেখানে গোলশূন্য প্রথমার্ধ শেষে ৫২তম মিনিটে আর্জেন্টাইন তারকা লিসান্দ্রো মার্তিনেজের গোলে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। তবে ৭ মিনিট পরেই কোডি গাকপোর গোলে সমতা ফেরায় লিভারপুল। ৭০তম মিনিট পেনাল্টি থেকে গোল করে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন মোহামেদ সালাহ। কিন্তু এর ১০ মিনিট পরে আমাদের গোল লিভারপুলের জয়ের আশা কেড়ে নেয়। আর চার ম্যাচ পর ড্রয়ের মুখ দেখলো রুবেন আমোরিমের দল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের সাথে ম্যাচ বয়কটের আহ্বান

স্পোর্টস ডেস্ক : তালেবান সরকার আফগানিস্তানের ক্ষমতা পুনরায় গ্রহণের পর নারীদের ক্রিকেট খেলা বন্ধ রেখেছে। যা নিয়ে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলো বেশ সরব। তারা আফগানিস্তান পুরুষ দলের বিপক্ষে না খেলে এর প্রতিবাদ জানাতে চায়। নারীদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ এনে এবার ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডকে (ইসিবি) চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তান ম্যাচ বয়কটের আহ্বান করেছেন ১৬০ জন ব্রিটিশ রাজনীতিক। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আফগানিস্তানের ম্যাচ হওয়ার কথা। তবে এমন আহ্বানের পক্ষে নয় ইসিবি। ইসিবির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ড চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, তালেবান শাসনের অধীনে নারীদের অধিকার দমন এমন একটি বিষয় যা সমন্বিত আইসিসি-নেতৃত্বাধীন পদক্ষেপের দাবি রাখে, এটি কোনো একটি দেশের একক পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য নয়। এর আগে ইসিবির কাছে নিজেদের মতের পক্ষে একটি চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের রাজনীতিকরা। হাউজ অব কমন্স ও হাউজ অব লর্ডসের এসব রাজনীতিকদের মধ্যে আছেন রিফর্ম পার্টির নেতা নাইজেল ফ্যারাজ ও লেবার পার্টির সাবেক প্রধান জেরিমি করবিনও। ইসিবির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ড বরাবর চিঠিটি লিখেছেন ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপি তোনিয়া আন্তোনিয়াজ্জি। সে চিঠিতে সই করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আমরা ইংল্যান্ড পুরুষ দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের আহ্বান জানাচ্ছি তালেবান শাসন-াধীন আফগানিস্তানে নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর জঘন্য আচরণ নিয়ে কথা বলতে। আমরা এটাও অনুরোধ করছি, ইসিবি যেন আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি বয়কট করার কথা ভাবে। তাতে তালেবানের ভয়ঙ্কর আচরণের বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়া হবে।' উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ভারতের মাটিতে হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের কাছে হেরে যায় ইংল্যান্ড। একটা সময় মনে হয়েছিল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোয়ালিফাই করতে পারবে না ইংলিশরা। তবে শেষদিকে ভালো খেলে আসরে জায়গা করে নেয় তারা। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নবম আসর।

এবার কোহলি-রোহিতকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিলেন হরভজন

স্পোর্টস ডেস্ক : ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুই ব্যাটিং স্তম্ভ। দেশের ক্রিকেটকে অনেক কিছু দিয়েছেন তারা। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচকদের মাথায় সবার আগে প্রথম দুটি বাক্যই আসে। ফর্ম যেমনই থাকুক, কোহলি ও রোহিত দেশের সুপারস্টার; এমন ভাবনা থেকেই তাদেরকে দলে রাখে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থাও (বিসিসিআই)। এদিকে বিসিসিআইয়ের গৎবাঁধা সুপারস্টার বুলি মোটেই পছন্দ নয় বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ভারতীয় তারকা হরভজন সিংয়ের। কিংবদন্তি এই স্পিনারের দাবি, খুব শিগ্রই বিসিসিআইকে এই ধরনের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। হরভজনের ভাবনা, কোহলি ও রোহিতকে সুপারস্টার তকমা দিয়ে খেলানো বন্ধ করতে হবে। পারফরম্যান্সের বিবেচনায় ক্রিকেটার বাছাই করতে হবে। অর্থাৎ যারা ভালো করবে তারাই খেলবে। সম্ভাবনাময়ীদের দলে জায়গা দিতে হবে। সাবেক এই কিংবদন্তি মনে করেন, যদি সুপারস্টার হওয়া কারণে কোহলি ও রোহিতকে দলে রাখা হয়, তাহলে যারা অতীতে ভারতের জার্সিতে ২২ গজের উইকেট কাঁপিয়েছেন, তাদেরকেও দলে আনা উচিত। আর যদি সেটি না হয়, তাদেরকে রোহিত-কোহলিকে খেলানোর কোনো মানে নেই। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে হরভজন বলেন, 'প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই একটা খ্যাতি আছে। যদি সেটাই হয়, তাহলে কপিল দেব, অনিল কুম্বলে বা যারা ভারতের সবচেয়ে বড় ম্যাচজয়ী হয়েছেন তাদের যোগ করুন। বিসিসিআই এবং নির্বাচকদের শক্তিশালী হওয়া উচিত। ভারতের উচিত সুপারস্টার মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসা।' সদসমাপ্ত বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরেছে ভারত। শুরু থেকেই ফ্লপ ছিলেন রোহিত। কোহলিও ভালো করতে পারেননি। অথচ বিকল্প ক্রিকেটার নিয়েই অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল ভারত। স্কোয়াডে ছিলেন অভিমন্যু ঈশ্বরন ও সরফরাজ খানের মতো উঠতি তারকা। তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। ক্ষোভ প্রকাশ করে হরভজন বলেন, 'অভিমন্যু ঈশ্বরনকে সফরে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে খেলেনি। সুযোগ দেওয়া হলে ভারতের হয়ে খেলোয়াড় হতে পারতো সে। সরফরাজেরও একই অবস্থা। এখন সামনে ইংল্যান্ড সফর। যে খেলোয়াড় পারফর্ম করবে তাদেরই সেখানে যাওয়া উচিত। সুনামের ভিত্তিতে খেলোয়াড় বাছাই করা উচিত নয়।' সিডনিতে শেষ টেস্টে অবশ্য রোহিত নিজেই দল থেকে সরে দাঁড়ান। জাসপ্রিত বুমরাহর নেতৃত্ব এই ম্যাচ খেললেও শেষ পর্যন্ত সিরিজ বাঁচাতে পারেনি ভারত।

ফ্রেঞ্চ সুপার কাপের হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতল পিএসজি

স্পোর্টস ডেস্ক : ফ্রেঞ্চ সুপার কাপটা একপ্রকার পিএসজির নিজস্ব সম্পত্তিই বলা যায়। হারিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো এই শিরোপা ঘরে তুলেছে প্যারি-সিয়ানরা। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের জন্য নির্মিত অস্থায়ী স্টেডিয়াম ৯৭৪-এ অনুষ্ঠিত ম্যাচে নির্ধারিত সময়ের খেলা ছিল গোলশূন্য। তবে অতিরিক্ত সময়ে ফাবিয়ান রুইজের অ্যাসিস্টে উসমান দেম্বেলের করা গোলে জয় পায় পিএসজি। এ নিয়ে ১৩তম বারের মতো ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ জিতলো ফরাসি জায়ান্টরা। আর শেষ ১২ বছরে এটি তাদের ১১তম শিরোপা। গতবারও পিএসজি লিগ রানার্সআপ মোনাকোকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অর্থাৎ টানা দুইবার পিএসজির কাছে হেরে শিরোপা হাতছাড়া হলো তাদের।

লাইফস্টাইল

আল কুরআন বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ

ধর্ম ডেস্ক : 'শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের'। আল কুর'আনের হৃদপিন্ড হিসেবে বর্ণিত সুরা ইয়াসীনের দ্বিতীয় আয়াত। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের বিজ্ঞানময়তার উপলব্ধি করতে মানবজাতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে সুদীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর। বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিক্রমায় কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীতে এসেই মহাগ্রন্থ কুর'আনে বিধৃত বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের দলিল উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। অজ্ঞতার চরম ঘোর অমানিশায় পরিব্যাপ্ত কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুপমন্ডুকতার আবর্তে আরব জাতি যখন নিমজ্জিত ছিল তখন একজন আরবী নির র নবী বললেন'' (হে মুহাম্মদ) বল, কুর'আনের মত করে অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানব মন্ডলী এবং জ্বীন জাতি সম্মিলিতভাবে পরস্পর সহযোগিতা করেও যদি চেষ্টা চালায়, তবুও তারা তা করতে সমর্থ হবে না" (১৭.৮৮)। কিংবা 'বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবুও আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, যদিও অনুরূপ সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আবারো আনা হয় (তাও শেষ হয়ে যাবে, অথচ তখনও আল্লাহর বাণী শেষ হবে না) (সুরা আল কাহাফ, আয়াত-১০৯)"। অথবা ''যদি তাদের (মানুষ ও জ্বীন জাতি) এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে গোটা কুর'আন তো দূরের কথা, কুর'আনের অনুরূপ দশটি আয়াতও যদি পারে তা হলে যেন তা' রচনা করে দেখায়"। চৌদ্দশ' বছর পূর্ব হতে অদ্যাবধি পৃথিবীতে আগত শত শত কোটি মানুষের নিকট মহান রাব্বুল আলামিনের এই উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ অবারিত রয়েছে। কত অনারব-আরবী ভাষী জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী, বিদূষী-কবি-সাহিত্যিক অতিক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু অব্যাহত ব্যর্থতায় তাঁরা সকলেই নিঃক্রান্ত হয়েছেন। কারণ, এ যে ২০০০০ (বিশ হাজার) বিলিয়ন আলোকবর্ষে বিস্তৃত মহাবিশ্বের সৃষ্টি কর্তা, লালন কর্তা মহান আল্লাহর বাণী (প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ধাবিত আলোকরশ্মি এক বছর মেয়াদে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোকবর্ষ বলে এবং এক বিলিয়ন হচ্ছে একশত কোটি)। এর কোন ব্যত্যয় নেই এর কোন পরিবর্তন নেই। আর এর হেফাজতকারীও তিনিই। আল্লাহ বলেন 'নিশ্চয়ই এ কুর'আন আমি অবতীর্ণ করেছি আমিই এর হেফাজত করব' (সুরা হিজর, আয়াত-৯)।

আল কুর'আনের অভ্যন্তরীণ বিনির্মাণও অত্যন্ত বিস্ময়কর। রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর উপর সুদীর্ঘ তেইশ বছরে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার টুকরো টুকরো তাৎপর্য প্রতিফলিত যে আয়াত, আয়াতগুচ্ছ কিংবা সুরা অবতীর্ণ হয়েছে, যে আয়াতগুলো নাজিলের জন্য আল্লাহর মহান ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আঃ) চব্বিশ হাজার বার পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, বর্ণনাতীত অবিন্যস্ত সেই কুর,আন এর শাব্দিক ও সংখ্যার বুনন আপনাকে বিমোহিত না করে পারবে না। সম্প্রতি সুপারকম্পিউটার লব্ধ গবেষণা থেকে দেখা গেছে বর্তমান বিশ্বের প্রায় পাঁচশ' কোটি মানুষ যদি হুবহু পবিত্র কুরআনের মত করে সমশব্দে সমবাক্যে ও সংখ্যায় সমান সংখ্যক অক্ষরে অনুরূপ তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যের একখানা কুর'আন রচনায় প্রয়াসী হয় তা'হলে ৬২৬*১০২৪ অর্থাৎ ৬২৬-এর পরে ২৪টি শূন্য বসিয়ে যে অচিন্তনীয় বিরাট সংখ্যা পাওয়া যাবে এই ৫০০ কোটি মানুষের সম্মিলিতভাবে তত বছরের প্রয়োজন হবে। এই অকল্পনীয় বিরাট সময়ের মধ্যে হয়ত একটিবারের মত এ কুর'আনের মত একটি গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হতে পারে যা' নিতান্তই অতীব অসম্ভব। এ তথ্যগত আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই মহান রাব্বুল আলামিনের উল্লেখিত চ্যালেঞ্জের সত্যতা প্রতিভাত হচ্ছে। কুর'আনে বর্ণিত কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়ে এর নিরঙ্কুশ সত্যতাকে প্রতিপন্ন করেছে সেদিকে দৃকপাত করা যাক। রাসুলে আকরাম (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচারের সময় পৃথিবীতে দু'টি পরাশক্তি বিদ্যমান ছিল। একটি রোমান অপরটি পারসিক। রোমানরা প্রধানতঃ খ্রিষ্টান তথা আহলে কিতাবধারী (যাদের উপর ঐশী কিতাব নাজিল হয়েছে তাদেরকে তাহলে

কিতাব বলে), কিন্তু পারসিকরা ছিল পৌত্তলিক তথা অগ্নিপূজক। ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে এই দুই সুপার পাওয়ারের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রোমান বাহিনী ব্যাপক পরাজয়বরণ করে এবং অগ্নিপুজক পারসিকরা জয়লাভ করে। আহলে কিতাবধারীদের এই পরাজয়ে (যেহেতু মুসলমানরাও কিতাবধারী) নবদীক্ষিত মুসলমানগণ দারুণভাবে ভেঙ্গে পড়েন। নওমুসলিমদের মনে সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত ওহী নাজিল করেন 'রোমান বাহিনী নিকটবর্তী ভূমিতে (ইরানে) পরাজয়- বরণ করেছে, এবং তাদের এই পরাজয়বরণের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যে। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই আর সেইদিন মুমিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে' (সুরা আর-রূম, আয়াত-২, ৩, ৪)। ঊর্ধ্বমরহ মত ´দণ ঈহড়টর্ডধভণ্র্টণ-এ উল্লেখিত হয়েছে, যে রোমান বাহিনী ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে পারসিকদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং যুদ্ধের সকল ফ্রন্টে পারসিকদের প্রচণ্ড দাপট পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং সমসাময়িক মানুষের মধ্যে এই বোধের জাগৃতি ঘটেছিল যে, পারসিকরা অপরাজেয়। মাত্র নয় বছরের ব্যবধানে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে সেই পারসিকরা রোমান বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে আরমেনিয়ার যুদ্ধে পরাজয়বরণ করে এবং পারসিকদের সমগ্র বাইজাইনটাইন সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং এভাবেই পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুর'আনের সুরা মুদ্দাচ্ছির-এর ৩০ নং আয়াতে বলেন, 'ইহার উপরে আছে উনিশ'। ইসলামের প্রথম যুগে এই 'উনিশ'কে উনিশজন বিশেষ ফেরেশতা হিসেবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু সম্প্রতি লেবাননের অধিবাসী ডঃ রশিদ খলিয়া মিশরী সমগ্র কুর'আনকে কম্পিউটার-এ সেট করে এই উনিশ সংখ্যার বিস্ময়কর তত্ত্ব উদঘাটন করেছেন। কুর'আনের বিন্যাসে, বিভাগে ও কাঠামোয় উনিশ এক অবোধগম্য শৃংখলায় শৃংখলিত। হেরা গুহায় রমজান মাসে ধ্যানমগ্নতায় রাসুলে আকরাম (সাঃ)-এর উপর প্রথম যে ওহী নাজিল হয়েছিল তা ছিল সুরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত যা' পরবর্তীতে উনিশটি আয়াতে সমাপ্ত হয়। কুর'আনের শেষের দিকের অবস্থান থেকে এর অবস্থিতি ১৯-এ। এই সুরার পরে নাজিলকৃত পরিপূর্ণ দ্বিতীয় সুরা ফাতিহা। এর প্রথম আয়াত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। এই বিখ্যাত আয়াতটির অক্ষর সংখ্যা উনিশ। আবার এই আয়াতের মূল চারটি শব্দ যথা ইসম, আল্লাহ, রাহমান ও রাহীম। এই শব্দগুলি সমগ্র কুর'আনে যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তা' প্রত্যেকেই পৃথকভাবে উনিশ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন ইসম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে উনিশবার যা উনিশ দ্বারা বিভাজ্য। 'আল্লাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ২৬৯৮ বার যা উনিশ দ্বারা বিভাজ্য (২৬৯৮ – ১৯=১৪২) আর রাহমান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৫৭ বার যা' উনিশ দ্বারা বিভাজ্য এবং আর রাহীম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১১৪ বার যা উনিশ দ্বারা বিভাজ্য। কুর'আনের মোট সুরার সংখ্যা ১১৪টি যা উনিশ দ্বারা বিভাজ্য। ১১৩টি সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বাক্যটি ব্যবহৃত হয়ে ১৯ দ্বারা অবিভাজ্য হলেও অন্য একটি সুরাতে দুইবার উক্ত বাক্যটি ব্যবহৃত হয়ে উনিশ দ্বারা বিভাজ্যতাকে প্রতিপন্ন করেছে।

পবিত্র কুর'আনে কিছু সুরার শুরুতে কিছু হরফ রয়েছে। যার পৃথক কোন অর্থ নেই। এই অক্ষরগুলোকে হরফে 'মুয়াত্তালাত' বলে। যেমন আলিফ, হা, বা, সীন, সোয়াদ, তোয়া, আইন, কাফ, ক্কাফ, লাম, মীম, নূন, হা, ইয়া। এই চৌদ্দটি বর্ণের সাহায্যে আলিফ লাম মীম, আলিম লাম রা, হা মীম, তোয়া সীন, ইয়া সীন, তোয়া হা, সোয়াদ, নূন, ক্কাফ, আলিফ লাম মীম সোয়াদ, আইন সীন ক্কাফ, তোয়া সীন মীম, ক্কাফ হা ইয়া আইন সোয়াদ, আলিফ লাম মীম রা–এই চৌদ্দটি হরফ বা হরফগুচ্ছ মোট ২৯টি সুরায় ব্যবহৃত হয়েছে। এখন পৃথকভাবে অক্ষর, অক্ষরগুচ্ছ এবং ব্যবহৃত সুরার সংখ্যা যোগ করলে দাঁড়ায় (১৪+১৪+২৯)= ৫৭ যা উনিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। এই কোড অক্ষর বা হরফে মুয়াত্তালাত এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কোন সুরা যখন এই কোডের অক্ষর বা অক্ষরগুচ্ছ দ্বারা শুরু হয় তখন সেই সুরার মধ্যে কোডে ব্যবহৃত অক্ষর বা অক্ষরগুলো যতবার ব্যবহৃত হয় সেই সংখ্যাটি পৃথকভাবে সকল সময়ই উনিশ দ্বারা বিভাজ্য। এবং সমষ্টিগতভাবেও উনিশ দ্বারা বিভাজ্য।

শিখ ধর্মাবলম্বীদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা

ধর্ম ডেস্ক : পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায়, প্রধান প্রধান ধর্মগুলো সাধারণত দুভাগে বিভক্ত। প্রথমটি সেমেটিক ধর্ম আর দ্বিতীয়টি হলো নন-সেমেটিক ধর্ম। সেমেটিক ধর্ম সাধারণত সিমায়েটরা অনুসরণ করে। এ শাখার প্রধান প্রধান ধর্ম হলো– ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম। এ তিনটি প্রধান ধর্মই অহিভিত্তিক ও নবীভিত্তিক ধর্ম। আর নন-সেমেটিক ধর্ম হলো, যারা সেমেটিক ধর্ম নয়। সেমেটিক বাদে বাকি সব ধর্মই নন-সেমেটিক। নন-সেমেটিক ধর্মগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– আরিয়ান এবং নন-আরিয়ান। সাধারণভাবে বলা যায়, উত্তর ভারত ও ইরানে ইন্দো-ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের যেসব লোক বাস করে তারা আরিয়ান ধর্মের লোক। নন-আরিয়ান বলতে গণচীনের ধর্মগুলোকে বোঝায়। সেখানকার বড় বড় ধর্মগুলো যেমন– তাইজম, কনফুসিয়াসিজম, সিনটেরিজম ইত্যাদি।

আরিয়ান ধর্ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত যথা– বেদিক ধর্ম ও নন-বেদিক ধর্ম। বেদিক বলে সাধারণত খ্রিস্টপূর্ব দেড় থেকে দুই হাজার বছর আগের বৈদিক যুগের ধর্মকে বোঝায়। এ দ্বারা আর্য জাতির আমলে বৈদিক ও মহাকাব্যের পরবর্তী ব্রাহ্ম ধর্মকে বোঝায়। এ ব্রাহ্ম ধর্ম মূলত সনাতন হিন্দু ধর্মেরই পূর্ব নাম এবং আর্য জাতির ভারতের স্থায়ী বাসিন্দারাই পরবর্তী যুগে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে পরিচিত। নন-বেদিক ধর্ম বলতে বেদ-পরবর্তী অহিন্দু ধর্মগুলোকে বোঝায়। সেখানে যেমন– জৈনধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও শিখ ধর্ম ইত্যাদি।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

ধর্ম ডেস্ক : পরিষ্কার, পরিপাটি, নির্মল অবস্থাকে বলে পরিচ্ছন্নতা। আর বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জিত দেহ, মন, পোশাক ও স্থান বা পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে বলে তাহারাত বা পবিত্রতা। আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন। যারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে সবাই তাদের ভালবাসে। আল্লাহপাকও তাদের ভালবাসেন। কুরআন মাজীদে আছে– অর্থাৎ যারা পবিত্র থাকে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাত আদায় করার জন্য শরীর, পোশাক ও স্থান তথা পরিবেশ পবিত্র হওয়া অপরিহার্য। প্রিয়নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন– "ধর্মের ভিত্তি পরিচ্ছন্নতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।" কেননা অপরিচ্ছন্ন দেহ মনের এবাদত আল্লাহ পাক কবুল করেন না। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে– অর্থাৎ "বিশ্বাসীগণ" তোমরা যখন নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করবে, তখন মুখ, হাত, পা ধৌত করবে এবং মাথা মাসেহ করবে।" (সুরা মায়িদা)।

সালাত, তাওয়াফ, কুরআন তেলাওয়াতের মতো মৌলিক ইবাদতের জন্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে ইসলাম পূর্বশর্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ইবাদতে পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত একাগ্রতা আসে না।

আমরা নানা রকম কাজ করি। আমাদের হাত, পা, শরীর ও কাপড় ময়লা হয়, ধুলোবালি লাগে। ঘামে শরীর ভিজে যায়, দুর্গন্ধ হয়। লোকে ঘৃণা করে। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই, দাঁতে ময়লা লাগে। দাঁত মুখ পরিষ্কার না করলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে। লোকে অপছন্দ করে, অকালে দাঁত পড়ে যায়। দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য ওযু করার আগে দাঁত মাজতে হয়, মেসওয়াক করতে হয়। মহানবী (সাঃ) বলেছেন– "আমার উম্মতের কষ্ট না হলে প্রত্যেক ওযুর আগে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।" অনেকের নখ, চুল বড় হয়। দেখতে খারাপ লাগে। নখ বড় হলে নখে নানা রকম ময়লা জমে, তা খাবারের সাথে পেটে যায় এবং পেটের অসুখ হয়। নখ কেটে ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। চুল ঠিক করে রাখতে হবে। মহানবী (সাঃ) একবার একটি লোককে এলোমেলো চুল দেখে বললেন– "এ ব্যক্তি কি চুল ঠিক করার কিছুই পেল না?"

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যে সব পন্থা বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, তন্মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। অপরিচ্ছন্ন দেহ সুস্থ থাকতে পারে না। কেননা দৈহিক পরিশ্রমের ফলে শরীরের ভেতর হতে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ চোখ, ত্বক, কান, জিহবা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রতিনিয়ত বের হয়।

ইহুদি ধর্মের মূলনীতি

ধর্ম ডেস্ক : পৃথিবীতে হিব্রু সভ্যতার ইতিহাস আজ অজানা নয়। যদিও হিব্রু একটি ভাষার নাম; কিন্তু কালক্রমে এটি একটি জাতির পরিচায়ক এমনকি একটি ধর্মের নামেও পরিচিত হয়। পৃথিবীতে আধুনিক যুগে আজকে যে ইহুদিদের পরিচয় পাই তাদেরই আগের নাম হিব্রু। সে অনেক আগের কথা– ইব্রাহিম নামে এক নবীর মাধ্যমে এ ধর্মের বিকাশ সাধন হয়। পরে ইব্রাহিমের পুত্রের ঘরে আরেক নবীর আগমন ঘটে তার নাম ইয়াকুব। যার অপর নাম ইসরাইল। পরে ইসরাইলের বংশের লোকদের বনি ইসরাইল নামে ডাকা হতো। পবিত্র কোরআনুল কারিমে বনি ইসরাইল হিসেবে অনেকাংশেই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। হজরত মুসার (আ.) আগে ইয়াকুবের (আ.) সময় আরবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণে ইয়াকুব তার গোত্রের লোকদেরসহ মিসরে বসবাস করতে থাকেন। ইয়াকুবের এক পুত্রের নাম ছিল ইউসুফ। যিনি মিসরের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় মূলত হিব্রু জাতির লোকেরা মিসরে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে; কিন্তু কালক্রমে কিতবি জাতি, যারা মিসরে স্থায়ী বাসিন্দা ছিল তাদের হাতে শাসন কাঠামো চলে যায়। কিতবি জাতির শাসকদের উপাধি ছিল ফেরাউন। এ ফেরাউন রাজারা বিরাট প্রতিপত্তি অর্জন করে। তারা বনি ইসরাইলদের দাস হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে এবং ইসরাইল জাতির ওপর অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকে। এ সময় নবী মুসার আগমন ঘটে। যিনি ফেরাউনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে ঈশক শক্তির মাধ্যমে ফেরাউনকে পদানত করে এবং বনি ইসরাইলদেরকে দাসত্বের হাত থেকে উদ্ধার করেন। এ সময় থেকেই ইসরাইল জাতির নব উত্থান ঘটে। তারা তখন থেকে ইহুদি নামে পরিচিত হয়ে আজ অবধি সে নামেই বিশ্বব্যাপী বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পৃথিবীতে বহুকাল আগের সে হিব্রু ভাষা আজো হিব্রু জাতির যোগ্য উত্তরসূরি ইহুদিদের মধ্যে টিকে আছে।